كتاب نواقض الإسلام

ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

মূল: মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

আল-বুরাইদাহ, আল-কাছীম, সঊদী আরব।

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আনসারী

দাওরাতুল হাদীস, জামি'আ শারি'য়াহ মালিবাগ, ঢাকা।

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

مكتبة السنة :الناشر

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

www.maktabatussunnah.org

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০২১ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ১০০ (একশত) টাকা।

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

❖ ইসলাম ভঙ্গের প্রথম কারণ: কুফর

- কুফর ও শিরকে-এর মাঝে পার্থক্য ৬
- কুফরীর রুকন বা ভিত্তি ৭
- কুফরীর প্রকারসমূহ ৯
- আল-কুফরুল আকবার ও আল-কুফরুল আছগার- এর মাঝে পার্থক্য ১২
- কুফর-এর কারণসমূহ ১৩
- কাফেরদের শাস্তি ১৬
- ইসলাম ভঙ্গকারী ১০ টি বিষয় ২০
- কাউকে কাফের বলার বিধান ২৮

❖ ইসলাম ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ: শিরক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা

- শিরকের কুফলসমূহ ৩০
- কুফুর ও শিরকের মাঝে পার্থক্য ৩২
- শিরকের প্রকারসমূহ ৩২
- শিরক আল-আকবার এর বিধান ৪৩
- শিরক আল-আছগার এর বিধান ৪৩
- শিরকের ভয়াবহতা ৪৪
- ত্বগূত-এর বিধান ৪৭
- শিরকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কথা-বার্তা ৪৮
- গণকের নিকট গমনের বিধান ৫৫
- যাদুকর ও গণকদের ফিতনা ৫৭
- মৃত ও অদৃশ্যব্যক্তিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার বিধান ৫৮
- মুশরিকদের উপাস্য ৫৯
- আল্লাহ তা'আলা ও তার বান্দাদের মাঝে মাধ্যমসমূহ তৈরী করার বিধান ৬১
- শিরকের আস্তানাসমূহ অবশিষ্ট রাখার বিধান ৬৫

- মুশরিকদের সঙ্গে সমঝোতা করার বিধান ৬৬
- মুশরিকের বিধান ৬৭

❖ **ইসলাম ভঙ্গের তৃতীয় কারণ: নিফাক্ব**

- নিফাক্বের পরিণাম ৭২
- নিফাক্বের প্রকারসমূহ ৭৩
- নিফাক্ব আল-আছ্গার ও আল-আকবার এর মাঝে পার্থক্য ৮১
- মুনাফিক্বদের অস্তিত্ব ৮২
- মুনাফিক্বদের বিধান ৮৩
- মুনাফিক্বদের শাস্তি ৮৪

❖ ইসলাম ভঙ্গের চতুর্থ কারণ: রিদ্দাহ বা দীনত্যাগ

- রিদ্দাহ-এর প্রকারসমূহ ৮৬
- মুরতাদ-এর সাথে কী আচরণ করা হবে ৯৭
- মুরতাদ-এর বিধান ৯৮
- তাকফীর বা কাউকে কাফের বলে ঘোষণা দেয়ার বিধান ১০২
- নির্দিষ্ট করে কোনো ব্যক্তিকে কাফের বলার শর্তসমূহ ১০৪

❖ **ইসলাম ভঙ্গের পঞ্চম কারণ: বিদ'আত বা নব উদ্ভাবিত বিধান**

- বিদ'আতের ভয়াবহতা ১০৫
- বিদ'আত প্রকাশ পাওয়ার কারণসমূহ ১০৭
- বিদ'আত সংঘটিত হওয়ার সম্পূরক নীতিমালা ১০৯
- বিদ'আতের মাধ্যমসমূহ ১১০
- বিদ'আতের রাস্তাগুলো বন্ধ করার বিধান ১১১
- বিদ'আত চেনার পদ্ধতিগত উপায়সমূহ ১১১
- ইবাদতের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করার বিধান ১১৮
- বিদ'আত এর বিধান ১২৩

كتاب نواقض الإسلام
ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

এই অধ্যায়ের বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

১) কুফর (الكفر)

২) শিরক (الشرك)

৩) নিফাক্ব (النفاق)

৪) রিদ্দা-দীন পরিত্যাগ (الردة)

৫) বিদ'আহ (البدعة)

١ – الكفر

ইসলাম ভঙ্গের প্রথম কারণ: কুফর

ইসলাম ভঙ্গের মূলনীতিসমূহ:

ইসলাম ভঙ্গ হয় অনেক কারণে। সবগুলোর সমষ্টি হচ্ছে এ পাঁচটি:

প্রথম: কুফর (الكفر)- যা ইসলামের দ্বারা দূর হয়ে যায়।

দ্বিতীয়: শিরক (الشرك)- যা তাওহীদের দ্বারা দূর হয়ে যায়।

তৃতীয়: নিফাক্ব (النفاق)- যা ঈমানের দ্বারা দূর হয়ে যায়।

চতুর্থ: রিদ্দাহ-দীনত্যাগ (الردة)- যা তাওবার দ্বারা দূর হয়ে যায়।

পঞ্চম: বিদ'আহ (البدعة)- যা সুন্নাহের দ্বারা দূর হয়ে যায়।

ইসলাম ভঙ্গের বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

কুফর (الكفر): কুফর হল- মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করা।

কুফর ও শিরকের মাঝে পার্থক্য

'ইসলাম ও ঈমান, নাবী ও রসূল, কুফর ও শিরক' এই শব্দগুলো সমার্থবোধক। উল্লিখিত শব্দগুলোর প্রতিটি শব্দকেই একটিকে আরেকটির উপরে প্রয়োগ করা হয়, যখন সংশ্লিষ্ট শব্দ দু'টি পৃথক পৃথক স্থানে (অর্থাৎ এক বাক্যে বা এক বিষয়বস্তুতে ব্যবহার না করা হয়) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর যখন সংশ্লিষ্ট শব্দ দু'টি একই বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন উভয়টিই নিজ নিজ বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়।

আল্লাহ তা'আলা ক্বুরআনের আয়াতগুলোতে ব্যাপকভাবে কুফুর শব্দটিকে শিরক-এর অর্থে এবং শিরককে কুফর-এর অর্থে প্রয়োগ করেছেন। আর যদি কুফর ও শিরক শব্দ দু'টি একই আয়াতে বা একই বাক্যে একত্রিত হয়, তবে এই ক্ষেত্রে কুফর-এর অর্থ হল- সৃষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করা, যা শিরক এর চেয়েও ব্যাপক অর্থবোধক ও বড় অপরাধ। শিরক-এর অর্থ হল- আল্লাহ তা'আলার জন্য কোনো অংশীদার সাব্যস্ত করা: তার রব হওয়া, ইলাহ হওয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বা তার নামসমূহ ও গুণাবলির ক্ষেত্রে।

১) আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (٦)} [البيِّنة: ٦].

আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম। (আল-বায়্যিনাহ:৬)

২) আল্লাহ তাআ'লার বাণী:

{وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٦)} [المُلك: ٦].

আর যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, আর তা বড় নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল! (সূরা আল-মুলক :৬)

৩) আল্লাহ তাআ'লার বাণী:

{إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٧٢)} [المائدة: ٧٢].

অবশ্যই যে কেউ আল্লাহর অংশী করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করেছেন আর দোযখ তার বাসস্থান হবে এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (আল - মায়েদাহ:৭২)

أركان الكفر

কুফরীর রুকন বা ভিত্তি

কুফরীর রুকন চারটি:

১. অহংকার (الكبر)

২. হিংসা (والحسد)

৩. রাগ (والغضب) ও

৪. প্রবৃত্তির চাহিদা (والشهوة)।

অহংকার মানুষকে সত্য স্বীকার করতে বাধা দেয়। হিংসা মানুষকে নছীহত গ্রহণ ও তা পালন করতে বাধা দেয়। আর রাগ মানুষকে ন্যায়পরায়ণ হতে বাধা দেয়। আর প্রবৃত্তিপূজা ইবাদতের জন্য একনিষ্ঠতা অবলম্বন করতে বাধা দেয়।

- তাই যখন অহংকারের রুকন ভেঙ্গে যাবে, তখন মানুষের জন্য সত্যকে স্বীকার করা সহজ হয়ে যাবে।
- আর যখন হিংসার রুকন ভেঙ্গে যাবে, তখন তার জন্য নছীহত গ্রহণ ও তা পালন করা সহজ হয়ে যাবে।
- আর যখন রাগের রুকন ভেঙ্গে যাবে, তখন তার জন্য ন্যায়পরায়ণতা ও বিনয়ী অবলম্বন করা সহজ হয়ে যাবে।
- আর যখন প্রবৃত্তির চাহিদার রুকন ভেঙ্গে যাবে, তখন তার জন্য ধৈর্য্য, উত্তম চরিত্র ও ইবাদতের জন্য একনিষ্ঠতা অবলম্বন করা সহজ হয়ে যাবে।

১) আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

{وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٤)} [البقرة: ٣٤].

এবং যখন আমি হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সেজদা করার জন্য মালাইকা-ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। [আল বাকারা: ৩৪]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (٥٤) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (٥٥)} [النساء: ٥٤ - ٥٥].

নাকি যাকিছু আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে। অবশ্যই আমি ইব্রাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হেকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য। অতঃপর তাদের কেউ তাকে মান্য করেছে আবার কেউ তার কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে। বস্তুতঃ (তাদের জন্য) দোযখের শিখায়িত আগুনই যথেষ্ট। [আন নিসা: আয়াত নং ৫৪-৫৫]

৩) আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

{فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩)} [مريم: ٥٩].

অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। [মারইয়াম: আয়াত নং ৫৯]

أقسام الكفر

কুফরীর প্রকারভেদ

কুফরী মুলত দুই প্রকার (الكفر قسمان):

প্রথম প্রকার: আল-কুফরুল আকবার বা বড় কুফরী (**كفر أكبر**), যা ব্যক্তিকে দীন থেকে বহিষ্কার করে দেয়। এটি পাঁচ প্রকার:

১. কুফর আত-তাকযীব -অবিশ্বাসমুলক কুফরী (**كفر التكذيب**):

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (٦٨)} [العنكبوت: ٦٨].

যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফেরের আশ্রয়স্থল হবে? [আল আনকাবুত: আয়াত নং ৬৮]

২– কুফর আল-ইবা ওয়াল ইস্তিকবার মা'আ আত-তাছদীক্ব -সত্যায়নের পাশাপাশি অহংকার ও অস্বীকারমুলক কুফরী (**كفر الإباء والاستكبار مع التصديق**):

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٤)} [البقرة: ٣٤].

এবং যখন আমি হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সেজদা করার জন্য মালাইকা-ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। [আল বাকারা: আয়াত নং ৩৪]

৩– কুফর আল-যন্ন ওয়াল-শাক্ক -সন্দেহ ও অনিশ্চয়তামুলক কুফর (**كفر الظن والشك**): আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (٣٥) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (٣٧) لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (٣٨)} [الكهف: ٣٥ - ٣٨].

নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বললঃ আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং আমি মনে করি না যে, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বললঃ তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর পূর্নাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে? কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি না। [সূরা আল কাহফ: ৩৫-৩৮]

৪– কুফুর আল-ই'রাজ -অবজ্ঞামূলক কুফুরি (**كفر الإعراض**):

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (٣)} [الأحقاف: ٣].

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমি যথাযথভাবেই এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। আর কাফেররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। [আল আহ্কাফ: আয়াত নং ৩]

৫– কুফর আন-নিফাক্ব -কপটতামূলক কুফুরি (**كفر النفاق**):

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٣)} [المنافقون: ٣].

এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না। [আল মুনাফিকূন: আয়াত নং ৩]

দ্বিতীয় প্রকার: আল-কুফরুল আছগার বা ছোট কুফুরি (كفر أصغر), যা ব্যক্তিকে দীন থেকে বহিষ্কার করে না। এটা হল কর্মগত কুফুরি, যেমন– ঐ সকল গুনাহ, যেগুলোকে কুরআন ও সুন্নাহ-এর মধ্যে কুফুরি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেগুলো বড় কুফুরির সীমা পর্যন্ত পৌঁছে না। যেমন: নি'আমতের অবজ্ঞা করা, গায়রুল্লাহ-এর নাম নিয়ে শপথ করা ও কোনো মুসলিমের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢)} [النحل: ١١٢].

আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে স্বাদ আস্বাদন করালেন, ক্ষুধা ও ভীতির। [আন নাহল: আয়াত নং ১১২]

২-ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন – তিনি বলেন:

«سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»

কোনো মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেক্বী (অন্যায় ও পাপাচারমুলক কাজ) আর কোনো মুসলিমের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কুফুরী। (মুত্তাফাক্বুন আলাইহি) ছহীহ বুখারী হা/৪৮, ছহীহ মুসলিম হা/ ৬৪

৩-ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত – একদা তিনি কোনো এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, কাবার শপথ! তখন তিনি বললেন: গাইরুল্লাহ-এর নামে শপথ করা বৈধ নয়। কেননা, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»

যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ-এর নামে শপথ করে, সে কুফুরি বা শিরকে লিপ্ত হল। ছহীহ: সুনানু আবী দাউদ, হা/৩২৫১, সুনান আত তিরমিযী, হা/১৫৩৫।

আল্লাহ তা'আলা কাবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদের সকলকে ভাই বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)} [الحُجُرات: ٩ - ١٠].

যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনছাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনছাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। [আল হুজুরাত: আয়াত নং ৯-১০]

আল-কুফরুল আকবার ও আল-কুফরুল আছগার- এর মাঝে পার্থক্য

১. আল-কুফরুল-আকবর — ব্যক্তিকে দীন থেকে বহিষ্কার করে দেয়। তার আমলসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। এই কুফুরে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায় এবং তাকে হত্যা করা ও তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা বৈধ হয়ে যায়। কোনো মুমিনের জন্য তাকে ভালোবাসা ও তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা নিষিদ্ধ।

২. আল-কুফরুল আছগার ব্যক্তিকে দীন থেকে বহিষ্কার করে না। তার আমলসমূহ বিনষ্ট করে না, তবে কুফুরির পরিমাণ অনুপাতে আমলকে ত্রুটিযুক্ত করে দেয়। এ কুফুরে লিপ্ত ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তবে তার জন্য জাহান্নাম চিরস্থায়ী অবধারিত হয় না। বিধায় তাকে শাস্তি দেয়ার পরে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। আবার কাউকে আল্লাহ তা'আলা

ক্ষমা করে দিলে তাকে কখনোই জাহান্নামে প্রবেশ করান না। এই কুফুরে লিপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা বা তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা বৈধ নয় এবং এই কুফুর বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণকেও নিষিদ্ধ করে না। সুতরাং এই কুফুরে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে তার মাঝে বিদ্যমান ঈমান অনুযায়ী বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা হবে এবং তার মাঝে বিদ্যমান নাফরমানী অনুযায়ী তার সাথে শত্রুতা ও ঘৃণাপূর্ণ আচরণ করা হবে।

কুফর-এর কারণসমূহ

কুফর-এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি হল:

১– মূর্খতা ও বিপথগামীতা (الجهل والضلال), পূর্বসূরিদের অন্ধানুগত্য (وتقليد الأسلاف)। এটা হল অধিকাংশ জনসাধারণ ও অন্ধ অনুসারিদের কুফুর-এর কারণ।

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧٠)} [البقرة: ١٧٠].

আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব। যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদি ও তাদের বাপ দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও। [আল বাকারা: আয়াত নং ১৭০]

(২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٢٤)} [الجاثية: ٢٤].

তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে। [আল জাসিয়াহ: আয়াত নং ২৪]

২– অস্বীকার ও একগুঁয়েমি (الجحود والعناد), হিংসা ও অহংকার (والحسد والكبر)। আর এই কারণটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় ঐ সকল ব্যক্তির মাঝে, যাদের স্বীয় জাতির নিকট জ্ঞান-বিদ্যার ময়দানে শক্তিশালী নেতৃত্ব রয়েছে। যেমন– ইহুদী ও খ্রিস্টান্দের সন্ন্যাসী ও যাজকশ্রেণী। অথবা যাদের স্বীয় জাতির নিকট রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব রয়েছে। যেমন– ফির'আউন, কিসরা ও কায়ছার। অথবা যাদের স্বীয় জাতির নিকট বাণিজ্যিক স্বার্থ রয়েছে। যেমন– কারুন। সুতরাং ব্যবসায়ী তার সম্পদের হারানোর ব্যাপারে, বাদশাহ তার রাজত্ব সারানোর ব্যাপারে এবং যাজকশ্রেণী তাদের মর্যাদা হারানোর ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে কুফুরিকে ঈমানের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} [البقرة: ٨٩].

যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে করত। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। [আল বাকারা: আয়াত নং ৮৯]

(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (٧٥)} [يونس: ٧٥].

অতঃপর তাদের পেছনে পাঠিয়েছি আমি মূসা ও হারুনকে, ফেরাউন ও তার সর্দারের প্রতি স্বীয় নির্দেশাবলী সহকারে। অথচ তারা অহংকার করতে আরম্ভ করেছে। [ইউনুস: আয়াত নং ৭৫]

(৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: ٣٤].

হে ঈমানদারগণ! পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে। [আত তাওবাহ্: আয়াত নং ৩৪]

(৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٤)} [النمل: ١٤].

তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? [আন নাম্ল: আয়াত নং ১৪]

৩– সত্যকে পরিপূর্ণরূপে অবজ্ঞা করা (الإعراض المحض عن الحق)। বিধায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, সত্যকে ভালোবাসতে পারে না, সত্যের প্রতি রাগও করে না, সত্যের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ বা শত্রুতাপূর্ণ আচরণ কোনোটিই করে না। কেননা, তার অন্তর অন্যকোনো বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আছে।

যেমন– সম্পদ ও প্রবৃত্তির প্রতি ভালোবাসা, দেশ ও মাতৃভূমির প্রতি আন্তরিক টান অনুভব করা ও নিজ পরিবার-পরিজন ও অভ্যাসের প্রতি দুর্বল থাকা।

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (٣)} [الأحقاف: ٣].

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমি যথাযথভাবেই এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। আর কাফেররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। [আল আহ্কাফ: আয়াত নং ৩]

(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (٢١)} [لقمان: ٢١].

তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে দাওয়াত দেয়, তবুও কি? [লোকমান: আয়াত নং ২১]

কাফেরদের শাস্তি

প্রত্যেক কাফের দুনিয়াতে অমানিশা, হয়রানি-হতাশা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও দুর্দশা-দুর্ভাগ্যের মাঝে বসবাস করে। কারণ, সে ঈমানের নূর থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং ছিরাতে মুসতাক্বীম থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١)} [إبراهيم: ١].

আলিফ-লাম-রা; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি-যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন-পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে। [ইব্রাহীম: আয়াত নং ১]

কাফেররা জাহান্নামে তাদের কুফরী কর্মের রূঢ়তা ও কঠোরতার আনুপাতিক হারে শাস্তি ভোগ করবে। কুফরীর কঠোরতা – যা বাধ্যতামূলক শাস্তির সংঘটক – তিনটি স্তরে বিভক্ত।

প্রথম: ঐ ব্যক্তি যে রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে এবং সৃষ্টিজগৎকে তার পরিচালনাকারী একমাত্র সৃষ্টা প্রতিপালক থেকে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত মনে করে। এরাই হল ঐ সকল নাস্তিক, যারা সৃষ্টিজগৎ-এর রবকে অস্বীকার করে, যাদের ইমাম হল ফির'আউন (**وإمامهم فرعون**)। এটা হল সবচে জঘন্যতম কুফরী। আর ক্বেয়ামতের দিন এর শাস্তিও সবচে কঠোর হবে।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٢٤)} [الجاثية: ٢٤].

তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে। [আল জাসিয়াহ: আয়াত নং ২৪]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (٤٥) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (٤٦)} [غافر: ٤٥ - ٤٦].

অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল। সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর। [আল মু'মিন: আয়াত নং ৪৫-৪৬]

দ্বিতীয়: ঐ ব্যক্তি যার অন্তর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যতার পক্ষে প্রমাণাদি স্বচক্ষে দর্শন করার পরেও একগুঁয়েমি ও বিদ্বেষমূলকভাবে কুফুরি করে। যেমন– মুনাফেক্বশ্রেণী ও তাদের ন্যায় অন্যান্যরা।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٨٦) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٨)} [آل عمران: ٨٦ - ٨٨].

কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়েত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর এবং রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফের হয়েছে। আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। এমন লোকের শাস্তি হলো আল্লাহ, মালাইকা-ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত। সর্বক্ষণই তারা তাতে থাকবে। তাদের আযাব হালকাও হবে না এবং তার এত অবকাশও পাবে না। [আলে ইমরান: আয়াত নং৮৬- ৮৮]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥)} [النساء: ١٤٥].

নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না। [আন নিসা: আয়াত নং ১৪৫]

তৃতীয়: ঐ সকল কাফের, যারা আল্লাহ তা'আলার দীনের আলো নিভানো ও আল্লাহ তা'আলার বান্দাদেরকে তার দীন থেকে বিরত রাখার জন্য তাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (٨٨)} [النحل: ٨٨].

যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদেরকে আযাবের পর আযাব বাড়িয়ে দেব। কারণ, তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। [আন নাহল: আয়াত নং ৮৮]

কাফেরদের মধ্যে এরাই ক্বীয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তি ভোগ করবে। আর তাদের শাস্তি নির্ধারিত হবে তাদের কুফুরীর কঠোরতা, তাদের অবাধ্যতা ও তাদের অনিষ্টতার পরিমাণ অনুপাতে।

চতুর্থ: ঐ সকল মূর্খ ও সাধারণ কাফের, যারা পূর্বোক্ত কাফেরদের চেয়ে – কম কঠোর, যারা মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয় না। তারা যদিও তাদের সঙ্গেই জাহান্নামে অবস্থান করবে, কিন্তু তাদের শাস্তির পরিমাণ পূর্বোক্ত কাফেরদের তুলনায় অনেকাংশেই কম হবে।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: ٢٥٧].

যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে

যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। [আল বাকারা: আয়াত নং ২৫৭]

২) আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً، يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ، يَغْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ»

জাহান্নামের শাস্তি ভোগকারিদের মধ্যে সর্বনিম্ন শাস্তি ভোগকারির শাস্তি হল- তাকে আগুনের দু'টি পাদুকা পরিধান করানো হবে, যে পাদুকাদ্বয়ের আগুনের তাপের কারণে তার মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটতে থাকবে। ছহীহ মুসলিম হা/২১১

মানবীয় আত্মার স্বভাব-প্রকৃতি

মানুষের হৃদয় যখন নিষ্কলুষ থাকে, তখন সে তাওহীদ, ঈমান, আনুগত্য ও কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়। আর যখন তার হৃদয় কলুষিত হয়ে যায়, তখন কুফর, শিরক, নাফরমানী ও অনিষ্টতাকে প্রাধান্য দেয়।

মানুষ ও জ্বিন জাতির শয়তানরা এবং ইবলীস ও তার সেনাবাহিনী কুফর, শিরক, অনিষ্টতা ও নাফরমানিকে প্রাধান্য দেয় এবং এমন কুকর্মের দ্বারা তারা আনন্দ উপভোগ করে, এমন কুকর্মই তারা করতে চায় এবং এমন কুকর্মের প্রতি তারা সর্বদা আকৃষ্ট হয়ে থাকে তাদের অন্তরে বিদ্যমান প্রতারণা ও অনিষ্টতার কারণে, যদিও তা শাস্তিকে আবশ্যকীয় করে তুলে।

মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন সে তার জন্য ক্ষতিকর বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তা দ্বারা আনন্দ উপভোগ করে এবং তার প্রতি এমনভাবে অনুরাগী হয় যে, উক্ত বস্তুর কারণে সে তার বুদ্ধিমত্তা, দীন, চরিত্র, শরীর ও সম্পদ নষ্ট করে ফেলে। আর শয়তান অনিষ্টকারী শত্রু। সুতরাং যে শয়তানের প্রিয় বস্তু যেমন– কুফর, শিরক ইত্যাদি দ্বারা তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে, শয়তান হয়তো তার কিছু প্রয়োজন পূরণ করে দেয়।

نواقض الإسلام

ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়

ইসলাম লঙ্ঘনের অনেকগুলো কারণ রয়েছে, যেগুলোকে দশটি কারণে সীমাবদ্ধ করা যায়।

প্রথম: আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করা (الشرك بالله)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (٤٨)} [النساء: ٤٨].

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। [আন নিসা: আয়াত নং ৪৮]

দ্বিতীয়: যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার মাঝে এবং তার মাঝে এমন মধ্যস্থ ব্যক্তিদের ব্যবধান রচনা করে, যাদের নিকট তারা প্রার্থনা করে, যাদের উপর পূর্ণরূপে ভরসা করে (ويتوكل عليهم) এবং যাদের নিকট সুপারিশ কামনা করে (ويسألهم الشفاعة), সে কাফের (فهو كافر)।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (٣٨)} [الزُّمَر: ٣٨].

বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে। [আয্-যুমার: আয়াত নং ৩৮]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٨)} [يونس: ١٨].

আর উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে ? তিনি পুতঃপবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে যাকে তোমরা শরীক করছ। [ইউনুস: আয়াত নং ১৮]

তৃতীয়: যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফের মনে করে না (**من لم يكفر المشركين**) বা তাদের কুফুরির ব্যাপারে সন্দিহান (**أو شك في كفرهم**) অথবা তাদের মতাদর্শকে সঠিক মনে করে (**أو صحح مذهبهم**), সে কাফের (**فهو كافر**)।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة: ٤].

তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। [আল মুমতাহিনাহ: আয়াত নং ৪]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)} [البقرة: ٢٥٦].

দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন। [আল বাকারা: আয়াত নং ২৫৬]

চতুর্থ: যে বিশ্বাস করে – মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর আদর্শের চেয়ে অন্যকারো আদর্শ উত্তম বা অন্যকারো বিধান তার বিধান থেকে উত্তম, তবে সে কাফের।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)} [النساء: ٦٥].

অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। [আন নিসা: আয়াত নং ৬৫]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)} [آل عمران: ٨٥].

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। [আলে ইমরান: আয়াত নং ৮৫]

পঞ্চম: যে ব্যক্তি রসূল - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর আনীত কোনো বিধানের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে – যদিও তার প্রতি সে আমল করে থাকে – তবে সে কুফরী করল।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (٨) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (٩)} [محمد: ٨ - ٩].

আর যারা কাফের, তাদের জন্যে আছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব, আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। [মুহাম্মাদ: আয়াত নং ৮-৯]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (٢٨)} [محمد: ٢٨].

এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন। [মুহাম্মাদ: আয়াত নং ২৮]

ষষ্ঠ: যে ব্যক্তি রসূল - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর আনীত কোনো একটি বিধানের বা তার ছওয়াব বা শাস্তির প্রতি ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, সে কুফুরি করল।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٦٦)} [التوبة: ٦٥ - ٦٦].

আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার। [আত তাওবাহ্: আয়াত নং ৬৫-৬৬]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (١٤٠)} [النساء: ١٤٠].

আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা' আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন। [আন নিসা: আয়াত নং ১৪০]

সপ্তম: যে ব্যক্তি এই কথা বিশ্বাস করে যে, কিছু মানুষের জন্য মুহাম্মাদ - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর শরীয়তের সীমা লঙ্ঘনের অধিকার রাখে, সে কাফের।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٥٣)} [الأنعام: ١٥٣].

তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও। [আল আনআম: আয়াত নং ১৫৩]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)} [النساء: ١١٥].

যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। [আন নিসা: আয়াত নং ১১৫]

অষ্টম: আল্লাহ তা'আলার দীন থেকে অবজ্ঞার সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, যে তা শিক্ষার প্রতি এবং আমলের প্রতি কোনো প্রকার গুরুত্বই না থাকে।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (٢٢)} [السجدة: ٢٢].

যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে যালেম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব। [আস সাজদাহ্: আয়াত নং ২২]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٧٩)} [الأعراف: ١٧٩].

আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ। [আল আ'রাফ: আয়াত নং ১৭৯]

নবম: মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহযোগীতা ও সমর্থন দেয়া।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١)} [المائدة: ٥١].

হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। [আল মায়িদাহ: আয়াত নং ৫১]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٢٨)} [آل عمران: ٢٨].

মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। [আলে ইমরান: আয়াত নং ২৮]

দশম: যাদু-টোনা করা এবং এর মাধ্যমে কাউকে বিপদে নিপতিত করা আবার কাউকে সহানুভূতি দেখানো। যে ব্যক্তি এমন কর্ম সাধন করে অথবা এমন কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হয়, সে কুফরী করল।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٠٢].

তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই মালাইকা-ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দারা কারও অনিষ্ট করতে পারত

না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত। [আল বাকারা: আয়াত নং ১০২]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (٦٩)} [طه: ٦٩].

তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তারা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। [ত্বোয়াহ: আয়াত নং ৬৯]

এটা ইসলাম ভঙ্গের সবচে বড়, সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং সর্বাধিক সংঘটিত কারণ। উল্লিখিত লঙ্ঘনকারী কারণসমূহের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ঠাট্টা - রসিকতা কারী, গুরুগম্ভীর ও ভীতসন্ত্রস্ত ব্যক্তির মাঝে। তবে চাপপ্রয়োগ কৃত ব্যক্তি এই বিধানের আওতাভুক্ত নয়। আর চাপপ্রয়োগ কথা ও কর্ম উভয়টির দ্বারাই হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦)} [النحل: ١٠٦].

যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উম্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি। [আন নাহল: আয়াত নং ১০৬]

حكم التكفير

কাউকে কাফের বলার বিধান

যে ব্যক্তি তাওহীদ জানার পরেও সে অনুযায়ী আমল করল না, সে বিদ্রোহী কাফের। যেমন– ইবলীস, ফির'আউন ও তাদের ন্যায় অন্যান্যরা।

আর যদি বাহ্যিকভাবে তাওহীদের উপর আমল করে, কিন্তু অন্তর থেকে তা বিশ্বাস না করে, তবে সে মুনাফিক্ব। আর মুনাফিক্ব প্রকৃতপক্ষে কাফেরের চেয়েও নিকৃষ্ট। কুফরী কর্ম করে এমন প্রত্যেককেই কাফের বলা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কাফের বলার ব্যাপারে সকল শর্ত প্রমাণিত হয় এবং কাফের বলার সকল প্রতিবন্ধকতা ও অন্তরায় দূর হয়ে যায়।

যাকে আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের বলেছেন এবং তার উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে কাফের। আর যাকে আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের বলেননি অথবা তার উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাকে কাফের বলা যাবে না। অনেক নও মুসলিম এমন আছেন, যারা কুফরী কাজ করেন, কিন্তু জানেন না যে, এই কাজটা কুফরী। আবার কখনো কোনো বিধানকে অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার করে বসেন, কিন্তু যখনই সত্যটা জানতে পাতেন, ফিরে আসেন। সুতরাং অত্যাবশ্যক কর্তব্য হল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে – সত্য বর্ণনা করা ও বাতিলকে নস্যাৎ করা ন্যায় ও ইনসাফের সহিত, দু'আ করা ও দয়া করা, যাতে দীনের পুরোটাই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। উক্ত বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমরা কর্মকে কুফরী বলা এবং কর্তাকে কুফরী বলার মাঝে পার্থক্য বিধান করব।

অতএব, আমরা বলব: যে ব্যক্তি এমনটি করে, সে কাফের এবং যে ব্যক্তি এমনটি বলে, সে কাফের। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে এমন বক্তব্যের বক্তা বা এমন কাজের কর্তাকে আমরা কাফের বলব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার উপর উক্ত বক্তব্য বা কর্মটি কুফরী হওয়ার ব্যাপারে দলীল প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর যার উপর সংশ্লিষ্ট বক্তব্য বা কর্মের কুফরী হওয়ার ব্যাপারে দলীল প্রতিষ্ঠা করা হয়নি, তাকে কাফের বলা যাবে না। বিধায়, একজন মুমিন যখন আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে, কিন্তু সে – মানুষের শরীর বিক্ষিপ্ত কণায় পরিণত হওয়ার পরে পুনরুত্থানের ক্ষমতার বিষয়ে – সংশয়ে পতিত হবে তার মূর্খতার কারণে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা

তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে এমন বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করেছে, যা তাকে কাফের বলার জন্য যথেষ্ট।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

«أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِه فَلَمَّا حَضَرَهُ المَوْتُ أَوْصَى بَنِيه فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي، ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي البَحْرِ، فَوَاللهِ! لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَاباً مَا عَذَّبَهُ به أَحَداً قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ به، فَقَالَ للأَرْض: أَدِّي مَا أَخَذْت فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ: خَشْيَتُكَ، يَا رَبِّ أَوْ قَالَ: مَخَافَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ».

متفق عليه

তিনি বলেন: একদা এক ব্যক্তি তার মৃত্যুশয্যায় নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বীয় সন্তান্দেরকে অছীয়ত করল যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার শরীর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সমুদ্রের বাতাসে উড়িয়ে দিবে। আল্লাহর শপথ! যদি আমার রব আমাকে জীবিত করতে পারেন, তবে তিনি আমাকে এমন কঠোর শাস্তি দিবেন, যেই শাস্তি তিনি আর কাউকে দেননি। তিনি বলেন: তার সন্তানরা তার সাথে তাই করল, যা সে বলেছিল। আল্লাহ তা'আলা যমীনকে বললেন: যা গর্ভে ধারণ করেছ, তা গর্ভ থেকে বের করে দাও। তখন উক্ত ব্যক্তি যমীন থেকে উঠে দাঁড়াল। আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন: এমন কাজ তুমি কেনো করলে? সে বলল: হে আমার রব! আপনাকে ভয় করে অথবা বললেন: আপনার প্রতি সন্ত্রস্ত হয়ে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে এই ভয়ের বিনিময়ে ক্ষমা করে দিলেন। মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী হা/৩৪৮১, ছহীহ মুসলিম হা/২৭৫৬।

٢ – الشرك

ইসলাম ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ: শিরক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা

শিরকের সংজ্ঞা: শিরক (الشرك) হল- আল্লাহ তা'আলার জন্য কোনো অংশীদার সাব্যস্ত করা তার রব হওয়া বা ইলাহ হওয়া অথবা উভয়টির ক্ষেত্রে অংশীদার সাব্যস্ত করা।

শিরকের মূলভিত্তি (أساس الشرك):

শিরকের মূলভিত্তি ও মূল উপাদান; যার উপর শিরকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত, সেটা হল গায়রুল্লাহের সাথে আক্বীদাহ বা আন্তরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ-এর সাথে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ তা'আলা তার যাবতীয় দায়ভার তার সম্পর্কিত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করে দেন, তাকে তার দ্বারা শাস্তি প্রদান করেন এবং তাকে লাঞ্ছিত করেন তার সম্পর্কিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে। আর সে এমনভাবে নিন্দিত হয় যে, তার কোনো প্রসংশাকারী থাকে না। এমনভাবে লাঞ্ছিত হয় যে, তার কোনো সাহায্যকারী থাকে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا (٢٢)} [الإسراء: ٢٢].

স্থির করো না আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। [বনী-ইসরাঈলঃ আয়াত নং ২২]

শিরকের কুফলসমূহ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থের চারটি স্থানে শিরকের চারটি কুফল উল্লেখ করেছেন।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (٤٨)} [النساء: ٤٨].

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। [আন নিসা: আয়াত নং ৪৮]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٧٢)} [المائدة: ٧٢].

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। [আল মায়িদাহ: আয়াত নং ৭২]

৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (١١٦)} [النساء: ١١٦].

নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। [আন নিসা: আয়াত নং ১১৬]

৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (٣١)} [الحج: ٣١].

আল্লাহর দিকে একনিষ্ট হয়ে, তাঁর সাথে শরীক না করে; এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। [আল হাজ্জ: আয়াত নং ৩১]

কুফুর ও শিরকের মাঝে পার্থক্য

কুফুর ও শিরক শব্দ দু'টি যদি একই স্থানে বা একই শব্দে ব্যবহৃত না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বা শব্দে ব্যবহৃত হয়, তবে উভয়টিই কুফর বা আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার-এর অর্থে ব্যবহার হয়। আর যদি উভয়টি শব্দ একই আয়াত বা একই হাদীস বা একই বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তবে কুফুর-এর অর্থ হল- সৃষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করা এবং শিরকের অর্থ হল- আল্লাহ তা'আলার কোনো সৃষ্টিকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার জন্য অংশীদার হিসেবে সাব্যস্ত করা। আল্লাহ তা'আলার কোনো সৃষ্টিকে সৃষ্টি, ইবাদহ বা উভয়টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ বানানো। সুতরাং কুফর-এর পুরোটাই হল- আল্লাহ তা'আলার রুবুবীয়্যাত বা রব হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে মুছে ফেলা। আর শিরক-এর পুরোটাই হল- আল্লাহ তা'আলার উলুহীয়্যাত বা ইলাহ হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে লঙ্ঘন করা। ইহা এবং উহা উভয়টিই সবচেয়ে জঘন্য অন্যায়, সবচেয়ে নিকৃষ্ট কর্ম ও সর্বাধিক বিপজ্জনক কাজ।

শিরকের প্রকারসমূহ

শিরক দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার হল- আল্লাহ তা'আলার সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলী ও কার্যসমুহের সাথে সম্পর্কিত। এটা দুই প্রকার:

প্রথমটি হল- শিরক আল-তা'তীল বা আল্লাহ তা'আলার রুবুবীয়্যাতকে বা রব হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা। আর এটিই হল সবচে জঘন্যতম শিরক। যেমন— ফির'আউনের কথা:

{وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٣)} [الشعراء: ٢٣]

বিশ্ব জাহানের রব কে (আল-শু'আরা: ২৩)

দ্বিতীয়টি হল- আল্লাহ তা'আলার পাশাপাশি অন্যকোনো বাতিল ইলাহকে আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ বানানো। যেমন— নাছারাদের কথা: আল্লাহ তা'আলা হলেন সংযুক্ত তিন ইলাহ-এর অন্যতম এবং মূর্তিসমূহ ও তারকারাজির পুজারীদের শিরক, যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য ইলাহকে তার সমকক্ষ বানিয়েছে।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٣)} [المائدة: ٧٣].

নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলেঃ আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। [আল মায়িদাহ: আয়াত নং ৭৩]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (٣٧)} [فُصِّلَت: ٣٧].

তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সেজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত কর। [হা-মীম সাজদাহ্: আয়াত নং ৩৭]

দ্বিতীয় প্রকার হল- শিরক ফিল-ইবাদাহ বা ইবাদাহ-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা।

শিরকের এই প্রকারটি প্রথমটির চেয়ে কম নিকৃষ্টতর। কেননা, এই শিরক এমন ব্যক্তি থেকে সংঘটিত হয়, যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো ইলাহ বা মা'বুদ নেই এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যকেউ ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু সে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য একনিষ্ঠতার সঙ্গে ইবাদহ ও লেনদেন সংক্রান্ত কার্যক্রম করে না। আর এটা হল- অধিকাংশ মানুষের অবস্থা।

যেমনটি আল্লাহ আ'লা বলেন:

{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (١٠٦)} [يوسف: ١٠٦].

অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। [ইউসুফ: আয়াত নং ১০৬]

শিরক ফিল-ইবাদহ দুই প্রকার:

১— শিরকে আকবর বা বড় শিরক

২— শিরকে আছগর বা ছোট শিরক

শিরকে আকবর-এর সংজ্ঞা: শিরকে আকবর (الشرك الأكبر) হল- পূর্ণ ইবাদত বা আংশিক ইবাদতকে গায়রুল্লাহের জন্য ধার্য করা। যেমন— গায়রুল্লাহের নিকট প্রার্থনা করা, গায়রুল্লাহের জন্য জবেহ করা ও গায়রুল্লাহের জন্য মান্নত করা। গায়রুল্লাহ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল- জ্বিন, শয়তানসমূহ ও ক্বরবাসীগণ ইত্যাদি। এছাড়া গায়রুল্লাহের নিকট এমন কোনো বস্তু প্রার্থনা করা, যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ দান করতে সক্ষম নয়। যেমন— গায়রুল্লাহের নিকট সচ্ছলতা, সুস্থতা, বৃষ্টি বর্ষণ ও দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি থেকে মুক্তি চাওয়া। যেমনটি মূর্খরা চেয়ে থাকে ওলী-আউলিয়া ও সালেহীন-এর ক্বর বা গাছপালা ও পাথরের মূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٧٦)} [المائدة: ٧٦].

বলে দিনঃ তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর এবাদত কর যে, তোমাদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না? অথচ আল্লাহ সব শুনেন ও জানেন। [আল মায়িদাহ: আয়াত নং ৭৬]

২) ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

سَأَلْتُ رَسُولَ الله – صلى الله عليه وسلم –: أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لله نداً وَهُوَ خَلَقَكَ». قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قَالَ:قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ» متفق عليه

আমি রসূল - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করলাম: আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন অপরাধ সর্বাধিক বড়? তিনি বললেন: আল্লাহ তা'আলার সাথে যখন তুমি অংশীদার সাব্যস্ত করবে, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন (কোনো অংশীদার ব্যতীত)। তিনি বলেন: অতঃপর আমি তাকে বললাম: এটাতো

অনেক বড় অপরাধ। তিনি বলেন: এরপর আমি তাকে বললাম: এরপর কোন অপরাধটি সবচে বড়। তিনি বললেন: তোমার সন্তান তোমার আয় থেকে ভোগ করবে(ফলে অভাব দেখা দিবে) এই ভয়ে নিজ সন্তানকে তোমার হত্যা করা। তিনি বলেন: এরপর আমি বললাম: তারপরের সবচে বড় অপরাধ কোনটি? তিনি বললেন: এরপর সবচেয়ে বড় অপরাধ হল- তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রির সহিত ব্যভিচার করা। মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী হা/৪৪৭৭, ছহীহ মুসলিম হা/৮৬।

শিরকে আকবর-এর অনেকগুলো প্রকার রয়েছে।

প্রথম প্রকার: শিরক আল-খাওফ (شرك الخوف):

শিরক আল-খাওফ হল- প্রতিমা, মূর্তি, ত্বগূত, মৃত ব্যক্তি, অদৃশ্য জ্বিন বা মানুষ-এর ব্যাপারে কোনোপ্রকার ক্ষতি করা বা অনিষ্টকর বিপদে আপতিত করতে পারে এই ভয় পাওয়া। আর এই ধরনের ভয় দীনের অন্যতম সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যে এই জাতীয় ভয় গায়রুল্লাহের জন্য ধার্য করে, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক আল-আকবার করল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧٥)} [آل عمران: ١٧٥].

এরা যে রয়েছে, এরাই হলে শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর। [আলে ইমরান: আয়াত নং ১৭৫]

দ্বিতীয় প্রকার: শিরক ফিত-তাওয়াক্কুল (الشرك في التوكل) বা ভরসা করার ক্ষেত্রে শিরক করা:

শিরক ফিত-তাওয়াক্কুল হল- আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যকেউ সমাধান করতে পারে না এমন বিষয়ে গায়রুল্লাহের উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা। প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করা ইবাদতের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকার, যা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য ধার্য করা ওয়াজিব। সুতরাং যে গায়রুল্লাহের প্রতি তাওয়াক্কুল করল – এমন বিষয়ে, যা আল্লাহ

তা'আলা ব্যতীত আর কেউ সমাধান করতে পারে না, যেমন– বিপদাপদ প্রতিহত করা, উপকার হাছিল করা ও রিযিক্ব উপার্জন করা-এসকল ক্ষেত্রে মৃত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিদের উপর তাওয়াক্কুল করা – সে আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক আল-আকবার করল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٣)} [المائدة: ٢٣].

খোদাভীরুদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেনঃ তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা যখন তাতে পবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। [আল মায়িদাহ: আয়াত নং ২৩]

তৃতীয় প্রকার: শিরক ফিল-মাহাব্বাহ (الشرك في المحبة) বা আন্তরিক ভালোবাসার ক্ষেত্রে শিরক করা:

শিরক ফিল-মাহাব্বাহ হল- কাউকে আল্লাহ তা'আলার ন্যায় ভালোবাসা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা আল্লাহ তা'আলার প্রতি চুড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় ও সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনকে আবশ্যক করে, বিধায় এই জাতীয় ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই হতে হবে। এই ক্ষেত্রে অন্য কাউকে তার সাথে অংশীদার করা যাবে না। যে আল্লাহ তা'আলাকে ব্যতীত অন্য কাউকে আল্লাহ তা'আলার মত ভালোবাসে, সে ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (١٦٥)} [البقرة: ١٦٥].

আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হ'ত যদি এ জালেমরা পার্থিব কোন কোন

আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর। [আল বাকারাঃ আয়াত নং ১৬৫]

চতুর্থ প্রকার: শিরক ফিত-ত্ব'আহ (الشرك في الطاعة) বা আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক করা:

শিরক ফিত-ত্ব'আহ হল- আনুগত্যের ক্ষেত্রে আলেমগণ, আমীরগণ, নেতৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ও বিচারকবৃন্দকে আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার করা এবং বিধান প্রণয়ন ও হালাল-হারাম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা, যেভাবে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١)} [التوبة: ٣١].

তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র। [আত তাওবাহ্: আয়াত নং ৩১]

পঞ্চম প্রকার: শিরক আল-দা'ওয়াহ (شرك الدعوة) বা দু'আ বা প্রার্থনার ক্ষেত্রে শিরক করা:

শিরক ফিদ-দা'ওয়াহ হল- দু'আ বা প্রার্থনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সাথে গায়রুল্লাহকে অংশীদার করা। যেমন– গায়রুল্লাহের নিকট এমন বিষয়ে প্রার্থনা করা, যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ করার সামর্থ রাখে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (٦٥)} [العنكبوت: ٦٥].

তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে। [আল আনকাবুত: আয়াত নং ৬৫]

ষষ্ঠম প্রকার: শিরক আল-নিয়্যাহ ওয়াল ইরাদাহ ওয়াল ক্বাছদ বা নিয়্যাত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণে শিরক করা (شرك النية والإرادة والقصد):

শিরক আল-নিয়্যাহ ওয়াল ইরাদাহ ওয়াল ক্বাছদ হল- কোনো শরয়ী আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যকারো সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যাত করা। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বীয় আমলসমূহের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যকারো সন্তুষ্টি অর্জনের ইচ্ছা করল এবং তার থেকেই প্রতিদান কামনা করল, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে নিয়্যাত ও ইরাদাহ (ইবাদতের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য নির্ণয়)-এর ক্ষেত্রে শিরক করল।

ইবাদতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ণয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করা-এর পরিধি এত বড় সমুদ্রের ন্যায়, যার কোনো কিনারা নেই। খুব কম সংখ্যাক মানুষই আছেন, যারা এটা থেকে বেচে থাকতে পারেন। অধিকাংশ মানুষই এই সমস্যায় পতিত হয়েছে। যেমনটি আল্লাহ আ'লা বলেন:

{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (١٠٦)} [يوسف: ١٠٦]

অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। [ইউসুফ: আয়াত নং ১০৬]

এই শিরকের অধীনে শিরক ফিল-আক্বওয়াল ওয়াল আমাল বা কথা ও আমল সংক্রান্ত শিরকও অন্তর্ভুক্ত হবে। শিরক ফিল আক্বওয়াল-এর দৃষ্টান্ত হল- গায়রুল্লাহের নামে শপথ করা তাকে সম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে। আর শিরক ফিল-আমাল-এর দৃষ্টান্ত হল- গায়রুল্লাহের সামনে সেজদা দেয়া, ক্বরের সম্মুখে সেজদা দেয়া, ক্বরের চতুর্দিকে ত্বওয়াফ করা এবং কাবা শরীফ ব্যতীত অন্যকোনো ঘর ত্বওয়াফ করা ইত্যাদি।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٦)} [هود: ١٥ – ١٦].

এরাই হল সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল। যে ব্যক্তি পার্থিবজীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি

তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। [হুদ: আয়াত নং ১৫-১৬]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)} [الكهف: ١١٠].

অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে। [আল কাহাফ: আয়াত নং ১১০]

৩) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - বলেছেন,

«قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ». أخرجه مسلم

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সকল অংশীদারদের অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। যে ব্যক্তি কোনো আমলে আমার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করল, আমি তাকে এবং তার শিরককে পরিত্যাগ করলাম। ছহীহ মুসলিম হা/২৯৮৫।

ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরকের দ্বিতীয় প্রকার হল- শিরক আল-আছগার বা ছোট শিরক:

শিরক আল-আছগার (الشرك الأصغر) হল- যে কাজকে (নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকার শর্তে) আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - শিরক বলেছে, কিন্তু তা শিরক আল-আকবার এর সীমা পর্যন্ত পৌঁছেনি। যা তাওহীদের (একত্ববাদের বিশ্বাস) মাত্রাকে কমিয়ে দেয়। যা দীন থেকে বহিষ্কার করে না। যা শিরক আল-আকবার এর দুয়ার খুলে দেয়।

শিরক আল-আছগার দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: যাহেরী শিরক বা প্রকাশ্য শিরক (شرك ظاهر): এমন শিরক, যা মুখ ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সংঘটিত হয়। আর তা হল মানুষের কথা-বার্তা ও কার্যক্রমসমূহ।

কথা-বার্তার উদাহরণ: গায়রুল্লাহের নামে শপথ করা এবং – আল্লাহ তা'আলা যা চান এবং তুমি যা চাও, তাই হবে অথবা আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি এবং তোমার উপর ভরসা করেছি অথবা আল্লাহ তা'আলা ও অমুক যদি না হতেন অথবা এটা আল্লাহ তা'আলার বরকতের ও তোমার বরকতের অংশ – এমন কথা বলা। তবে সঠিকভাবে বলতে হলে এভাবে বলতে হবে: যদি আল্লাহ তা'আলা না হতেন অতঃপর অমুক না হতেন। এভবেই অন্যান্য কথাগুলো বলতে হবে।

কার্যক্রম-এর উদাহরণ: বিপদাপদ অপসারণের লক্ষ্যে কানের দুল পরিধান করা ও সুতা বা ফিতা পরিধান করা এবং চোখ লাগা বা এই জাতীয় কোনো ভয়ের কারণে মাদুলি-রক্ষাকবচ ইত্যাদি ঝুলানো। সুতরাং যে বিশ্বাস করে যে, এই মাধ্যমগুলো বিপদ অপসারণ করে বা প্রতিহত করে, তবে এটা শিরক আল-আছগার। কেননা, আল্লাহ তা'আলা – এগুলো আসবাব বা মাধ্যম –এই স্বীকৃতি দেননি। আর যদি কোনো ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে যে, এই মাধ্যমগুলো নিজেই বিপদ প্রতিহত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে, তবে এটা শিরক আল-আকবার হবে। কারণ, সে গায়রুল্লাহের সাথে তার বিশ্বাসকে সংমিশ্রিত করে ফেলেছে।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١٩١) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (١٩٢)} [الأعراف: ١٩١ – ١٩٢].

তারা কি এমন কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে, যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি, বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা, না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজের সাহায্য করতে পারে। [আল আরাফ: আয়াত নং ১৯১-১৯২]

২) হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী কারীম - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন:

«لاَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ» صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٢٣٥٤) , وأخرجه أبو داود برقم (٤٩٨٠)

তোমরা একথা বোলো না আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন এবং অমুক চেয়েছেন, বরং তোমরা বলো আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন অতঃপর অমুক চেয়েছেন। ছহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৫৪, সুনানে আবূ দাউদ হা/৪৯৮০

শিরক আল-আছগার-এর দ্বিতীয় প্রকার: খফী শিরক বা গোপন শিরক:

খফী শিরক (شرك خفي) হল- নিয়্যাত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ণয়ে শিরক করা। যেমন– কোনো আমল করা লোক দেখানো বা সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে। আর এই শিরক এই উম্মতের মধ্যে পিপড়ার মন্থর গতির চেয়েও বেশি গোপনীয়তার সহিত বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলার প্রতি যার ভালোবাসা কমে গেছে, সে গায়রুল্লাহকে ভালোবাসে। যদি আল্লাহ তা'আলার প্রতি তার পরিপূর্ণ ভালোবাসা বিদ্যমান থাকত, তবে সে আল্লাহ তা'আলাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসত না। যেমন– মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে কোনো আমল করা অথবা সুন্দরভাবে ছলাত আদায় করা, ছদক্বা দেয়া, ছীয়াম পালন করা ও আল্লাহ তা'আলার যিকির করা মানুষকে দেখানো বা শুনানোর উদ্দ্যেশ্যে বা প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে। এটা এমন এক সমুদ্র, যার কোনো কিনারা নেই। খুব কম সংখ্যাক মানুষই এই শিরক থেকে বাঁচতে পারে। এই শিরক যখন কোনো আমলের সাথে মিশ্রিত হয়, তখন সেই আমলকে বাতিল করে দেয়।

১)আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)} [الكهف: ١١٠].

বলুনঃ আমি ও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে। [আল কাহাফ: আয়াত নং ১১০]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٦)} [الزُّمَر: ٦٥ – ٦٦].

আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের পতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। বরং আল্লাহরই এবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন। [আয্-যুমার: আয়াত নং ৬৫-৬৬]

৩) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম -ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

«قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» أخرجه مسلم برقم (٢٩٨٥).

আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি সকল অংশীদারদের থেকে সর্বাধিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ক্ষমতাশালী। যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল, যেই আমলে আমার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করে, আমি তাকে ও তার শিরকযুক্ত আমলকে পরিত্যাগ করি। ছহীহ মুসলিম হা/২৯৮৫।

খফী শিরকের প্রকারসমূহ: খফী শিরক দুই প্রকার:

১– খফী শিরক আকবর (شرك خفي أكبر) বা বড় গোপন শিরক : বড় গোপন শিরক, যা নিফাক্ব আল-আকবার-এর সমতুল্য। খফী শিরক আকবর বা বড় গোপন শিরক হল- আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য যথা: সৃষ্টি, ইবাদত ইত্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে সমতুল্য করা।

২– খফী শিরক আছগার (شرك خفي أصغر) বা ছোট গোপন শিরক: ছোট গোপন শিরক এর ব্যবধান বিশিষ্ট অনেকগুলো স্তর রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে গায়েবের বিষয়ে সবজান্তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। বড় গোপন শিরক-এ লিপ্ত ব্যক্তি চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। আর ছোট গোপন শিরক-এ লিপ্ত ব্যক্তি অনেক বড় বিপদ ও ঝুঁকির সম্মুখীন, তবে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তার পরকালের পরিণতি নির্ধারিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (٤٨)} [النساء: ٤٨].

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। [আন নিসা: আয়াত নং ৪৮]

শিরক আল-আকবার এর বিধান

আল্লাহ তা'আলা এই শিরকের গুনাহ তাওবা ছাড়া ক্ষমা করবেন না। এই শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী, এই শিরক সমস্ত আমল ধ্বংস করে দেয়। এই শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা বৈধ।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (٤٨)} [النساء: ٤٨].

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। [আন নিসা: আয়াত নং ৪৮]

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥)} [الزُّمَر: ٦٥].

আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের পতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। [আয্-যুমার: আয়াত নং ৬৫]

শিরক আল-আছগার এর বিধান

শিরক আল-আছগার দীন থেকে বহিষ্কার করে না, কিন্তু তাওহীদের মাত্রাকে কমিয়ে দেয়। এই শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে না, বরং তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করার পর তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। আবার কখনো বা কারো ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা চাইলে পূর্ণ ক্ষমা ঘোষণা করতে পারেন, ফলে তাকে কখনোই জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে না।

শিরক আল-আছগার সকল আমলকে নস্যাৎ করে না, বরং নির্দিষ্টভাবে যেই আমলের সাথে তার সংমিশ্রণ ঘটে সেই আমলকেই নস্যাৎ করে। এই শিরক হত্যাকে বৈধ করে না এবং সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার অনুমতিও দেয় না, যেমনটা শিরক আল-আকবার দিয়ে থাকে। এই শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির বিধান হল একত্ববাদে বিশ্বাসী পাপাচারদের ন্যায়। কখনো কখনো শিরক আল-আছগার শিরক আল-আকবার এর রূপ ধারণ করে এই শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির অন্তরে বিদ্যমান নিয়্যাতের অবস্থানুযায়ী। সুতরাং একজন মুসলিমের জন্য সর্বপ্রকার শিরক থেকে সম্পূর্ণভাবে সাবধান থাকা ওয়াজিব।

শিরকের ভয়াবহতা

১—আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করা মহা যুলুম। কারণ, তা আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য - তাওহীদ - এর প্রতি অবিচার অন্যায়মুলক কাজ। তাওহীদ হল- ন্যায়ের সর্বোচ্চ পর্যায়, আর শিরক হল- অন্যায়ের সর্বশেষ সীমা ও সর্বাধিক নিকৃষ্ট কর্ম। কারণ, শিরক হল সৃষ্টিজগতের রব মহান আল্লাহর শানে নিন্দা ও দুর্নাম করা, তার আনুগত্য থেকে অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, তার প্রকৃত অধিকারকে অন্যের জন্য ধার্য করা এবং অন্যকে তার সমতুল্য করা, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা অনেক অনেক উর্দ্ধে। আর শিরকের এই ভয়াবহ অন্যায়ের কারণেই যে আল্লাহ তা'আলার সাথে মুশরিক হয়ে সাক্ষাৎ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবে না। যেমনটি আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (٤٨)} [النساء: ٤٨].

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। [আন নিসা: আয়াত নং ৪৮]

২— আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করা সর্বোচ্চ গুনাহ। সুতরাং যে গায়রুল্লাহের ইবাদত করল, সে ইবাদতকে তার অনুপযোগী স্থানে রাখল এবং ইবাদতকে তার অযোগ্য দাবিদারের জন্য ধার্য করল। আর এটা মহা অন্যায়।

যেমনটি আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

{وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣)} [لقمان: ١٣].

যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বললঃ হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। [লোকমান: আয়াত নং ১৩]

৩– শিরক আল-আকবার দীন থেকে বহিষ্কার করে দেয়। সমস্ত আমল নষ্ট করে দেয়। হত্যা বৈধ ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি দেয়। চিরস্থায়ী ধ্বংস ও বিনাশকে আবশ্যক করে। এই শিরক সবচেয়ে বড় কাবীরা গুনাহ। এই শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি জান্নাত থেকে বঞ্চিত, চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আর তার ধ্বংস, বিনাশ ও ব্যর্থতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٦)} [الزُّمَر: ٦٥ – ٦٦].

আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের পতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। বরং আল্লাহরই এবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন। [আয্-যুমার: আয়াত নং ৬৫-৬৬]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)} [التوبة: ٥].

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [আত তাওবাহ্: আয়াত নং-৫]

৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٧٢)} [المائدة: ٧٢].

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। [আল মায়িদাহ: আয়াত নং ৭২]

৪) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلا اللهُ، فَمَنْ قال: لا إِلَهَ إِلا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٩٩) , ومسلم برقم (٢٠)

আমি মানব জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর স্বীকৃতি না দিবে। সুতরাং যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলল, সে আমার থেকে তার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা অর্জন করে নিল। তবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর সথে সংশ্লিষ্ট কোনো রুকন ভঙ্গ করলে এই নিরাপত্তা প্রযোজ্য নয়। আর তাদের হিসাব হবে আল্লাহ তা'আলার নিকট। মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী হা/১৩৯৯, ছহীহ মুসিলিম হা/২০।

৫) আবু বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী কারীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«ألا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ». ثَلاثاً، قالوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قال: «الإِشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ –وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئاً، فَقال– ألا وَقَوْلُ الزُّورِ». قال: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٥٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (٨٧).

আমি কি তোমাদেরকে তিনটি সর্বোচ্চ কাবীরা গুনাহ সম্পর্কে সংবাদ দিব না? সাহাবাগণ বললেন: অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন: আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা, মা-বাবার বিরুদ্ধাচারণ করা, তিনি হেলান দিয়ে বসলেন অতঃপর বললেন: সাবধান মিথ্যা কথা থেকে। বর্ণনাকারী

বলেন: তিনি বারবার এই কথাটা বলেই যাচ্ছিলেন। অবশেষে আমরা বললাম: যদি তিনি চুপ করতেন। মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছুহীহ বুখারী হা/২৬৫৪, ছুহীহ মুসিলিম হা/৮৭।

ত্বগূত-এর বিধান

ত্বগূত-এর সংজ্ঞা: প্রত্যেক এমন উপাস্য, অনুসৃত ও মান্যবর ব্যক্তি বা বস্তু, যার দ্বারা বান্দা তার ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন করে থাকে।

উপাস্য-এর উদাহরণ: মূর্তি ও প্রতিমাসমূহ।

অনুসৃত-এর উদাহরণ: জ্যোতিষীবৃন্দ ও পাপী আলেমসমাজ।

মান্যবর ব্যক্তিদের উদাহরণ: রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ ও শাসকগোষ্ঠী, যারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের সীমা থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

ত্বগূতগোষ্ঠির পরিচয়: ত্বগূতের সংখ্যা অনেক হলেও তাদের নেতৃত্বে রয়েছে পাঁচ ধরনের:

১— ইবলীস, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার থেকে রক্ষা করুন।

২— এমন ব্যক্তি যার উপাসনা করা হয় এবং সে এই উপাসনার উপর সন্তুষ্ট থাকে।

৩— যে মানুষকে নিজের ইবাদতের দিকে আহবান করে।

৪— যে আংশিক গায়েব জানার দাবি করে।

৫— যে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধান বা আইনের সাহায্যে বিচারের মীমাংসা করে।

সুতরাং একজন মুসলিমের জন্য ওয়াজিব হল- আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান মেনে চলা এবং ত্বগূতকে অস্বীকার করা।

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: ٢٥٧].

যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। [আল বাকারা: আয়াত নং ২৫৭]

২) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: ٣٦].

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত বর্জন করো। [আন নাহল: আয়াত নং ৩৬]

৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (١٨)} [الزُّمَر: ١٧ – ١٨].

যারা শয়তানী শক্তির পূজা-অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। অতএব, সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে, যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান। [আয্-যুমার: আয়াত নং ১৭-১৮]

শিরকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কথা-বার্তা ও কাজসমূহ অথবা শিরকের অসীলাসমূহ

কুরআনে যেসকল স্থনে শিরক শব্দটি বর্ণিত হয়েছে, সবগুলো স্থানেই শিরক দ্বারা উদ্দেশ্য হল- শিরক আল-আকবার। আর শিরক আল-আছগার বা ছোট শিরক অর্থে শিরক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ছহীহ সুন্নাহ বা বিশুদ্ধ হাদীছগুলোতে।

এখানে অনেকগুলো কথা ও কাজ এমন আছে, যেগুলো শিরক আল-আকবার ও শিরক আল-আছগার এর মাঝে যৌথভাবে বিদ্যমান। যে কথা ও কাজগুলো শিরক আল-আছগারও হতে পারে আবার শিরক আল-আকবারও হতে পারে – সংশ্লিষ্ট কথার বক্তার ও কাজের কর্তার – অন্তরে বিদ্যমান উদ্দেশ্য ও তার থেকে

প্রকাশিত কার্যক্রম-এর ভিত্তিতে। আর এই জাতীয় কথা-বার্তা ও কার্যসমূহ তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক অথবা তাওহীদের বিশুদ্ধতাকে পঙ্কিল ও মলিন করে দেয়। তবে শরীয়ত এই জাতীয় সকল বক্তব্য ও কার্যসমূহ থেকে সাবধান করে দিয়েছে।

এই জাতীয় কিছু কথা-বার্তা ও কার্যসমুহের তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল:

১— সন্তানদের কোনো অঙ্গে তামায়িম তথা মাদুলি বা তাবীয ঝুলানো কু-দৃষ্টি থেকে বাচাঁর জন্য (تعليق التمائم على الأولاد اتقاء للعين) ।

তামায়িম-এর পরিচয়: প্রত্যেক এমন বস্তু, যা ব্যক্তির কোনো অঙ্গে বা কোনো বস্তুর উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়। এটা শিরক এই কারণে যে, এটা গায়রুল্লাহ-এর সাথে প্রকৃত ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসকে — যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট — সংমিশ্রণ করা।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূল - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - কে বলতে শুনেছি:

«إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٣٦١٥) , وأخرجه أبو داود برقم (٣٨٨٣)، وهذا لفظه.

নিশ্চয় ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-মাদুলি ও জাদু-টোনা শিরক। ছহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/৩৬১৫, আবূ দাউদ হা/৩৮৮৩।

২— আংটি অথবা বিশেষ ধরনের সুতা পরিধান করা বিপদ অপসারণ বা প্রতিহত করার লক্ষ্যে (لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه) । এটাও শিরক এই কারণে যে, এটা গায়রুল্লাহ-এর সাথে প্রকৃত ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসকে — যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট — সংমিশ্রণ করা।

৩— গাছপালা, পাথরসমূহ, ক্ববরসমূহ ও নিদর্শন বা প্রাচীন ঐতিহ্যসমুহের দ্বারা বরকত কামনা করা (التبرك بالأشجار والأحجار والقبور والآثار ونحوها)। এটাও শিরক এই কারণে যে, এটা গায়রুল্লাহ-এর সাথে বরকত হাছিলের প্রকৃত ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসকে — যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট — সংমিশ্রণ করা।

৪— তাত্বয়্যুর বা অশুভ লক্ষণের প্রতি বিশ্বাস করা (التطير) : তাত্বয়্যুর হল- বিশেষ কিছু পাখি, ব্যক্তিবর্গ, ভূ-খণ্ড অথবা বস্তুসমূহের দ্বারা অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা। এটা শিরক এই কারণে যে, আল্লাহ তা'আলার এমন সৃষ্টি— যে নিজেই নিজের উপকার বা ক্ষতির মালিক নয় — তার দ্বারা ক্ষতিসাধন হতে পারে এমন বিশ্বাসের মাধ্যমে গায়রুল্লাহের সাথে প্রকৃত বিশ্বাসকে সংমিশ্রণ করা। আর এটা শয়তানের কু-মন্ত্রণা ও অপপ্রচার, যা তাওয়াক্কুল-এর সাথে সাংঘর্ষিক।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الفَأْلُ: الكَلِمَةُ الحَسَنَة، الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٧٥٦) , ومسلم برقم (٢٢٢٤)، واللفظ له.

সংক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। তবে শুভ লক্ষণ: সুন্দর কথা ও উত্তম সংবাদ আমাকে অভিভূত করে। মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৫৭৫৬, মুসলিম হা/২২২৪।

৫— যাদু-টোনা (السحر) : যাদুবিদ্যা হল এমন শাস্ত্র, যার উপায়-উপকরণ অন্যন্ত নিগূঢ় ও রহস্যময়।

যাদুবিদ্যা হল- ঝাড়ফুঁক, দৃঢ় সংকল্প, উচ্চারণযোগ্য বাক্য ও ঔষধসমূহ, যেগুলোর দ্বারা শরীরে ও মস্তিষ্কে এমন প্রভাব বিস্তার করা যায়, যেই প্রভাবের ফলে অসুস্থ করা, হত্যা করা এমনকি ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করানো যায়। যাদু কফুরি কর্ম। কারণ, এর দ্বারা গায়রুল্লাহ তথা শয়তানদের সাথে প্রকৃত ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসকে সংমিশ্রণ করা হয় এবং এই কাজে ক্ষেত্রবিশেষে ইলমুল গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান জানার দাবি করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} [البقرة: ١٠٢].

সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা তা শিক্ষা দিত। আল বাকারা: আয়াত ১০২।

৬— ভবিষৎ গণনা করা (الكهانة) : ভাগ্য গণনা হল- অদৃশ্যের জ্ঞান জানার দাবি করা। যেমন— পৃথিবীতে অচিরেই কী ঘটতে যাচ্ছে এমন বিষয়ে - শয়তানদের সূত্রে বা ভিত্তিতে - ভবিষ্যদ্বানী করা।

জ্যোতিষী: জ্যোতিষী হল- যে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ জানার দাবি করে। এটা শিরক এই কারণে যে, এতে গায়রুল্লাহের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করতে হয় ও অদৃশ্যের ঐ জ্ঞান – যা আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারিত – জানার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ হওয়ার দাবি করা হয়। সুতরাং যে ভবিষ্যৎ গণনা কারী বা জ্যোতিষীর নিকট গমন করল, আল্লাহ তা'আলা তার চল্লিশ দিনের ছলাত ক্ববুল করবেন না। আর উক্ত গমন কারী ব্যক্তি যদি তাকে বিশ্বাস করে, তবে সে মুহাম্মাদ - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর উপর নাযিলকৃত শরীয়তকে অস্বীকার করল।

১) নাবী কারীম - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর স্ত্রীগণের - রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুন্না - মধ্য হতে কোনো এক স্ত্রী নাবী কারীম - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

«مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». أخرجه مسلم برقم (٢٢٣٠).

যে ব্যক্তি কোনো জ্যোতিষীর নিকট এসে কোনো বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, চল্লিশ রাত পর্যন্ত তার ছলাত ক্ববূল করা হবে না। ছহীহ মুসলিম হা/২২৩০

২) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

«مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ – صلى الله عليه وسلم –» صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٩٥٣٦) , وهذا لفظه، وأخرجه الحاكم برقم (١٥).

যে ব্যক্তি কোনো ভাগ্য গণনা কারী বা জ্যোতিষীর নিকট গমন করল, অতঃপর তার কথায় বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর উপর নাজিলকৃত শরীয়তকে অস্বীকার করল। ছহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/৯৫৩৬, হাকিম হা/১৫।

৭– জ্যোতিষশাস্ত্র বা নক্ষত্রবিদ্যা চর্চা করা (التنجيم) :

নক্ষত্ররাজির সাহায্যে নক্ষত্রীয় কক্ষপথকে নিরীক্ষণ করে পৃথিবীতে চলমান ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণ করা।

যেমন-ঝড়ো আবহাওয়া, বৃষ্টিবর্ষণ, বিভিন্নপ্রকার রোগ, মানুষের মৃত্যু, ঠাণ্ডা ও শৈত্য আবহাওয়া, পণ্যের মূল্যের পরিবর্তন -এগুলোর সময় নির্ণয় করা। এজাতীয় কাজ শিরক এই কারণে যে আল্লাহ তা'আলার অংশীদারকে বিশ্বপরিচালনার ও ইলমুল গায়েব এর অধিকারী মনে করা হয়।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنِ اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ». صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٢٠٠٠) , وأخرجه أبو داود برقم (٣٩٠٥)، وهذا لفظه.

"যে ব্যক্তি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ বিদ্যার কোনো একটি শাখার জ্ঞান আহরণ করল, সে যাদুবিদ্যার একটি শাখা আহরণ করল। নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে সে যত বেশী অগ্রসর হবে, যাদুবিদ্যারও ততই নিকটবর্তী হবে।" ছহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/২০০০, আবূ দাউদ হা/৩৯০৫।

৮-নক্ষত্ররাজির মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা (الاستسقاء بالنجوم):

নক্ষত্ররাজির মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করার অর্থ হল- বৃষ্টিবর্ষণকে কোনো তারকার উদয় বা অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। যেমন এই কথা বলা- অমুক অমুক তারকার কারণে আমাদেরকে বৃষ্টি দেয়া হয়েছে। সুতরাং বৃষ্টিবর্ষণকে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পৃক্ত না করে কোনো তারকার দিকে সম্পৃক্ত করা শিরক। কারণ, বৃষ্টিবর্ষণ আল্লাহ তা'আলার হাতে, কোনো তারকা বা অন্যকারো হাতে নয়।

১- যায়েদ বিন খালেদ আল যুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم – صَلاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قال ربُّكُمْ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قال: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قال: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِه، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قال: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا،

فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨٤٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٧١).

"একদা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে হুদায়বিয়াতে ফজরের নামায আদায় করলেন-বিগত রাতের বৃষ্টি হওয়ার পরে। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা কি জান যে, তোমাদের রব কী বলেছেন? তারা বললেন, আল্লাহ ও তার রসূল ই ভালো জানেন। তিনি বলেছেন: আমার বান্দাদের মধ্যে অনেকে আমার প্রতি ঈমানদার আবার অনেকে কাফের হয়ে সকালে জাগ্রত হয়েছে। যে বলেছে: আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহে বৃষ্টি প্রদান করা হয়েছে, সে আমার প্রটি বিশ্বাসকারী ও তারকাকে অস্বীকারকারী। আর যে বলেছে: আমাদেরকে বৃষ্টি প্রদান করা হয়েছে অমুক অমুক তারকার কারণে, সে আমাকে অস্বীকারকারী এবং তারকার প্রতি বিশ্বাসকারী।" মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৮৪৬, মুসলিম হা/৭১

২-আবু মালেক আল আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، لا يَتْرُكُونَهُنَّ: الفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ». أخرجه مسلم برقم (٩٣٤).

"আমার উম্মতের মধ্যে জাহিলীয়্যাতের চারটি স্বভাব অবশিষ্ট থাকবে, যা তারা পরিত্যাগ করবে না: বংশ মর্যাদা নিয়ে অহংকার করা, ব্যক্তির পূর্বসূরীদের সমালোচনা করা, নক্ষত্ররাজির মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা এবং বিলাপ করা।" ছহীহ মুসলিম হা/৯৩৪

৯-নি'আমতসমুহের সম্বন্ধ গায়রুল্লাহের দিকে করা (نسبة النعم إلى غير الله):

যেহেতু সকল নি'আমত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে, বিধায় যে ব্যক্তি নি'আমতসমূহ গায়রুল্লাহের দিকে সম্পৃক্ত করল, সে মুশরিক। যেমন: কেউ সম্পদ বা সুস্থতা অর্জনের নি'আমতকে অমুক বা অমুকের দিকে সম্পৃক্ত করল বা স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথে ভ্রমণ ও নিরাপদে চলার নি'আমতকে চালক, মাঝি ও পাইলটের দিকে সম্পৃক্ত করল। অথবা স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন ও বিপদাপদ নিষ্পত্তির সম্পৃক্ততা সরকার, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা কোনো নেতার দিকে সম্পৃক্ত করল ইত্যাদি। সুতরাং সকল নি'আমত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দিকে

সম্পৃক্ত করা ওয়াজিব। আর যে বিষয়গুলো কোনো কোনো মাখলুক্বের হাতে সংঘটিত হয়, তা কখনো ফলদায়ক হয় কখনো হয় না, কখনো বাস্তবায়িত হয় কখনো হয় না।

১- আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (٥٣) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٤) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥٥)} [النحل: ٥٣ – ٥٥].

"তোমাদের কাছে যে সমস্ত নি'আমত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা যখন দুঃখে-কষ্টে পতিত হও, তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর। এরপর যখন আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দূরীভূত করে দেন, তখনই তোমাদের একদল স্বীয় পালনকর্তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতে থাকে। যাতে ঐ নেয়ামত অস্বীকার করে, যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব মজা ভোগ করে নাও, সত্বরই তোমরা জানতে পারবে।" (সূরা আন-নাহল: ৫৩-৫৫)

১০-গায়রুল্লাহের জন্য জবেহ করা (الذبح لغير الله) :

উদাহরণস্বরূপ: জ্বীন, ওলী, শয়তান অথবা এ জাতীয় গায়রুল্লাহের জন্য জবেহ করা। এগুলোর প্রত্যেকটিই শিরক। কারণ, জবেহ করা একটি ইবাদত, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো জন্য পালন করা জায়েয নয়। যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহের জন্য জবেহ করল, তার জবেহকৃত পশু (আহার করা) হারাম। কারণ, এই পশুটি গায়রুল্লাহের নামে উৎসর্গীত পশুসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং মুরতাদ ব্যক্তি কর্তৃক জবেহকৃত। বিধায়, তা ভক্ষণ করা জায়েয নয়, যদিও তাতে (জবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে। আর বান্দা স্বীয় প্রতিটি আমল শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য সম্পাদন করবে – এই ব্যাপারে সে আদিষ্ট। যেমনটি

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣)} [الأنعام: ١٦٢ – ١٦٣].

"আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার ছলাত, আমার ক্বুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু একমাত্র সমস্ত জাহানের রব আল্লাহ তা'আলার জন্য। যার কোনো

অংশীদার নেই, এই ব্যাপারেই আমি আদিষ্ট হয়েছি। আর আমিই প্রথম মুসলিম।" (সূরা আল-আন'আম: ১৬২-১৬৩)

গণকের নিকট গমনের বিধান

গণক ও এই জাতীয় ব্যক্তিদের নিকট গমনের তিনটি অবস্থা:

প্রথম: গণকের নিকট যাওয়া অতঃপর তাকে সত্যায়ন না করে প্রশ্ন করা বা তাকে সত্যায়ন না করে মনোযোগ সহকারে তার কথা শ্রবণ করা কোনো টিভি চ্যানেল বা ভিডিও ক্লিপ-এর মাধ্যমে। এটা সম্পূর্ণ হারাম এবং এর শাস্তি হল- চল্লিশদিন পর্যন্ত এই ব্যক্তির (গমনকারী) ছলাত ক্ববুল করা হবে না।

রসূল ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো এক স্ত্রী – (রাযিয়াল্লাহু আনহা) – তার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» أخرجه مسلم برقم (٢٢٣٠).

"যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট গমন করল অতঃপর তাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করল, চল্লিশদিন পর্যন্ত তার ছলাত ক্ববুল হবে না।" ছহীহ মুসলিম হা/২২৩০।

দ্বিতীয়: গণকের নিকট গমন করা এবং তাকে প্রশ্ন করে তার কথাকে সত্যায়ন করা। এটা নিঃসন্দেহে কুফর:। আল্লাহ তা'আলার নিকট এই বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে নাবী – ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

«مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ – صلى الله عليه وسلم –» صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٩٥٣٦) وهذا لفظه، وأخرجه الحاكم برقم (١٥).

“যে ব্যক্তি কোনো গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করল, অতঃপর তার কথা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ-ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিল হওয়া শরীয়তকে অস্বীকার করল।” ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/৯৫৩৬, হাকিম হা/১৫।

তৃতীয়: গণকের নিকট গমন করা অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা মানুষকে তার অবস্থা হতে সাবধান করার জন্য। এই উদ্দেশ্যে গমন করাতে কোনো সমস্যা নেই। যেমনটি নাবী-ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন ইবনু ছ্বয়্যাদের সঙ্গে।

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত:

أنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – مَعَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ، عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ، فَلَمْ يَشْعُرْ بِشَيْءٍ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قال النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم –: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم –». فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقال: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ، فَقال ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم –: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟ قال لَهُ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم –: «آمَنْتُ بِالله وَرُسُلِه». قال النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم –: «مَاذَا تَرَى». قال ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، قال النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم –: «خُلِطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ». قال النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم –: «إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئاً». قال ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ، قال النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم –: «اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ». قال عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله، ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ، قال النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم –: «إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٠٥٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٩٣٠).

‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদল মানুষসহ রসূলুল্লাহ (ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)—এর সঙ্গে ইবনু সাইয়্যাদের কাছে গেলেন। তাকে বানী মাগালার কিল্লার কাছে একদল বালকের সাথে ক্রিড়ারত অবস্থায় পেলেন। তখন ইবনু সাইয়্যাদ বয়োঃপ্রাপ্ত হবার কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। সে রসূলুল্লাহ (ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমন টের পাওয়ার আগেই রসূলুল্লাহ (ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ হাত দ্বারা তার পিঠে আঘাত করে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রসূল? এ কথা শুনে ইবনু সাইয়্যাদ তাঁর প্রতি তাকাল এবং বলল যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের (নিরক্ষরদের)

রসূল। অতঃপর ইবনু সাইয়্যাদ রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করল যে, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রসূল। রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কোন প্রত্যুত্তর দেননি। অধিকন্ত তিনি বললেন, আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূলদের প্রতি। তারপর রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেনঃ তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? ইবনু সাইয়্যাদ বলল, আমার নিকট একজন সত্যবাদী ও একজন মিথ্যাবাদী লোক আসে। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, তোমার বিষয়টি এলোমেলো হয়ে গেছে। তোমাকে জিজ্ঞেস করার জন্য একটি কথা আমি মনে মনে লুক্কায়িত রেখেছি। শুনামাত্রই ইবনু সাইয়্যাদ বলল, তা হচ্ছে (আরবি) (ধুয়া)। তৎপর রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: দূর হয়ে যা। তুই তোর সীমানা অতিক্রম করতে পারবি না। তারপর 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ছেড়ে দিন। আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ যদি সে প্রকৃতপক্ষেই দাজ্জাল হয়, তবে তো তাকে হত্যা করতে পারবে না। আর যদি সে দাজ্জাল না হয় তবে তাকে হত্যা করাতে কোন কল্যাণ নেই।" মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী হা/৩০৫৫, ছহীহ মুসলিম হা/২৯৩০

যাদুকর ও গণকদের ফিতনা

যাদুকর, জ্যোতিষী ও গণকদের নিকট গমন করা ঈমানভঙ্গের অন্যতম কারণ। আর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার ক্ষেত্রবিশেষের জন্য তাদেরকে সঠিকতা দান করে থাকেন, কিন্তু মানুষ সেই সঠিকতার প্রভাবে ধোঁকায় পতিত হয়। আর এদের প্রত্যেকের কর্মকাণ্ডই বান্দাদের জন্য ফিতনা ও পরীক্ষা।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣٥)} [الأنبياء: ٣٥].

"আর আমি তোমাদেরকে অনিষ্ট ও কল্যাণের ফিতনা দ্বারা পরীক্ষা করব।" (সূরা আল আম্বিয়া: ৩৫)

২-নাবী-ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূল -ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি:

«إِنَّ المَلاَئِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ، وَهُوَ السَّحَابُ، فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَى الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢١٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٢٢٨).

"নিশ্চয় মালাইকা-ফেরেশতারা যখন আনান তথা মেঘের মাঝে অবতরণ করেন অতঃপর তারা আসমানে ধার্যকৃত অদৃষ্টের ব্যাপারে আলোচনা করতে থাকেন, তখন শয়তানরা তাদের কথোপকথন চুরি করে শুনে তা গণকদেরকে অবহিত করে অতঃপর তারা নিজেদের থেকে আরো একশটি মিথ্যা তার সঙ্গে জুড়ে দেয়।" মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী হা/৩২১০, মুসলিম হা/২২২৮।

মৃত ও অদৃশ্যব্যক্তিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার বিধান

মৃতব্যক্তি ও অদৃশ্যব্যক্তিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ও তাদের নিকট দু'আ করা প্রত্যেকটিই শিরক, যা আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম করেছেন। আর এগুলো হল- মূর্তিপূজারীদের মূর্তিপূজার ন্যায়, যারা মূলত শয়তানের ইবাদত করে। যার নিকট প্রার্থনা করা হয়, শয়তান তার আকৃতিতে তাদের সামনে উপস্থিত হয়, তাদেরকে রূহানীভাবে সম্বোধন করে এবং তাদের আংশিক চাহিদা পূরণ করে। যেমন শয়তান মূর্তিগুলোর মাঝে প্রবেশ করে তাদের পূজারীদের সাথে কথা বলে এবং তাদের আংশিক চাহিদা পূর্ণ করে দেয়। আর মূর্খব্যক্তি মনে করে যে, এটা তার শায়েখের কারিশমা। আর এটাই মূর্তিপূজার সবচেয়ে বড় কারণ। এমনিভাবে গণক ও জ্যোতিষীদের সঙ্গেও শয়তান অবস্থান করে। কারণ, তাদের মধ্যে কুফর, ফাসেক্বী ও নাফরমানী বিদ্যমান। ফলে তাদের থেকে বিভিন্নপ্রকার শয়তানী সাধনা প্রকাশিত হয় এবং সে অনুপাতে তারা শক্তি সঞ্চয় করে থাকে, যায়র দ্বারা তারা মুক্তবাতাসে উড়া ও বিভিন্ন অদৃশ্যের বিষয়ে সংবাদ প্রদানে সক্ষম হয় এবং শয়তানরা তাদের নিকট সম্পদ ও খাদ্য নিয়ে আসে। সুতরাং শয়তানী সাধনাসমূহ থেকে তারা শয়তানকে রাজি করানোর আনূপাতিক হারে মর্যাদা ও পদ অর্জন করে থাকে।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (٥) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (٦)} الأحقاف: ٥ – ٦].

"ঐ ব্যক্তির চেয়ে পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের নিকট প্রার্থনা করে, যারা তার ডাকে ককীয়ামত পর্যন্ত সাড়া দিতে সক্ষম নয়। কেননা, তারা তাদের প্রার্থনা থেকে সপমূর্ণ গাফেল। আর যখন সকল মানুষকে হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে, তারাই তাদের শত্রুতে পরিণত হবে এবং তাদের ইবাদতকে তারা অস্বীকার করবে।" (সূরা আল আহক্বাফ: ৫-৬)

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (٢٢١) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٢٢٢) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٣)} [الشعراء: ٢٢١ – ٢٢٣].

"আমি কি তোমাদেরকে ঐ সকল ব্যক্তির সম্পর্কে সংবাদ দিব, যাদের উপর শয়তান ভর করে? শয়তান প্রত্যেক অপবাদ দানকারী পাপাচারের উপর ভর করে। শয়তানরা তাদের চুরি করে শোনা কথাটি তাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করে দেয় আর তাদের (যাদের উপর শয়তানরা ভর করে) অধিকাংশই হল মিথ্যাবাদী।" (সূরা আশ শু'আরা: ২২১-২২৩)

মুশরিকদের উপাস্য

যেসকল মুশরিককে আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল - ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- শিরকের বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন তারা মূলত দুই প্রকার: নূহ (আলাইহিস সালাম) এর জাতি ও ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর জাতি।

নূহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জাতির শিরক ছিল যমীন কেন্দ্রিক। তারা নেককার ব্যক্তিদের ক্বরের নিকট বসে ধ্যান করত এবং তাদের ক্বরের নিকট বসে আল্লাহর নিকট দু'আ করত। এরপর শয়তান তাদের আমলকে তাদের

নিকট সুসজ্জিত করে তুলল, ফলে তারা তাদের মূর্তি তৈরী করল। অতঃপর শয়তান তাদেরকে এগুলোর ইবাদতের আদেশ দিল।

আর ইবরাহীম-ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জাতির শিরক ছিল আসমান কেন্দ্রিক। তারা নক্ষত্ররাজি, সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদত করত। অতঃপর শয়তান – উক্ত বস্তুগুলোকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করাকে – তাদের সামনে সুসজ্জিত করতে তুলল এবং তাদেরকে উক্ত বস্তুগুলোর ইবাদত করার আদেশ দিল। সুতরাং তাদের প্রত্যেকে এবং এদের প্রত্যেকেই মুশরিক। দৃশ্যমান মাখলুক্বের আকৃতিতে তাদেরকে তারা অবলোকন করে। কারণ, শয়তানরা তাদেরকে সম্বোধন করে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরকে সহপযোগীতা করে এবং মানবীয় আকৃতিতে তারা তাদের সামনে উপস্থিত হয়, ফলে তারা তাদেরকে তাদের চক্ষু দ্বারা দেখতে পায়। আর জ্বিনরাও মানুষের মত। তাদের মধ্যেও কাফের ও মুমিন আছে। আর শয়তানরা বন্ধুত্ব স্থাপন করে ও উপকার করে, যারা শিরক, কুফর:, ফাসেক্বী ও নাফরমানী করে।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (٤١)} [سبأ: ٤٠ – ٤١].

"যেদিন তাদের সকলকে তিনি একত্রিত করবেন, অতঃপর মালাইকা-ফেরেশতাদেরকে বলবেন এরাই কি তোমাদেরকে পূজা করত? তারা বলবে – নিশ্চয় আপনি মহান – একমাত্র আপনিই আমাদের অভিভাবক ও মা'বুদ, তারা বরং জ্বিনদের পূজা করত। এদের অধিকাংশই তাদের প্রতি ঈমান রাখে।" (আস সাবা: ৪০-৪১)

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٦٠) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (٦٢)} [يس: ٦٠ – ٦٢].

"হে আদমসন্তানগণ, আমি কি তোমাদের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য

শত্রু। আর তোমরা শুধুমাত্র আমার ইবাদত করবে, এটাই সরল রাস্তা। সে তোমাদেরই মধ্য হতে অনেকগুলো একটি সম্প্রদায়কে দিশেহারা করেছে, এরপরেও কি তোমরা বিবেচনা করবে না?" [সূরা ইয়াসিন: ৬০-৬২]

আল্লাহ তা'আলা ও তার বান্দাদের মাঝে মাধ্যমসমূহ তৈরী করার বিধান

মানুষ ও রাজা-বাদশাদের মাঝে মধ্যস্থতা নিয়োজিত করা হয় তিনটি কারণে:

প্রথম কারণ: রাজা-বাদশাদেরকে ঐ সকল মানুষের অবস্থার সংবাদ দেয়ার জন্য, যাদের ব্যাপারে তারা জানে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের মত নয়। কেননা, তিনি - সর্ব শ্রোতা সর্ব দ্রষ্টা – সবকিছু জানেন। বিধায় তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

দ্বিতীয় কারণ: বাদশা কখনো স্বীয় প্রজাদের ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও স্বীয় শত্রুদের দমনে অপারগ হয়ে যান। ফলে তার দুর্বলতা ও অপারগতার কারণে তিনি সহযোগী নিয়োগ দেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা হলেন- স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান। তিনি ব্যতীত সকলেই তার নিকট মুখাপেক্ষী। বিধায় তার কোনো সহযোগীর প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় কারণ: কখনো বাদশাহ একান্তই বিশেষ চালিকা শক্তির ব্যবস্থাপনা ব্যতীত স্বীয় প্রজাদের উপকার করেন না। যখন তাকে তার প্রজাদের নেতৃবৃন্দ অনুরোধ করেন, তখনি কেবল স্বীয় প্রজাদের উপকার করার পরিকল্পনা তার মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং তাদের সুপারিশ ক্বুবুল করেন তাদের নিকট স্বীয় স্বার্থ বিদ্যমান থাকার কারণে বা তাদেরকে ভয় করার কারণে বা তার প্রতি তাদের ইহসান থাকার জারণে। অথচ আল্লাহ তা'আলা কারোর নিকট কোনোকিছু আশা করেন না, কাউকে ভয় করেন না এবং কারো নিকট মুখাপেক্ষী নন। বরং তিনি মহাধনী সকল ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, সকল বস্তুর রব ও মালিক। তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি - সন্তানের প্রতি জননী মাতার চেয়েও – অধিক দয়ালু। তিনি যা চান, তাই হয়। যা চান না, তা হয়না। সুতরাং আমাদের রব কোনো শিক্ষকের মুখাপেক্ষী নন। কেননা, তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞানী। তার কোনো সহযোগীর প্রয়োজন নেই। কেননা, তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। স্বীয় বান্দাদেরকে ইহসান করার জন্য তার নিকট কোনো সুপারিশকারী থাকার প্রয়োজন নেই। কারণ, তিনি মহাধনী, সর্বাধিক মহান ও

সর্বোচ্চ দয়ালু। সুতরাং যে মূর্তি ও প্রতিমাসমূহকে আল্লাহ ও তার বান্দাদের মাঝে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে, সে মুশরিক।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٨)} [يونس: ١٨].

"তারা আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে অন্যদের পূজা করে, যারা তাদের উপকার-ক্ষতি কোনোটাই করতে পারেনা। আর তারা বলে যে, এরাই হল আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী। বলুন, তোমরা কি আল্লাহ তা'আলাকে মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর এমন কোনো বিষয়য়ের সংবাদ দিচ্ছ, যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা জানেন না? তিনি সর্বপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত, তিনি তাদের অংশীদারদের চেয়েও অনেক অনেক উর্ধ্বে।" [সূরা ইউনুস: ১৮]

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤)} [الأحقاف: ٤].

"আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের উপাসনা কর, আমাকে দেখাওতো তারা পৃথিবির কী সৃষ্টি করেছে, আর না মহাবিশ্বে তাদের কোনো অঙ্গশীদারিত্ব আছে? এই কিতাবের পূর্বে নাযিল হওয়া কোনো কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোনো বিদ্যা আমার সামনে উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" [সূরা আল আহক্বাফ: ৪]

৩-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (٢٢) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٢٣)} [سبأ: ٢٢ – ٢٣].

বলুন, তোমরা তাদেরকে আহবান কর, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহ ব্যতীত। তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অনু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়। যার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পরে বলবে, তোমাদের পালনকর্তা কি বললেন? তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনিই সবার উপরে মহান। [সূরা সাবা: ২২-২৩]

শিরকের অসারতা

কুফর ও শিরক-এর প্রত্যেকটিই বাতিল ও সর্বোচ্চ যুলুম। কুফুরির উপর একমাত্র নিজের ব্যাপারে অজ্ঞ, আল্লাহ তা'আলার সত্তা, তার নামসমূহ ও গুণাবলীর ব্যাপারে অজ্ঞ ও তার দীন ও শরীয়তের ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তিই অটল থাকে। তাওহীদ সম্পূর্ণটাই হক্ব (সত্য ও বাস্তবমুখী) এবং শিরকের সম্পূর্ণটাই বাতিল তথা অবাস্তব ও ভুয়া।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (١٤)} [فاطر: ١٣ – ١٤].

"তিনি আল্লাহই একমাত্র তোমাদের রব, সমস্ত কিছুর সার্বভৌমত্ব একমাত্র তারই। তোমরা তাকে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা কর, তারা সামান্য একটি খেজুরের আঁটিরও মালিক নয়। তোমরা যখন তাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের ডাক শুনে না। আর যদিওবা শুনে, তথাপি তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে পারে না। ক্বীয়ামতের দিন তারাই তোমাদের এই শিরককে অস্বীকার করবে। বস্তুতঃ মহান সংবাদ দাতা আল্লাহর ন্যায় আর কেউ তোমাকে এই ব্যাপারে অবহিত করতে পারবে না।" [সূরা আল ফাত্বির: ১৩-১৪]

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (٤٠)} [فاطر: ٤٠].

"আপনি বলুন, তোমরা কি তোমাদের সেই শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা ডাক? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও। না মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে তাদের কোনো অংশ আছে আর না আমি তাদেরকে কোনো কিতাব দিয়েছি, যে কিতাবের প্রমাণের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে? বরং জালেমরা একে অপরের সাথে শুধুই প্রতারণামূলক অঙ্গীকার করে থাকে।" [সূরা আল ফাত্বির: ৪০]

৩-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (٣)} [الفرقان: ٣].

"তারা তার পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা নিজেরাই সৃষ্টি কোনোকিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না, তারা নিজেদের ভাল-মন্দ কোনটাই করতে পারে না এবং তারা জীবন, মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবন কোনোটারই মালিক নয়।" [সূরা আল ফুরক্বান: ৩]

৪-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٣٠)} [لقمان: ٣٠].

এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহ-ই সত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সব মিথ্যা। আল্লাহ সর্বোচ্চ, মহান। [সূরা লুকমান:৩০]

শিরকের আস্তানাসমূহ অবশিষ্ট রাখার বিধান

মুসলিমদের উপর সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা, বাতিলকে ধ্বংস করা, তাওহীদের প্রচার করা, শিরকের চিহ্ন মুছে দেয়া, দীন ও সুন্নাহ-এর নিদর্শনগুলোকে জাহির করা এবং শিরকের জন্মভূমি ও স্থাপনাসমূহ মিটিয়ে দেয়া ওয়াজিব। মুসলিমদের জন্য শিরক ও মূর্তিসমূহের জন্মভূমি – যখন তাদের সেগুলোকে মিটিয়ে দেয়া ও ধুলিস্যাৎ করার ক্ষমতা থাকে - একদিনের জন্যও অবশিষ্ট রাখা জায়েয নেই। নাবী – ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – দূতগণ ও সৈন্যদল পাঠিয়েছেন মূর্তিসমূহ এবং আল্লাহকে ব্যতীত অন্য সকল উপাস্যদেরকে ভেঙ্গে ফেলা এবং ধ্বংস করার জন্য, যাতে সমস্ত বিধান শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বরং কা'বা শরীফে অবস্থিত মূর্তিসমূহ তিনি-ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- স্বীয় হস্তে চূর্ণ করেছেন।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: دَخَلَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – مَكَّةَ، وَحَوْلَ الكَعْبَةِ ثَلاثُ مائَةٍ وَستُّونَ نُصباً، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِه، وَجَعَلَ يَقُولُ: {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ}» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٧٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٧٨١).

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী-ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- মক্কায় প্রবেশ করলেন -এই সময়- কা'বার চতূর্পাশে তিনশত ষাটটি মূর্তির বেদী ছিল। তিনি সেগুলোকে নিজ হাতের দণ্ড দ্বারা আঘাত করছিলেন আর বলছিলেন: "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।" (সূরা আল ইসরা: ৮১)। মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/২৪৭৮, মুসলিম হা/১৭৮১।

মুশরিকদের সঙ্গে সমঝোতা করার বিধান

মুশরিকদের সঙ্গে বাহ্যিকভাবে সমঝোতা করার তিনটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: তাদের সঙ্গে একজন মুসলিম বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবে ঐকমত্য পোষণ করবে। এমন ব্যক্তি কাফের, চাই সে এমনটি স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে যেভাবেই করুকনা কেনো।

দ্বিতীয় অবস্থা: মুসলিম ব্যক্তি তাদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে ঐকমত্য পোষণ করবে আর বাহ্যিকভাবে তাদের সঙ্গে বিরোধিতা করবে। এমন ব্যক্তি কাফেরের চেয়েও ভয়ঙ্কর মুনাফিক্ব।

তৃতীয় অবস্থা: মুসলিম ব্যক্তি তাদের সঙ্গে বাহ্যিকভাবে ঐকমত্য পোষণ করবে আর আন্তরিকভাবে তাদের বিরোধিতা করবে। এই তৃতীয় অবস্থাটির দুইটি প্রেক্ষাপট হতে পারে।

প্রথম প্রেক্ষাপট: সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এমনটি করার পিছনে কারণ হল- সে তাদের ক্ষমতাধীন কোনো অঞ্চলে অবস্থানরত। এমন অবস্থায় তারা তাকে মার-পিট করা ও হত্যার হুমকি দিবে। তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য বাহ্যিকভাবে তাদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করা জায়েয হবে যদি তার অন্তর ঈমানের প্রশান্তি দ্বারা পূর্ণ থাকে।

দ্বিতীয় প্রেক্ষাপট: সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাদের ক্ষমতাধীন কোনো অঞ্চলে অবস্থানের কারণে নয়, বরং সম্পদের প্রতি লালসা বা নেতৃত্বের প্রতি আকাংক্ষা বা জন্মভূমির প্রতি টান থাকার কারণে সে এমনটি করেছে। এমন ব্যক্তি মুরতাদ, যে আল্লাহ তা'আলার নি'আমতকে কুফর এর দ্বারা বিনিময় করেছে।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{مَنْ كَفَرَ بِاللَّه مِنْ بَعْد إِيمَانه إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦)} [النحل: ١٠٦].

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনার পরেও কুফর করে – তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে কুফর করতে বাধ্য করা হয় এবং তার হৃদয় ঈমানের উপর অবিচল থাকে – তবে সে যদি নিজের হৃদয়কে কুফরীর জন্য প্রশস্ত করে দেয়, তবে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার গযব পতিত হবে। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" (সূরা আন নাহল: ১০৬)

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ (٢٩)} [إبراهيم: ٢٨ – ٢٩].

"আপনি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহর নি'আমতকে অকৃতজ্ঞতা তথা কুফর দ্বারা পরিবর্তন করেছে এবং স্বজাতিকে তারা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছে, যেই আগুনে তারা প্রবেশ করবে। আর তা কতইনা নিকৃষ্ট ঠিকানা।" (সূরা ইবরাহীম: ২৮-২৯)

أحكام المشرك

মুশরিকের বিধান

মুশরিকের দুনিয়া ও আখেরাতের বিধানসমূহ:

১। দুনিয়াতে মুশরিকের বিধানসমূহ (**أحكام المشرك في الدنيا**):

প্রথম বিধান- মুশরিকের শিরকযুক্ত কোনো আমল ক্ববুল হবে না (**المشرك لا يُقبل منه أي عمل مع الشرك**)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥)} [الزُّمَر: ٦٥].

"আপনার নিকট এবং আপনার পূর্ববর্তীদের নিকট এই মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করেন, তবে আপনার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আপনি চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।" (সূরা আয-যুমার: ৬৫)

দ্বিতীয় বিধান- মুশরিকের সাথে বিবাহ বৈধ নয় (المشرك لا تحل مناكحته)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)} [البقرة: ٢٢١].

"মুশরিক মেয়েদেরকে তোমরা বিবাহ করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। মুসলিম ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও মুশরিক নারী তোমাদেরকে অভিভূত করে। আর (তোমাদের নারীদেরকে) মুশরিক পরুষদের সঙ্গে বিবাহ দিয়োনা, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। মুমিন ক্রীতদাস মুশরিক অপেক্ষা উত্তম, যদিও সে তোমাদের কাছে মোহনীয় লাগে। তারা জাহান্নামের দিকে আহবান করে আর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আদেশ দ্বারা জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন, স্বীয় নিদর্শনাবলী মানুষের জন্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" (সূরা আল বাক্বারাহ:১২১)

তৃতীয় বিধান- মুশরিক ব্যক্তিকে হত্যা করা ও তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা বৈধ (المشرك حلال الدم والمال)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)} [التوبة: ٥].

"অতঃপর পবিত্র মাসগুলো অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানেই (আরবের সীমানায়) পাও, হত্যা কর, বন্দী কর এবং ঘিরে ধর। প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। আর যদি তারা তাওবা করে, ছলাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তাদের রাস্তা ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (সূরা তাওবা: ৫)

চতুর্থ বিধান- মুশরিক ব্যক্তি নাপাক, তার জন্য মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ (المشرك نجس لا يحل له دخول المسجد الحرام)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٨)} [التوبة: ٢٨].

"হে ইমানদারগণ, নিশ্চয় মুশরিকরা অপবিত্র। বিধায় এ বছরের পর আর কখনো তারা যেন মাসজিদুল হারাম এর নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় কর, তবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে - যখন তিনি চান - তোমাদেরকে স্বচ্ছলতা দান করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহা জ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবা: ২৮)

পঞ্চম বিধান- মুশরিক ব্যক্তি মুসলিম ব্যক্তির ওয়ারিস হতে পারবে না এবং মুসলিম ব্যক্তি মুশরিক ব্যক্তির ওয়ারিশ হতে পারবে না (المشرك لا يرث المسلم وعكسه)।

উছামা বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নাবী-ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেন:

«لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافِرُ الْمُسْلِمَ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧٦٤) , ومسلم برقم (١٦١٤).

"মুসলিম কাফেরের ওয়ারিস হতে পারবে না আর কাফেরও মুসলিমের ওয়ারিস হতে পারবে না। মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৬৭৬৪, মুসলিম হা/১৬১৪।

ষষ্ঠ বিধান- মুশরিক ব্যক্তির জবেহকৃত পশু হারাম, তার অভিভাবকত্ব (সন্তান ও দাসদের) বাতিল হয়ে যাবে এবং তার সন্তান লালন-পালনের অধিকার নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। কারণ, সে কাফের (تحرم ذكاة المشرك، وتسقط ولايته، ويسقط حقه في الحضانة؛ لأنه كافر.)।

সপ্তম বিধান- মুশরিক ব্যক্তি মারা গেলে তাকে গোসল করানো যাবে না, তাকে কাফন দেয়া যাবে না, তার জানাযার ছলাত আদায় করা যাবে না, তার জন্য রহমতের দু'আ করা যাবে না, তাকে মুসলিমদের ক্বরে দাফন করা যাবে না এবং তার কোনো ওয়ারিস হবে না। কারণ, সে কাফের (إذا مات المشرك على

الشرك فإنه لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدعى له بالرحمة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث؛ لأنه كافر.) ।

২। আখেরাতে মুশরিকের বিধানসমূহ (أحكام المشرك في الآخرة):

প্রথম বিধান- যদি মুশরিক ব্যক্তি শিরকের উপরে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে কোনোভাবেই ক্ষমা করবেন না (إذا مات المشرك على الشرك فإن الله لا يغفر له) ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (٤٨)} [النساء: ٤٨].

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সঙ্গে শিরক করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না, এছড়া অন্যসকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন যাকে চান। আর যে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার করল, সে মহা অপবাদ আরোপ করল।" (আন নিসা: ৪৮)

দ্বিতীয় বিধান- যদি মুশরিক ব্যক্তি শিরকের উপর মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তার জন্য জান্নাত চিরস্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যাবে (إذا مات المشرك على الشرك فإنها تحرم عليه الجنة تحريماً مؤبداً) ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٧٢)} [المائدة: ٧٢].

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাব্যস্ত করল, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" (আল-মায়িদাহ:৭২)

তৃতীয় বিধান- মুশরিক ব্যক্তি যদি শিরকের উপর মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তার ঠিকানা হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম (إذا مات المشرك على الشرك فمأواه جهنم خالداً فيها أبداً) ।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٦٨)} [التوبة: ٦٨].

"আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার করেছেন মুনাফেক্ব পুরুষ ও মুনাফেক্ব নারী এবং কাফেরদের জন্যে জাহান্নামের অঙ্গীকার করেছেন, যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। এটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ তাদের উপর অভিশাপ করেছেন, তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।" (সূরা আত তাওবা: ৬৮)

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٦١) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (١٦٢)} [البقرة: ١٦١ – ١٦٢].

"নিশ্চয় যারা কুফর করল এবং কাফের থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, মালাইকা-ফেরেশতাদের অভিশাপ এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে, তাদের শাস্তি সামান্য পরিমাণেও লাঘব করা হবে না এবং তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপও করা হবে না।" (সূরা আল বাক্বারাহ: ১৬১-১৬২)

৩-আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম-ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-থেকে বর্ণনা করেন,তিনি বলেন:

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ نِدّاً دَخَلَ النَّارَ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٤٩٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (٩٢).

"যে আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে অন্যকাউকে সমকক্ষকে বানিয়ে তার কাছে প্রার্থনা করে এবং এই বিশ্বাসের উপরেই সে মৃত্যু বরণ করল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৪৪৯৭, মুসলিম হা/৯২।

٣ – النفاق

ইসলাম ভঙ্গের তৃতীয় কারণ: নিফাক্ব

নিফাক্ব (النفاق) বা মুনাফেক্বী হল- বাহ্যিকভাবে নিজেকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করা, আর আন্তরিকভাবে কুফর লালন করা। নিফাক্বকে নিফাক্ব বলা হয় এই জন্য যে, মুনাফিক্ব ব্যক্তি এক রাস্তা দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করে অন্য রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (٦١)} [المائدة: ٦١].

"আর যখন তারা তোমাদের কাছে আসে এবং বলে আমরা ঈমান গ্রহণ করেছি, অথচ তারা কুফর: অন্তরে নিয়ে ইসলামে প্রবেশ করে এবং কুফর: নিয়েই বের হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন যা তারা তাদের হৃদয়ে লুকিয়ে রাখে।" (সূরা আল-মায়িদাহ: ৬১)

নিফাক্বের পরিণাম

নিফাক্ব হল- কুফর এর চেয়েও মারাত্মক ও ভয়াবহ। মুনাফিক্ব ব্যক্তি জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে। কারণ, ইসলাম ও মুসলিম জাতি তাদের দ্বারা ব্যাপক বিপদাপদ ও কঠিন দুর্দশার শিকার হয়ে থাকে।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (١) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٣)} [المنافقون: ١ – ٣].

"যখন মুনাফেক্বরা আপনার কাছে আসে এবং বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন, আপনি তাঁর রসূল এবং

আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফেক্বরা মিথ্যাবাদী। তারা তাদের সাক্ষ্য-শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা দেয়। তারা যা করছে, তা খুবই জঘন্য কাজ।" (সূরা আল মুনাফিক্বূন: ১-৩)

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥)} [النساء: ١٤٥].

"নিশ্চয় মুনাফেক্বরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে এবং আপনি তাদের পক্ষে কোনো সাহায্যকারী খুজে পাবেন না।" (সূরা আন নিসা: ১৪৫)

৩-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٦٧)} [التوبة: ٦٧].

"মুনাফেক্ব নর-নারী একে অপরের সংযুক্ত অঙ্গের ন্যায়, তারা সকলেই খারাপ কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং নিজের হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ায় আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। মুনাফেক্বরা প্রত্যেকেই ফাসেক-নাফরমান।" (সূরা আত তাওবা: ৬৭)

নিফাক্বের প্রকারসমূহ

নিফাক্ব দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: নিফাক্ব আল-আকবার (النفاق الأكبر):

নিফাক্ব আল-আকবার বা বড় নিফাক্ব হল- বাহ্যিকভাবে নিজেকে মুসলিম জাহির করা আর অন্তরে কুফর লালন করা। এটাকে বলা হয় নিফাক্ব আল-ই'তিক্বাদী (النفاق الاعتقادي) বা বিশ্বাসমূলক নিফাক্ব। এটা সেই নিফাক্ব, যা রাসুলুল্লাহ-ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে বিদ্যমান ছিল, যেই নিফাক্বের ধারক-বাহকদের সমালোচনা ও কাফের ঘোষণা দিয়ে ক্বুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। ক্বুরআন তাদের ব্যাপারে আরো সংবাদ দিয়েছে যে, তারা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে। কেননা, তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা এই নিফাক্বের ধারক-বাহকদেরকে শিরকের যে সকল বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন:

من الكفر بالله .. وعدم الإيمان .. والاستهزاء بالدين وأهله .. والسخرية بهم .. والصد عن سبيل الله .. وعداوة المؤمنين .. والكيد لهم .. وتفريق صفوفهم .. وتمزيق وحدتهم.

আল্লাহর সাথে কুফর করা, অবিশ্বাস করা, দীন ও দীনের অনুসারীদের তুচ্ছ জ্ঞান করা, তাদের সাথে ঠাট্টা করা, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় চলতে বাধা প্রদান করা, মুমিনদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা, তাদের সারিবদ্ধতাকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তাদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করা।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (١) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٣)} [المنافقون: ١ – ٣].

"যখন মুনাফেক্বরা আপনার কাছে আসে এবং বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন, আপনি তাঁর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফেক্বরা মিথ্যাবাদী। তারা তাদের সাক্ষ্য-শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা দেয়। তারা যা করছে, তা খুবই জঘন্য কাজ।" (সূরা আল মুনাফিক্বূন: ১-৩)

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٦٦)} [التوبة: ٦٥ – ٦٦].

"আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম আর ঠট্টা-কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর আয়াতসমূহের সাথে এবং তাঁর রসুলের সাথে ঠাট্টা করছ? তোমরা ছলনা করো না, তোমরা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ। তোমাদের

কিছু লোককে আমি ক্ষমা করে দিলেও কিছু লোককে অবশ্যই শাস্তি দিব। কারণ, তারা প্রকৃতপক্ষেই অপরাধী।" (সূরা আত তাওবা: ৬৫-৬৬)

নিফাক্ব আল-আকবার-এর প্রকারসমূহ:

নিফাক্ব আল-ই'তিক্বাদী আট প্রকার:

১- রসূল -ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মিথ্যা ঘোষণা করা।

২- রসূল -ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনিত আংশিক দীনকে মিথ্যা বলা বা অস্বীকার করা।

৩- রসূল -ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি রাগ পোষণ করা।

৪- রসূল -ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনিত আংশিক দীনের প্রতি বিরক্তি পোষণ করা।

৫- রসূল -ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীনের বিজয় দেখে নাখোশ হওয়া।

৬- রসূল -ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীনের অবনতি দেখে খুশী হওয়া।

৭- রসূল -ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেয়া সংবাদকে সত্যায়ন করা ওয়াজিব এই বিশ্বাস না রাখা।

৮- রসূল - ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহিওাসাল্লাম-এর আদেশের আনুগত্য করা ওয়াজিব এই বিশ্বাস না রাখা।

উপরোক্ত বিষয়গুলোসহ আরো যেসকল বিষয়ে ক্বুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, বিষয়টি নিফাক্ব আল-আকবার এর অন্তর্ভুক্ত যা ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী। যার ধারক আল্লাহ ও তার রাসূলের শত্রু ছাড়া কিছুই নয়।

উপরোক্ত আট প্রকার সহ আরো যতপ্রকার ক্বুরআন ও সুন্নাহে বিবৃত হয়েছে — এগুলোর ধারক-বাহকগণ - জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে।

-কুরআনে বর্ণিত মুনাফিক্বদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٦٧)} [التوبة: ٦٧].

"মুনাফেক্ব নর-নারী একে অপরের সংযুক্ত অঙ্গের ন্যায়, তারা সকলেই খারাপ কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং নিজের হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ায় আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। মুনাফেক্বরা প্রত্যেকেই নাফরমান।" (সূরা আত তাওবা: ৬৭)

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥)} [البقرة: ١٣ – ١٥].

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঈমান আনয়ন কর, মানুষ যেভাবে ঈমান আনয়ন করেছে, তারা বলে মূর্খদের ন্যায় ঈমান আনয়ন করব। জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে তারাই মূর্খ, কিন্তু তারা তা জানে না। যখন তারা ইমানদারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তারা বলে আমরা ঈমান আনয়ন করেছি। আর যখন তাদের শয়তানদের সঙ্গে নিরালায় মিলিত হয়, তাদেরকে বলে আমরা তোমাদের সাথে আছি, তাদের সঙ্গে তো আমরা শুধু ঠাট্টা -বিদ্রূপ করছিলাম। বরঙ আল্লাহই তাদের সঙ্গে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি তাদের সীমালঙ্ঘন ও অবাধ্যতার ময়দানে ছেড়ে দিয়েছেন, যেখানে তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকবে।" (সূরা আল বাক্বারাহ: ১৩-১৫)

৩-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢)} [المنافقون: ٢].

“তারা তাদের সাক্ষ্য-শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা দেয়। তারা যা করছে, তা খুবই জঘন্য কাজ।” (সূরা আল মুনাফিক্বূন: ২)

৪-আল্লাহ তা’আলা বলেন:

{وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٤)} [المنافقون: ٤].

“আপনি যখন তাদেরকে লক্ষ করবেন, তাদের শারিরীক ভূষণ আপনাকে বিমোহিত করবে। আর তারা যদি কথা বলে, তবে আপনিও তাদের কথা গুরুত্ব দিয়ে শ্রবণ করবেন; যেন তারা প্রাচীরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলো কাষ্ঠখণ্ড। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সচেতন হোন। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। তারা কোন পথে গমন করছে?” (সূরা আল মুনাফিক্বূন: ৪)

৫-আল্লাহ তা’আলা বলেন:

{إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (٥٠)} [التوبة: ٥٠].

“যদি আপনাকে কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে, তবে তারা ব্যথিত হয়, আর যদি আপনাকে কোনো বিপদ আক্রান্ত করে, তবে তারা বলে আমরা ইতোপূর্বেই আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এ কথা বলে তারা আনন্দে প্রস্থান করে।” (সূরা আত তাওবা: ৫০)

৬-আল্লাহ তা’আলা বলেন:

{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (٥٤)} [التوبة: ٥٤].

“তাদের ছদক্বা ক্ববূল না হওয়ার এ ছাড়া আর কী কারণ আছে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি কুফর: করেছে, তারা ছালাতে আসে অলসতার সহিত এবং তারা দান করে সঙ্কীর্ণমনা হয়ে।” (সূরা আত তাওবা: ৫৪)

৭-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (٥٨)} [التوبة: ٥٨].

"তাদের মধ্যে অনেকে এমনও রয়েছে, যারা আপনাকে ছদক্বা বণ্টনে দোষারোপ করে। যদি তাদেরকে এখান থেকে কিছু দেয়া হয়, তারা খুশী হয়, আর যদি তাদেরকে না দেয়া হয়, তবে তারা মনঃক্ষুণ্ন করে।" (সূরা আত তাওবা: ৫৮)

৮-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (٦٤)} [التوبة: ٦٤].

"মুনাফিক্বরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলিমদের উপর এমন কোনো সূরা নাযিল না হয়, যা তাদের হৃদয়ের সুপ্ত রহস্যকে ফাঁস করে দেয়। আপনি বলুন, তোমরা ঠাট্টা -বিদ্রূপ করতে থাক, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তা প্রকাশ করবেন, যার ব্যাপারে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আছ।" (সূরা আত তাওবা: ৬৪)

৯-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (٦٢)} [التوبة: ٦٢].

"তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের সামনে আল্লাহর নামে শপথ করে, অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূল কে সন্তুষ্ট করা তাদের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ যদি তারা সত্যিকারার্থেই ঈমানদার হয়ে থাকে।" (সূরা আত তাওবা: ৬২)

১০-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: ٧٤].

"তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, তারা বলে নি, অথচ তারা কুফর: কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পরে কুফুরে লিপ্ত হয়েছে। তারা এমন বস্তু অর্জন করতে চেয়েছিল, তা তারা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা কোনো কিছুই আত্মসাৎ করতে পারে নি, বরং আল্লাহ ও তাঁর রসূল অনুগ্রহ বশত যতটুকু

তাদেরকে দান করেছেন, ততটুকুই তারা পেয়েছে। যদি তারা তাওবা করে, তবে এটা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং পৃথিবীতে তাদের কোনো অভিভাবক ও সহযোগী থাকবে না।" (সূরা আত তাওবা: ৭৪)

১১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٩)} [التوبة: ٧٩].

"তারা দোষারোপ করে ঐ সকল মুমিনকে, যারা ছেচ্ছায় নফল ছদক্বা করে এবং যারা স্বীয় পারিশ্রমিক ব্যতীত আর কিছুই উপার্জন করতে পারে না, তাদেরকে নিয়ে তারা ঠাট্টা করে। আল্লাহ তাদের প্রতি উপহাস করেন আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" (সূরা আত তাওবা: ৭৯)

১২-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (٨٦)} [التوبة: ٨٦].

"আর যখন এই মর্মে কোনো সূরা নাযিল হয় যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করো এবং তাঁর রসূলের সাথে একাত্ম হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের সামর্থবান ব্যক্তিরা আপনার নিকট বিদায় নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে এবং বলে, আমাদিগকে অব্যাহতি দিন, আমরা অক্ষমদের সাথে নিষ্ক্রিয়ভাবে থেকে যাব।" (সূরা আত তাওবা: ৮৬)

১৩-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (١٠)} [البقرة: ٩ – ١٠].

"তারা আল্লাহকে ও ইমানদারদের সাথে প্রতারণা করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের সাথেই প্রতারণা করছে। তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি, যেই ব্যাধি আল্লাহ তা'আলা আরো অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য

রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি তাদের মিথ্যা বলার কারণে।" (সূরা আল বাক্বারাহ: ৯-১০)

দ্বিতীয় প্রকার: নিফাক্ব আল-আছগার (**النفاق الأصغر**):

নিফাক্ব আল-আছগার হল- অন্তরে ঈমান থাকাকালীন মুনাফেক্বীর কোনো একটি কাজ সংঘটিত করা। এটাকে নিফাক্ব আল-আ'মালী (**النفاق العملي**) বলা হয়, যার সুস্পষ্ট বর্ণনা নাবী কারীম-ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। এই নিফাক্ব আল-আছগার দীন থেকে বহিষ্কার করে না। কিন্তু এটা দীন থেকে বহিষ্কার হওয়ার মাধ্যম। এই নিফাক্বের ধারকের মাঝে ঈমান ও নিফাক্ব দুটিই বিদ্যমান থাকে। তবে এই নিফাক্বের পরিমাণ বেশী হলে তা প্রকৃত মুনাফেক্ব হওয়ার কারণ হতে পারে।

নিফাক্ব আল-আছগার এর ভিত্তিসমূহ

নিফাক্ব আল-আছগার এর মুলভিত্তি হল পাঁচটি:

إذا حدث كذب .. وإذا عاهد غدر .. وإذا وعد أخلف .. وإذا خاصم فجر .. وإذا اؤتمن خان.

যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। চুক্তি করে তা ভঙ্গ করে। অঙ্গীকার করে তা পূরণ করে না। বিতর্কে লিপ্ত হলে গালিগালাজ করে। আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে।

১-আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম-ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافقاً خَالصاً، وَمَنْ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ منْهُنَّ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ منَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَا اؤْتُمنَ خَانَ، وَإذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإذَا خَاصَمَ فَجَرَ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٣) , ومسلم برقم (٥٩).

"এমন চারটি স্বভাব, যেগুলো কোনো ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া গেলে সে নিরেট মুনাফেক্ব বলে বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে এই চারটি স্বভাবের কোনো একটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে, তার মধ্যে নিফাক্বের একটি অন্যতম স্বভাব বিদ্যমান

বলে বিবেচিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে উক্ত স্বভাব পরিত্যাগ না করবেঃ যখন তার নিকট কোনো বস্তু আমানত রাখা হয়, সে তার খিয়ানত করে। যখন সে কথা বলে, মিথ্যা কথা বলে। অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে। বিতর্কে লিপ্ত হলে গালিগালাজ করে।"

২। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম-ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেন:

«آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (٥٨).

"মুনাফেক্বের আলামত তিনটি, যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে। কোনো বস্তু তার কাছে আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে।"

নিফাক্ব আল-আছগার ও আল-আকবার এর মাঝে পার্থক্য

নিফাক্ব আল-আছগার ও আল-আকবার এর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যসমূহ:

১-নিফাক্ব আল-আকবার দীন থেকে বহিষ্কার করে দেয়, কিন্তু নিফাক্ব আল-আছগার দীন থেকে বহিষ্কার করে না।

২-নিফাক্ব আল-আকবার এর ধারক চিরস্থায়ী জাহান্নামী, পক্ষান্তরে নিফাক্ব আল-আছগার এর ধারক চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়।

৩-নিফাক্ব আল-আকবার মুমিন থাকা অবস্থায় সংঘটিত হতে পারে না, কিন্তু নিফাক্ব আল-আছগার মুমিন থেকেও সংঘটিত হতে পারে।

৪-নিফাক্ব আল-আকবার হল- নিয়্যাতের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ও আন্তরিক অবস্থার ভিন্নতা। পক্ষান্তরে নিফাক্ব আল-আছগার হল- আ'মলের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ও আন্তরিক অবস্থার ভিন্নতা।

৫-নিফাক্ব আল-আকবার এর ধারক এর ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই তাওবা নছীব হয় না। পক্ষান্তরে নিফাক্ব আল- আছগার এর ধারক কখনো কখনো তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসে, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন।

মুনাফিক্বদের অস্তিত্ব

মুনাফিক্বরা সর্বযুগে সর্বস্থানে বিদ্যমান থাকে। তারা সংখ্যায় অধিক হয়, তাদের আবির্ভাব বেশী হয় যখন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি লাভ করে এবং তারা ইসলামের সাথে মুখোমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে না। ফলে তারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে দেখায়, যাতে করে অভ্যন্তরীণভাবে তারা সংঘর্ষ ও চক্রান্তে লিপ্ত হতে পারে। আর মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। এমনিভাবে তারা ইসলামকে জাহির করে কুফরকে আন্তরিকভাবে লালন করে, যাতে করে তারা মুসলিমদের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা সহকারে। তারা প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বেশে যেমন: সরদার, আমীর, আলেম, আবেদ, ব্যবসায়ী ও ডাক্তারদের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের ভয়াবহ আশঙ্কা ও দুর্দশার কারণেই আল্লাহ তা'আলা ক্বুরআনুল কারীমে তাদের পর্দা উঠিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের রহস্য উন্মোচন করেছেন। স্বীয় বান্দাদের সামনে তিনি তাদের বৈশিষ্ট্য ও কার্যক্রমগুলি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তারা তাদের থেকে সাবধান থাকতে পারে এবং তাদের বিষয়ে স্পষ্ট দলীলের উপর অবিচল থাকতে পারে। তারা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু, সর্বাধিক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারী এবং সর্বোচ্চ ধোঁকাবাজ ও প্রতারক। তারা নিজেদেরকে কখনো জাহির করে, আবার কখনো আত্মগোপন করে থাকে। তারা সংখ্যায় কখনো বেশী হয়, আবার কখনো কম হয়। আল্লাহ তা'আলাই তাদের কার্যক্রমের ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (٣٠)} [محمد: ٣٠].

"আমি যদি চায়, তবে তাদের চেহারা আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারি, ফলে আপনি তাদেরকে তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারতেন। তবে আপনি অবশ্যই তাদেরকে কথার ভঙ্গিতে চিনতে পারবেন। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আমল সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত আছেন।" (সূরা মুহাম্মাদ: ৩০)

حكم المنافقين

মুনাফিক্বদের বিধান

১। ঐ সকল মুনাফেক্বরা যারা ইসলাম প্রকাশ করে আর অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখে (নিফাক্ব আল-আকবার)- দুনিয়াতে তাদের বিধান: মুসলিমদের বিধানের ন্যায়।

আখেরাতে তাদের বিধান: আখেরাতে তাদের সমস্ত আমল বাতিল ও অকার্যকর সাব্যস্ত হবে, তারা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٦)} [النساء: ١٤٥ – ١٤٦].

"নিশ্চয় মুনাফেক্বরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে এবং আপনি তাদের পক্ষে কোনো সাহায্যকারী খুজে পাবেন না।তবে তাদের মধ্যে যারা তাওবা করবে, আল্লাহকর রজ্জু শক্তকরে আঁকড়ে ধরবে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য তাদের দীন পালন করবে, তারা মুমিনদের সঙ্গেই অবস্থান করবে(জান্নাতে)। আর আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তাদেরকে মহা প্রতিদান দ্বারা ভূষিত করবেন।" (সূরা আন নিসা: ১৪৫-১৪৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (٢٨)} [محمد: ٢٨].

"এই শাস্তি তাদেরকে এই জন্যই প্রদান করা হবে যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে রাগান্বিত করে এমন বিষয়ের অনুকরণ করে এবং তারা আল্লাহত সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে এই অপরাধ তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছে।" (সূরা মুহাম্মাদ: ২৮)

২। নিফাক্ব আল-আছগার এর ধারকদের বিধান:

তাদের মধ্যে দুনিয়াতে যারা তাওবা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যারা দুনিয়াতে তাওবা করবে না, তাদের বিধান হল কাবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ও একত্ববাদে বিশ্বাসী মুমিনদের ন্যায়, যাদেরকে গুনাহের পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তি দেয়ার পরে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে। আবার কখনো আল্লাহ তা'আলা শুরুতেই ক্ষমা করে দিবেন, ফলে তাদেরকে জাহান্নামেই যেতে হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (٤٨)} [النساء: ٤٨].

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সঙ্গে শিরক করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না, এছড়া অন্যসকল গুনাহ যাকে ইচ্ছা করবেন ক্ষমা করে দিবেন । আর যে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার করল, সে মহা অপবাদ আরোপ করল।" (সূরা আন নিসা: ৪৮)

মুনাফিক্বদের শাস্তি

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥)} [النساء: ١٤٥].

"নিশ্চয় মুনাফেক্বরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে এবং আপনি তাদের পক্ষে কোনো সাহায্যকারী খুজে পাবেন না।" (সূরা আন নিসা: ১৪৫)

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٦٨)} [التوبة: ٦٨].

"আল্লাহ তা'আলা মুনাফেক্ব পুরুষ ও মুনাফেক্ব নারী এবং কাফেরদের জন্যে জাহান্নামের অঙ্গীকার করেছেন, যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। এটাই

তাদের জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ তাদের উপর অভিশাপ করেছেন, তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।" (সূরা আত তাওবা: ৬৮)

৩-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٣٨) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (١٣٩)} [النساء: ١٣٨ – ١٣٩].

"মুনাফেক্বদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন যে, তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। যারা মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে। তারা কি তাদের কাছে মর্যাদা তালাশ করে? জেনে রাখ, নিশ্চয় সমস্ত মর্যাদার একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা।" (সূরা আন নিসা: ১৩৮-১৩৯)

৪-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٦)} [الفتح: ٦].

"যাতে করে তিনি মুনাফেক্ব ও মুশরিক নর-নারীদেরকে শাস্তি দিতে পারেন, যারা আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণ করে। তাদের প্রতি অনিষ্টকারী দূর্যোগ আপতিত হোক। আল্লাহ তা'আলার গযব ও লা'নত তাদের উপর আপতিত হোক। তিনি তাদের জন্য জাহান্নাম ধার্য করেছেন, যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা।" (সূরা আল ফাতাহ: ৬)

٤ – الردة

ইসলাম ভঙ্গের চতুর্থ কারণ: রিদ্দাহ বা দীনত্যাগ

রিদ্দাহ-এর সংজ্ঞা: রিদ্দাহ হল- ইসলাম গ্রহণ করার পরে কুফুরে লিপ্ত হওয়া।

মুরতাদ-এর সংজ্ঞা: মুরতাদ হল- যে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের পর আবার কুফুরে লিপ্ত হয় বা কুফুরের পথে ফিরে যায়।

أقسام الردة

রিদ্দাহ-এর প্রকারসমূহ

ইসলাম ভঙ্গকারী যেকোনো কারণই আবশ্যকীয়ভাবে রিদ্দাহ বা দীনত্যাগের পরিণাম ডেকে আনে। ইসলাম ভঙ্গকারী কারণটি কোনো কথা বা কোনো কাজ বা কোনো আক্বীদাগত বিশ্বাস বা কোনোপ্রকার সন্দেহ যেকোনোটিই হতে পারে।

রিদ্দাহ ইসলাম ভঙ্গকারী কারণসমূহের মধ্যে – নিম্নে বর্ণিত - যেকোনো একটি কারণে লিপ্ত হওয়ার দ্বারাই সংঘটিত পারে:

প্রথম কারণ: আক্বীদাগত বিশ্বাসের দ্বারা রিদ্দাহ বা দীনত্যাগ (الردة بالاعتقاد)।

এটা সংঘটিত হতে পারে নিম্নেবর্ণিত যেকোনো একটি কারণে:

- আল্লাহর কোনো অংশীদার আছে বলে বিশ্বাস করা।
- অথবা আল্লাহ তা'আলা ফক্বীর বা জালেম মনে মনে এমন বিশ্বাস লালন করা।

- ❖ অথবা রব ও ইলাহ বলতে কিছু নেই, পুনরুত্থান ও হাশর বলতে কিছু নেই, জান্নাত-জাহান্নাম বলতে কিছু নেই, ছ্বওয়াব-শাস্তি বলতে কিছু নেই এমন বিশ্বাস পোষণ করা।
- ❖ অথবা রসূলগণকে অবিশ্বাস করা বা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাবসমূহকে অস্বীকারমূলক কোনো বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করা।
- ❖ অথবা মুহাম্মাদ-ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সত্যবাদী নন বা তিনি শেষ নাবী নন এমন বিশ্বাস পোষণ করা।
- ❖ অথবা দীনের কোনো বিষয়ে রাগ-গোস্বা পোষণ করা যদিও উক্ত বিষয়ের প্রতি আমল করা হয়।
- ❖ অথবা দু'আতে আল্লাহ তা'আলার সাথে গায়রুল্লাহকেও -যেমন: কোনো মালাক-ফেরেশতা বা নাবী বা গাছ বা পাথর বা জ্বীন অথবা অন্যান্য যেসকল বস্তু শয়তান সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করে অনেক আদম সন্তানের সম্মুখে - আহবান করা যাবে এমন বিশ্বাস পোষণ করা।
- ❖ অথবা আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত শরীয়াহ-এর পরিবর্তে অন্য কোনো শারীয়াহ দ্বারা বিধান দেয়া জায়েয এমন বিশ্বাস পোষণ করা।
- ❖ অথবা ইসলামেরে রুকনসমূহ ওয়াজিব বা আবশ্যক নয় এমনটি পোষণ করা।
- ❖ অথবা কুফর, শিরক, নিফাক্ব ও যুলুম করা জায়েয আছে, যে এটা করতে চায়।
- ❖ অথবা সুদ, ব্যভিচার, মদ পান ও অশ্লীল কর্মকাণ্ডসমূহ জায়েয মনে করা।
- ❖ অথবা পানি, রুটি ও এই জাতীয় বস্তুগুলোকে হারাম মনে করা, যেগুলোর ওয়াজিব হওয়া বা হালাল হওয়া বা হারাম হওয়া অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং উক্ত আক্বীদাহ পোষণকারী ব্যক্তি এই বিষয়ে অজ্ঞাত নন।

তাহলে এগুলো সবই কুফর ও ইসলাম থেকে স্থানান্তর বলে বিবেচিত হবে। আর এগুলো হল দীনত্যাগের সবচেয়ে বড় প্রকার। বিধায়, যে ব্যক্তি উপরোক্ত কোনো একটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে কাফের মুরতাদ (দীনত্যাগী

কাফের) হয়ে যাবে। তার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে, তার ঠিকানা জাহান্নাম যদি সে তাওবা না করেই মৃত্যুবরণ করে।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন;

{وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)} [البقرة: ٢١٧].

"আর তোমাদের মধ্যে থেকে যারা স্বীয় দীন পরিত্যাগ করবে, অতঃপর কাফের হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, তারা হল জাহান্নামের বাসিন্দা, তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী।" (সূরা আল বাক্বারাহ: ২১৮)

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন;

{إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (٢٥)} [محمد: ٢٥].

"নিশ্চয় যাদের সামনে হেদায়েত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও তারা দীনকে পৃষ্ঠে ফেলে চলে গেছে, তাদেরকে শয়তান অবশ্যই কুমন্ত্রণা প্রদান করেছে এবং মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছে।" (সূরা মুহাম্মাদ: ২৫)

৩-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)} [النساء: ٦٥].

"আপনার রবের শপথ, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাঝে ঘটে যাওয়া বিবাদগুলোর মীমাংসা করার ক্ষেত্রে আপনাকে তারা বিচারক হিসেবে মেনে নিয়ে তাদের হৃদয়ে কোনোপ্রকার সঙ্কীর্ণতা অনুভব না করে এবং আপনার সিদ্ধান্তকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করে না নেয়।" (সূরা আন নিসা: ৬৫)

দ্বিতীয় কারণ: সন্দেহ পোষণ করার দ্বারা রিদ্দাহ বা দীনত্যাগ (الردة بالشك):

এটা সংঘটিত হতে পারে নিম্নেবর্ণিত যেকোনো একটি কারণে: ইতোপূর্বে বর্ণিত সবগুলো বিষয়ে বা কিছু বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা। যেমন:

- ❖ কেউ শিরক ও যুলুম হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করল
- ❖ বা সুদ, ব্যভিচার ও মদ পান হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করল
- ❖ বা ছলাত ও যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করল
- ❖ বা পানি ও রুটি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করল
- ❖ বা আল্লাহর কিতাবসমূহের যথার্থতা ও সঠিকতার ব্যাপারে সন্দেহ করল
- ❖ বা তার রসূলগণের ব্যাপারে সন্দেহ করল
- ❖ বা ইসলাম ও তা শাশ্বত হওয়া ও সর্বযুগে উপযোগী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করল।

আর সন্দেহের দৃষ্টান্ত হল: এমন কথা বলা, যেমন: আমি জানি না যে, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব বাস্তবিক না অবাস্তব?

আমি জানি না যে, রসূল সত্য না মিথ্যা?

আমি জানি না যে, পুনরুত্থান সত্যিই সংঘটিত হবে কি-না?

আমি জানি না যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য না মিথ্যা?

আমি জানি না যে, রসূল -ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- শেষ নাবী কি-না?

অথবা এমন কথা বলা: ছলাত ওয়াজিব কি-না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে? ইত্যাদি।

উক্ত সন্দেহগুলো কুফর আল-আকবার এবং রিদ্দাহ দীনত্যাগের শামিল। বিধায় যে উপরের কোনো একটি বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করল, সে মুরতাদ কাফের (দীনত্যাগী কাফের) বলে বিবেচিত হবে। তার সমস্ত আমল বাতিল বলে গণ্য হবে। ক্বিয়ামতের দিবসে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম যদি তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করে।

তবে আকস্মিকভাবে হৃদয়ে উদ্ভূত হওয়া ওয়াসওাসা এটা ঈমানের জন্য ক্ষতিকর নয় যদি মুসলিম ব্যক্তি তা দমন করে, তার কাছে নিজেকে সপে না দেয় এবং তার তার হৃদয়ে সেই ওয়াসওয়াসাকে স্থায়ী হতে নাদেয়। তার জন্য ওয়াজিব হল- আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা, নিজের মনে চলমান

ওয়াসওয়াসা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং এই কথা বলা: আমি আল্লাহ ও তার রসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (٤٥)} [التوبة: ٤٥].

"আপনার কাছে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে ঐ সকল লোক, যারা আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং তাদের হৃদয় সন্দেহপ্রবণ, ফলে তারা তাদের সংশয়ের মাঝেই সিদ্ধান্তহীনভাবে চলতে থাকুক।" (সূরা আত তাওবা: ৪৫)

২-আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٥٢٨) , ومسلم برقم (١٢٧)، واللفظ له.

"আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ঐ সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, যেগুলো তাদের মনে খারাপ ভাবনার উদ্রেকের দ্বারা সংঘটিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উক্ত কথা মুখে উচ্চারণ না করে অথবা উক্ত কাজ সংঘটিত না করে।"

৩-আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢٧٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٤).

"শয়তান তোমাদের কারো কাছে এসে প্রথমে বলবে, এটা কে সৃষ্টি করেছে, এটা কে সৃষ্টি করেছে, এমনকি এক পর্যায়ে সে বলে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? যদি তোমাদের কেউ এই পর্যায়ে উপনীত হয়, তবে সে যেন আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এমন ভাবনা থেকে বিরত হয়।"

৪-আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ-ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেন:

«إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ فَيَقُولُ: اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: اللهُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ» صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٨٣٧٦) , وهذا لفظه، ومسلم برقم (١٣٤)

"শয়তান তোমাদের কারো নিকট প্রথমে এসে বলে আসমান কে সৃষ্টি করেছে? সে উত্তরে বলে মহান আল্লাহ তা'আলা। অতঃপর সে প্রশ্ন করে কে যমীন সৃষ্টি করেছে? তখন সে উত্তরে বলে আল্লাহ তা'আলা। অতঃপর সে বলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? তোমাদের কারো মনে এমন প্রশ্নের উদ্রেক হলে সে যেন তৎক্ষণাৎ বলে আমি আল্লাহ ও তার রসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম।

তৃতীয় কারণ: কথার দ্বারা রিদ্দাহ বা দীনত্যাগ (الردة بالقول):

এটা সংঘটিত হয় নিম্নেবর্ণিত বিষয়গুলো দ্বারা:

- আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেয়া বা তার রসূলগণকে গালি দেয়া বা তার মালাইকা-ফেরেশতাদেরকে গালি দেয়া বা তার কিতাবসমূহকে গালি দেয়া
- বা গায়রুল্লাহের নিকট দু'আ করা বা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যকেউ করতে সক্ষম নয় এমন ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহ-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা
- বা নাবী হওয়ার দাবী করা বা নাবী হওয়ার দাবিদারকে সত্যায়ন করা
- অথবা দীন বা দীনের কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করা বা ছাহাবাগণকে অথবা কোনো একজন ছাহাবীকে গালি দেয়া।
- অথবা বাহ্যিকভাবে হারাম বিষয়গুলো যেমন: সুদ, ব্যাভিচার, মদ ও এ জাতীয় বিষয়গুলোর হারাম হওয়াকে অস্বীকার করা।

❖ অথবা বাহ্যিকভাবে ওয়াজিব এমন বিষয়গুলো যেমন:ছুলাত, যাকাত, ছীয়াম, হজ্ব ও এ জাতীয় বিষয়গুলোর ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করা অথচ তার মত ব্যক্তির এগুলো অজানা থাকার কথা নয়।

যে এমন ও এই জাতীয় কথা-বার্তা বলে, সে কাফের ইসলাম ধর্মকে পরিত্যাগকারী। তার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে। তার ঠিকানা জাহান্নাম যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٦)} [الزُّمَر: ٦٥ – ٦٦].

"আপনার নিকট এবং আপনার পূর্ববর্তীদের নিকট এই মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করেন, তবে আপনার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আপনি চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। বিধায় একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করুন এবং শুকরিয়া আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।" (সূরা আয-যুমার: ৬৫-৬৬)

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [الأنعام: ٩٣].

"ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় অন্যায়কারী আর কে হতে পারে যে, আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে অথবা এই কথা বলে যে, আমার কাছে অহী এসেছে, অথচ তাঁর কাছে কোনো অহীই আসেনি অথবা এই কথা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা যেরূপ আয়াত নাযিল করেছেন, ঠিক তদ্রূপ আয়াত আমিও নাযিল করব।" (সূরা আল আন'আম: ৯৩)

৩-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (١٧)} [يونس: ١٧].

ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে, আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। নিশ্চয় অপরাধীরা সফল হয় না।" (সূরা ইউনুস: ১৭)

৪-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (٣٢)} [الزُّمَر: ٣٢].

"ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে, আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং সত্য তার নিকট আসার পরেও সেটাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। জাহান্নাম কি কাফেরদের ঠিকানা নয়?" (সূরা আয যুমার: ৩২)

৫-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: ٦٥ – ٦٦].

"আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম আর ঠাট্টা-কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর আয়াতসমূহের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছ? তোমরা ছলনা করো না, তোমরা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ। তোমাদের কিছু লোককে আমি ক্ষমা করে দিলেও কিছু লোককে অবশ্যই শাস্তি দিব। কারণ, তারা প্রকৃতপক্ষেই অপরাধী।" (সূরা আত তাওবা: ৬৫-৬৬)

চতুর্থ কারণ: কার্যক্রমের দ্বারা রিদ্দাহ বা দীনত্যাগ (الردة بالفعل):

কার্যক্রমের দ্বারা দীনত্যাগ নিম্নেবর্ণিত বিষয়গুলোর দ্বারা হতে পারে।

- ❖ গাছপালা, পাথরসমূহ ও অন্যান্য বস্তুর দ্বারা তৈরী মূর্তির পূজা করা।
- ❖ ক্বরের উপর সেজদাহ করা, ক্বরের উপর তাওয়াফ করা,
- ❖ গায়রুল্লাহের উদ্দেশ্যে জবেহ করা,
- ❖ মুছ্হাফ তথা ক্বুরআন মাজীদকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, ক্বুরআন মাজীদকে অবমাননা করে তার উপর বসা,

- ❖ আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত শারীয়াহ ব্যতীত অন্যকোনো শারীয়াহ দ্বারা বিধান দেয়া।
- ❖ যাদু শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া, মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগীতা করা, আল্লাহ তা'আলার দীন থেকে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়া যে, তা শিক্ষা করা ও তার উপর আমল করা হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা, হারাম বিষয়গুলোকে বৈধ মনে করা এবং ছলাত পরিত্যাগ করা ইত্যাদি।

যে এই বিষয়গুলো বা এ জাতীয় কার্যক্রম সাধন করবে, সে ইসলাম পরিত্যাগকারী কাফের। তার সকল আমল বাতিল বলে গণ্য হবে। তার ঠিকানা জাহান্নাম হবে যদি মৃত্যুকালীন তাওবা তার নাছীব না হয়।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥)} [الزُّمَر: ٦٥].

"আপনার নিকট এবং আপনার পূর্ববর্তীদের নিকট এই মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করেন, তবে আপনার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আপনি চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা আয যুমার: ৬৫)

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)} [المائدة: ٤٤].

"আর যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার না করে, সে কাফের।" (সূরা আল-মায়িদাহ:৪৪)

৩-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١)} [المائدة: ٥١].

"হে ইমানদারগণ, তোমরা ইয়াহুদী ও নাছারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে,

সে তাদেরই দলভুক্ত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না।" (সূরা আল মায়িদাহ:৫১)

৪-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} [البقرة: ١٠٢].

"তারা এমন শাস্ত্রের অনুসরণ করে, যা সুলায়মান – আলাইহিস সালাম – এর রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান – আলাইহিস সালাম – কুফর করেননি, কিন্তু শয়তানরা কুফর করেছে, যারা মানুষকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত।" (সূরা আল বাক্বারাহ: ১০২)

৫-জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূল -ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি:

«إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ». أخرجه مسلم برقم (٨٢).

"ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো ছ্বলাত পরিত্যাগ করা।" ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮২।

রিদ্দাহ বা দীনত্যাগের সবচে ভয়াবহ প্রকার

রিদ্দাহ বা দীনত্যাগ কথার দ্বারা হতে পারে, কাজের দ্বারা হতে পারে, আক্বীদাগত বিশ্বাসের দ্বারা হতে পারে এবং সন্দেহ পোষণ করার দ্বারাও হতে পারে। তবে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ও সাংঘাতিক প্রকার হল – যা উপরোক্ত প্রকারগুলোর সমস্ত উপকরণের সমন্বয়ক, অপরাধের দিক থেকে সবচেয়ে জঘন্য এবং শাস্তির দিক থেকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর –তা হলো ঐ ব্যক্তির বিশ্বাস, যে বিশ্বাস করে বা ধারনা করে যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যান্য মূর্তিদেরও ইবাদত করা জায়েয আছে, সে কাফের। যদি এই বিশ্বাসের কথা সে মুখ দিয়ে বলে, তবে সে কথা ও আক্বীদাগত বিশ্বাস উভয়টির দ্বারাই কাফের সাব্যস্ত হবে। আর যদি গায়রুল্লাহের ইবাদত করে, তবে কথা, কাজ ও আক্বীদাগত বিশ্বাস এই সবগুলো উপকরণের দ্বারাই সে কাফের সাব্যস্ত হবে। এসকল প্রকারের মধ্যে রয়েছে ক্বর পূজারীদের কার্যক্রম। যেমন: মৃতব্যক্তির

নিকট প্রার্থনা করা, তাদের কাছে কোনো প্রকার সাহায্য চাওয়া এবং – রসূল - ছল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ববরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে – কিছু অজ্ঞ মুসলিমের এমন কথা বলা: হে আল্লাহর রসূল , আমাকে আরোগ্য দান করুন, হে আল্লাহর রসূল, আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রদান করুন। অনেক মুসলিম বহুদূর থেকে নিজ দেশে বসে ডাকেন এবং বলতে থাকেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, আমার প্রার্থনায় সাড়া দিন। ইয়া রাসুলাল্লাহ, মাদাদ মাদাদ। আল্লাহর রসূল হলেন একজন রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। আল্লাহ তা'আলা তাকে যতটুকু গায়েবের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশী জানেন না। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত তিনি নিজের কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারেন না। এগুলো সবই হল বিশ্বাস, কথা ও কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট শিরক। আমরা আল্লাহর নিকট এগুলো থেকে নিরাপত্তা ও মুক্তি কামনা করছি।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٦)} [الزُّمَر: ٦٥ – ٦٦].

"আপনার নিকট এবং আপনার পূর্ববর্তীদের নিকট এই মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করেন, তবে আপনার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আপনি চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। বিধায় একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করুন এবং শুকরিয়া আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।" (সূরা আয-যুমার: ৬৫-৬৬)

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١٨٨)} [الأعراف: ١٨٨].

"বলুন, আমি নিজের ক্ষতি ও উপকার কোনোটারই মালিক নয়, তবে আল্লাহ যদি চান। যদি আমি অদৃশ্যের জ্ঞান আহরণ করতে পারতাম, তবে আমি অধিক পরিমাণে কল্যাণ হাছিল করতে পারতাম এবং আমাকে কোনোঙ্গকল্যাণ স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র ভিতীপ্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দাতা ঐ জাতির জন্য, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে।" (সূরা আল আ'রাফ: ১৮৮)

মুরতাদ-এর সাথে কী আচরণ করা হবে

যদি কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে, তবে তাকে দীনের দিকে আহবান করা হবে, দীন গ্রহণ করার জন্য উৎসাহ দেয়া হবে এবং সে যেন তাওবা করে, সেই লক্ষ্যে তাকে তাওবা করার প্রস্তাব পেশ করা হবে। যদি সে তাওবা করে, তবে সে মুসলিম হিসেবেই বিবেচিত হবে। আর যদি তাওবা না করে কুফর ও দীনত্যাগের উপরেই অটল থাকে, তবে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করা হবে কুফর এর জন্য, হদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয়।

১-ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূল -ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- বলেন:

«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». أخرجه البخاري برقم (٣٠١٧).

"যে ব্যক্তি স্বীয় দীনকে (ইসলাম) পরিত্যাগ করে, তাকে হত্যা করে দাও। বুখারী হা/৩০১৭।

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: مَا لِهَذَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ – صلى الله عليه وسلم –. متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٥٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٨٢٤) في الإمارة.

২-আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর ইহুদী ধর্মে প্রবেশ করল, তখন মু'আয বিন জাবাল সেখানে আগমন করলেন – এমন অবস্থায় উক্ত দীনত্যাগী আবু মূসার নিকট উপস্থিত ছিল – অতঃপর বললেন, এই ব্যক্তির কী হয়েছে? তিনি বললেন, ইসলাম গ্রহণের পর ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছে। তিনি বললেন, আমি – আল্লাহ ও তার রসূল -ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে – তাকে হত্যা করা পর্যন্ত বসতে পারব না।"

মুরতাদ-এর তাওবা করার পদ্ধতি

যার দীনত্যাগ সংঘটিত হয়েছে কোনো বিধান অস্বীকার করার কারণে, তাকে তাওবা করতে হবে দু'টি বিষয়ে (তাওহীদ ও রিসালাত-কালিমা শাহাদাত) সাক্ষ্য দেয়ার পাশাপাশি অস্বীকারকৃত বিষয়টির স্বীকৃতি দিতে হবে এবং ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে নিতে হবে।

মুরতাদ-এর বিধান

১-মুরতাদ প্রকৃত কাফের থেকেও অত্যাধিক নিকৃষ্ট কাফের; কারণ, সে সত্য জেনেও তা পরিত্যাগ করেছে।

২-রিদ্দাহ দীন থেকে বহিষ্কারকারী, সকল আমলকে বাতিলকারী এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার কারণ, যদি তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করে।

৩-যদি মুরতাদ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় বা তাওবা না করেই মৃত্যুবরণ করে, তবে সে কাফের। তাকে গোসল দেয়া যাবে না, কাফন দেয়া যাবে না, তার জানাযার ছলাত আদায় করা যাবে না, তাকে মুসলিমদের ক্বরে দাফন করা যাবে না এবং তার জন্য দু'আ করা যাবে না।

৪-মুরতাদ স্বামী ও তার মুসলিম স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে; কেননা, উক্ত স্ত্রী কাফেরের জন্য হালাল হবে না। আর যখন স্ত্রী মুরতাদ হয়ে যাবে, স্বামী তার স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। কারণ, মুসলিম কাফেরদের সম্পর্কের রশি আটকে রাখতে পারবে না। তবে মুরতাদ ব্যক্তি তাওবা করার পরে স্বীয় স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইদ্দাত (মহিলাদের ঋতু শেষ হওয়ার মেয়াদ) শেষ না হয়। আর যদি তার ইদ্দাতের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং তার স্বামী তাকে ফিরিয়ে না নিয়ে আসে, তবে উক্ত মহিলা নিজেই নিজের মালিক হয়ে যাবে অর্থাৎ নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। উক্ত মহিলা সংশ্লিষ্ট পুরুষের জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নতুনভাবে আক্বদ (নতুন বিবাহ চুক্তি) ও নতুন মোহরানার ব্যাপারে রাজি না হবে।

৫-মুরতাদ-এর নিকট তাওবা ত্বলব করাকালীন তার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে তাকে বাধা দেয়া হবে। অতঃপর যদি সে ইসলাম ক্বুবুল করে, তবে উক্ত সম্পদ তার মালিকানায় চলে যাবে। আর যদি স্বীয় দীনত্যাগের উপর অটল

থাকে, তবে তার সকল সম্পত্তি ফাই (যুদ্ধ ব্যতিরেকে শত্রুপক্ষ থেকে অর্জিত সম্পদ) হিসেবে মুসলিম সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করা হবে।

৬-মুরতাদ ব্যক্তি কাফের, সে তার মুসলিম আত্মীয়দের ওয়ারিস হতে পারবে না, তারাও তার ওয়ারিস হতে পারবে না। কেননা, কাফের মুসলিমের ওয়ারিস হতে পারে না।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন;

١ – قال الله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)} [البقرة: ٢١٧].

"আর তোমাদের মধ্যে থেকে যারা স্বীয় দীন পরিত্যাগ করবে, অতঃপর কাফের হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, তারা হল জাহহান্নামের বাসিন্দা, তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী।" (সূরা আল বাক্বারাহ: ২১৮)

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (١٣٧)} [النساء: ١٣٧].

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনার পর কুফর অবলম্বন করে, অতঃপর পুনরায় ঈমান আনার পর আবারো কুফর অবলম্বন করে, অতঃপর অধিক পরিমাণে কুফরে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমাও করবেন না এবং তাদেরকে হিদায়েতের রাস্তাও দেখাবেন না।" (সূরা আন নিসা: ১৩৭)

৩-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (٨٤)} [التوبة: ٨٤].

"তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে কখনই তার জানাযার ছলাত আদায় করবেন না, তার ক্ববরের নিকটেও দাঁড়াবেন না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি কুফর: করেছে এবং ফাসেক্ব হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।" (সূরা আত-তাওবা: ৮৪)

৪-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)} [البقرة: ٢٢١].

"আর (তোমাদের নারীদেরকে) মুশরিক পরুষদের সঙ্গে বিবাহ দিয়োনা, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। মুমিন ক্রীতদাস মুশরিক অপেক্ষা উত্তম, যদিও সে তোমাদের কাছে মোহনীয় লাগে। তারা জাহান্নামের দিকে আহবান করে আর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আদেশ দ্বারা জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন, স্বীয় নিদর্শনাবলী মানুষের জন্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" (সূরা আল বাক্বারাহ: ১২১)

৫-উসামা বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম-ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلاَ يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧٦٤) , ومسلم برقم (١٦١٤).

"মুসলিম কাফেরের ওয়ারিস হতে পারে না এবং কাফের মুসলিমের ওয়ারিস হতে পারে না।" মুসলিম হা/১৬১৪।

মুরতাদের হত্যা বিধিসম্মত হওয়ার হিকমাহ

ইসলাম হল জীবন চলার একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ, মানুষের সমস্ত প্রয়োজন ও চাহিদার পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপক, স্বভাব ও বিবেকের পূর্ণাঙ্গ সমর্থক, দলীল ও শক্তিশালী প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মানব জীবনে সর্বোচ্চ নি'আমত। যে এই দীনে প্রবেশ করার পর তা পরিত্যাগ করল, সে অধঃপতনের অতল গহবরে নেমে গেল, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টিজীবের জন্য যে দীনের ব্যাপারে সন্তুষ্ট এমন দীনকে সে পরিত্যাগ করেছে, আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে খিয়ানত করেছে এবং আল্লাহর নি'আমতকে অস্বীকার করেছে। বিধায় তাকে হত্যা করা ওয়াজিব; কারণ, সে সত্যকে অস্বীকার করেছে এবং কল্যাণকে পরিত্যাগ করেছে, যে কল্যাণ ব্যতীত দুনিয়া ও আখিরাতের জিন্দেগী ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে যাবে।

মুরতাদ-এর বৈশিষ্ট্য

মানুষ যখন ইসলাম ভঙ্গকারী কোনো একটি কার্য সম্পাদন করে অথবা ঐকমত্যপূর্ণ কোনো বিধানকে পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে ফেলে অথবা ঐকমত্যপূর্ণ কোনো হারামকে হালাল বানিয়ে ফেলে অথবা ঐকমত্যপূর্ণ কোনো হালালকে হারাম বানিয়ে ফেলে অথবা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্যকোনো বিধান দ্বারা ফায়ছালা করে, তবে সে মুরতাদ কাফের, যদিও সে দুই সাক্ষ্যের (তাওহীদ ও রিসালাত-কালিমা শাহাদাত) স্বীকৃতি প্রদান করুক না কেনো। কারণ, মুনাফেক্বরাও এই জাতীয় সাক্ষ্যের মিথ্যা স্বীকৃতি প্রদান করত, তারা ছলাত আদায় করত এবং ছওম পালন করত তথাপি তারা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٦)} [النساء: ١٤٥ – ١٤٦].

"নিশ্চয় মুনাফেক্বরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে এবং আপনি তাদের পক্ষে কোনো সাহায্যকারী খুজে পাবেন না।তবে যারা তাওবা করেছে, নিজেদেরকে সংশোধন করেছে, আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য দীন পালন করেছে, তারা ইমানদারদের সেঙ্গে অবস্থান করবে। আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তাদেরকে মহা প্রতিদানে ভূষিত করবেন।" (সূরা আন নিসা: ১৪৫-১৪৬)

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)} [النساء: ١١٥].

"হেদায়েত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও যে আল্লাহর রসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের রাস্তা ব্যতীত অন্যকোনো রাস্তা অবলম্বন করে, আমি তাকে তার অবলম্বন করা রাস্তার উপরেই চলতে বাধ্য করব এবং জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব। জাহান্নাম অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা।" (সূরা আন নিসা:১১৫)

তাকফীর বা কাউকে কাফের বলে ঘোষণা দেয়ার বিধান

তাকফীর বা কাফের বলে ঘোষণা দেয়া: তাকফীর হল কোনো মানুষকে কাফের বলে বিধান জারি করা। কাউকে কাফের ঘোষণা দেয়া আল্লাহর একক অধিকার। বিধায় আমাদের জন্য একমাত্র আল্লাহ ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের ঘোষণা করেছেন এমন ব্যক্তিকে ব্যতীত অন্য কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা জায়েয নয়। আর যে আমাদেরকে কাফের বলে, আমরা তাকে কাফের বলি না।

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি কারোর ব্যাপারে মিথ্যা দোষারোপ করে বা কারোর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করে, তবে অপর ব্যক্তির জন্য তার ব্যাপারে মিথ্যা দোষারোপ করা বা তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা জায়েয নেই। কেননা, মিথ্যা বলা ও ব্যভিচার করা হারাম; কারণ উভয়টিই আল্লাহ তা'আলার হক্ব। এমনিভাবে তাকফীর বা কাউকে কাফের বলা এটাও আল্লাহর হক্ব। বিধায় আল্লাহ ও তার রসূল ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে কাফের বলেছেন, একমাত্র তাকেই আমরা কাফের বলতে পারব।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٩٤)} [النساء: ٩٤].

"হে ইমানদারগণ, যখন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় চলতে থাক, তখন সাবধান থেক। তোমাদেরকে কেউ সালাম দিলে তাকে বলোনা, যে তুমি মুমিন নও। তোমরা ইহকালীন সম্পত্তির মোহে পড়ে এমন করছ, অথচ আল্লাহর কাছে অফুরন্ত সম্পদ আছে। তোমরাও ইতোপূর্বে এমনি ছিলে। আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। বিধায় তোমরা আরো সাবধান হও। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান রাখেন।" (সূরা আন নিসা: ৯৪)

২-আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রসূল -ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- বলেন:

«أيُّمَا رَجُلٍ قال: لأخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أحَدُهُمَا» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦١٠٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (٦٠).

"যদি কোনো ব্যক্তি যখন তার ভাইকে বলবে, হে কাফের, তবে তাদের উভয়ের কোনো একজন অবশ্যই উক্ত কথা (কাফের বলা) নিজের দিকে ফিরিয়ে আনল।" মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৬১০৪, মুসলিম হা/৬০।

তাকফীরের প্রকারসমূহ:

তাকফীরের তিনটি রূপ:

১-ঢালাওভাবে কাফের বলা।

২-নির্দিষ্ট গুণাবলীকে কুফর বলা।

৩-নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে কাফের বলা।

প্রথম রূপ: ঢালাওভাবে কাফের বলা।

ঢালাওভাবে কাফের বলার অর্থ হল আলেম এবং জাহেল, ব্যাখ্যা গ্রহণকারী (জাহেরী নুছুছের স্পষ্ট অর্থের মধ্যে) এবং ব্যাখ্যা অগ্রাহ্যকারী, যার নিকট সত্যকে দলীল-প্রমাণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং যার নিকট করা হয়নি এমন সকল মানুষকে সাধারণভাবে কোনো যাচাই-বাছাই না করেই কাফের বলে দেয়া। এটা হল সকল কাবীরা গুনাহের চেয়েও বড় গুনাহ, এটা বিদ'আতী ও আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তিদের ত্বরীক্বাহ বা পথ।

দ্বিতীয় রূপ: নির্দিষ্ট গুণাবলীকে কুফর বলা। যেমন আলেমদের বক্তব্য:

যে আল্লাহ ও তার রসূল কে গালি দিল, সে কুফরী করল। যে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করল, সে কুফরী করল। যে ছলাত পরিত্যাগ করল, সে কুফরী করল। যে নিজের মাঝে ও আল্লাহর মাঝে মাধ্যম স্থাপন করে তাদের নিকট প্রার্থনা করল, সে কুফরী করল। এই জাতীয় কার্যক্রম কুফর, যা দীন থেকে বহিষ্কার করে দেয়। আর দীন থেকে বহিষ্কারকারী কোনো বৈশিষ্ট্য দ্বারা কোনো কার্যক্রমকে কুফর ঘোষণা দেয়া শরীয়ত সম্মত। তবে কুফর: কর্মের সংঘটককে

কাফের বলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কাফের বলার যাবতীয় শর্তাবলী পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত না হয় এবং তাকে কাফের বলার ক্ষেত্রে সকল বাধা-বিপত্তি দূরীভূত না হয়। বিধায় শুধুমাত্র কুফর: কর্ম সংঘটনের দ্বারাই কাউকে কাফের বলা আবশ্যকীয় হয় না।

তৃতীয় রূপ: নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে কাফের বলা।

নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে কাফের বলার অর্থ হল নির্দিষ্ট করে এমন কোনো ব্যক্তিকে কাফের বলা, যে ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী কোনো কার্যক্রমে লিপ্ত হয়েছে। এমন ব্যক্তিকেও কাফের বলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কাফের বলার যাবতীয় শর্তাবলী পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত না হয় এবং তাকে কাফের বলার ক্ষেত্রে সকল বাধা-বিপত্তি দূরীভূত না হয়।

নির্দিষ্ট করে কোনো ব্যক্তিকে কাফের বলার শর্তসমূহ

নির্দিষ্ট করে কোনো ব্যক্তিকে কাফের বলার জন্য দুটি শর্ত প্রযোজ্য:

প্রথম শর্ত: এমন কোনো কাজ, যা দ্বারা সংশ্লিষ্ট কাজের সংঘটককে কাফের বলা যাবে এই ব্যাপারে দলীল প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

দ্বিতীয় শর্ত: সংশ্লিষ্ট কাজের সংঘটকের উপর – কাফের হওয়ার - বিধানটি পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য হওয়া অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া, উক্ত বিষয়টি ইচ্ছাকৃতভাবে করা এবং উক্ত বিষয়ে স্বাধীন হওয়া। তবে যদি উক্ত ব্যক্তিকে কাফের ঘোষণা করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা-বিপত্তি থাকে, যেমন, মূর্খতা বা ভুল বশতঃ কাজটি করা অথবা চাপের মুখে বাধ্য হয়ে কাজটি করা অথবা গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে কাজটি করা, তবে এই ব্যক্তিকে কাফের বলা যাবে না। আর আমাদের জন্য কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে কাফের হওয়ার বিধান দেয়া জায়েয হবে না যতপক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট সত্যকে দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা সত্ত্বেও সে উক্ত কুফরী উপর অবিচল না থাকে।

٥ – البدعة

ইসলাম ভঙ্গের পঞ্চম কারণঃ বিদ'আত বা নব উদ্ভাবিত বিধান

বিদ'আহ-এর সংজ্ঞাঃ বিদ'আহ হল- প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত এমন বিধান, যেটাকে দলীল বিহীনভাবে দীনের অংশ বানিয়ে নেয়া হয়েছে। বিধায় – শরীয়তে কোনো ভিত্তি নেই – এমন কোনো কর্ম যখন মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে করে থাকে, সেটাই বিদ'আত। যেমনঃ নাবী কারীম -ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মকে, ইসরা-মি'রাজ ইত্যাদিকে উপলক্ষ বানিয়ে মাহফিল অনুষ্ঠান করা। বিদ'আহ হল- শিরকের বার্তাবাহক। সর্বপ্রথম মানবসমাজে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটে নাবীগণ-আলাইহিমুসসালাম- ও নেককার ব্যক্তিদের ব্যাপারে অতিভক্তি প্রদর্শনের কারণে।

বিদ'আত এর ভয়াবহতা

বিদ'আহ হল দীন পরিপূর্ণ হওয়ার পরেও তাতে কোনো বিধান বৃদ্ধি করা। আর বিদ'আহ এর প্রকৃতি হল- অবাধে বিস্তার লাভ করা, অত্যাধিক পরিমাণে ছড়িয়ে যাওয়া ও ব্যাপকহারে প্রসারিত হওয়া। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, দল হতে দলে এবং শহর থেকে শহরে সংক্রমণের গতিতে ও অন্ধানুগত্যের ভিত্তিতে ছড়িয়ে পড়ে। আর এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাধিক প্রচার-প্রসার ও শক্তি প্রয়োগ করে থাকেন নিকৃষ্ট আলেমগণ, যারা স্বল্প বিবেকের, অসম্পূর্ণ বিবেচনা শক্তি, অন্তঃসারশূন্য জ্ঞান ও অসারতাপূর্ণ সাধুতার আশ্রয় নিয়ে সাধারণ জনতাকে ধোঁকার জালে জড়িয়ে রেখেছেন। তারা তাদের কর্মকাণ্ডের অনুসরণ করে যদিও তা অলীক ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য হয়। আর এমন আলেমদের বিরতিহীন বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার পরিণতিতে সংশ্লিষ্ট বিদ'আহ এর শ্রেষ্ঠত্ব বা আবশ্যকীয়তা সাধারণ জনতার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়। ফলত এটা এমন এক ইবাদত এর রূপ লাভ করে, যা মানুষ নিয়মিত পালন করতে থাকে এবং যার দ্বারা মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে। যা উত্তম মনে করে শুরু করা হয়, কিন্তু পরবর্তীতে এটা তার চেয়েও জঘন্যতম নিকৃষ্টতা অর্থাৎ শিরকের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

সর্বপ্রথম যারা নাবীর জন্মদিবস পালনের বিদ'আহ উদ্ভাবন করেছে, তারা হল মিসরের ফাত্বেমী বংশীয় শাসকগোষ্ঠী। তারা যখন দেখল – খ্রিস্টানরা ঈসা

মাসীহের জন্মদিবসকে অত্যন্ত আড়ম্বরতা ও জাঁক-জমকের সাথে উদযাপন করছে এবং এই দিবসকে তারা তাদের ঈদের দিন হিসেবে ধার্য করেছে, যে দিবসে তারা সমস্ত ব্যবসায়ী ও চাকরিজীবীদের জন্য ছুটির ঘোষণা দিয়েছে – তখন তারাও তাদের অনুকরণে নাবীর জন্মদিবসকে মহত্বের সঙ্গে উদযাপনের এই বিদ'আহ উদ্ভাবন করল খ্রিস্টানদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে। অতঃপর জন্মদিবসের এই বিদ'আহ বিভিন্ন শহরে মূর্খতা, সংক্রমণের ন্যায় গতিশীলতা ও অন্ধ্যানুগত্যের ফলে বিস্তৃত পরিসরে প্রচার-প্রসার হতে লাগল। আর এই বিদ'আহ এর পরিণতিতে এর চেয়েও জঘন্যতম পাপাচার অর্থাৎ মৃত মানুষকে কেন্দ্র করে অতিভক্তি, বাড়াবাড়ি, বিলাপ, দফ বাজানো, মদ পান ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সহ আরো অন্যান্য কাবীরা গুনাহসমূহ সংঘটিত হয়। কোনো জাতি যখনই কোনো বিদ'আত উদ্ভাবন করবে, সেই জাতি থেকে অবশ্যই অনুরূপ একটি সুন্নাহ উঠিয়ে নেয়া হবে।

১-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٤٤)} [الأنعام: ١٤٤].

ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যারোপ করে, না জেনে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়েতের পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা আল আন'আম: ১৪৪)

২-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)} [الأعراف: ٣٣].

"আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার রব প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত অশ্লীল কার্যসমূহ, পাপ কাজ এবং অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা তৈরী করাকে হারাম করে দিয়েছেন। আরো হারাম করেছেন তোমাদের জন্য আল্লাহর সাথে শিরক করাকে, যেই ব্যাপারে তিনি কোনো দলীল প্রমাণ নাযিল করেননি এবং তোমাদের জন্য এমন কথা বলাকেও তিনি হারাম করে দিয়েছেন, যা তোমরা না জেনেই আল্লাহর নামে আরোপ করতে থাক। (সূরা আল আরাফ:১৩৩)

বিদ'আহ্ প্রকাশ পাওয়ার কারণসমূহ

১. দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে মূর্খতা (الجهل بأحكام الدين):

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٧٩)} [الأعراف: ١٧٩].

"আমি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানব সৃষ্টি করেছি, যাদের হৃদয় থাকা সত্ত্বেও তারা বুঝে না। চোখ থাকা সত্ত্বেও দেখে না। কান থাকা সত্ত্বেও শ্রবণ করে না। তারা হল চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তার চেয়েও অধম; তারাই মূলত গাফেল।" (সূরা আল আরাফ:১৭৯)

২. কফেরদের সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন (التشبه بالكفار)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَامُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (١٣٨) إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٩)} [الأعراف: ١٣٨ – ١٣٩].

"আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র অতিক্রম করিয়ে দিলাম, অতঃপর তারা এমন এক গোত্রের সম্মুখে এসে উপস্থিত হল, যারা স্বীয় প্রতিমাগুলোর চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে পূজা করছিল। তখন তারা বলল, হে মূসা, আমাদের জন্য একটি উপাস্য তৈরী করে দাও, যেমন তাদের উপাস্য রয়েছে। তিনি বললেন, নিশ্চয় তোমরা জাহেল-মূর্খ সম্প্রদায়। এরা যে কাজে লিপ্ত হয়েছে, তা অবশ্যই ধ্বংসশীল এবং তাদের কর্মকাণ্ড অবশ্য বাতিল। (সূরা আল আরাফ:১৩৮-১৩৯)

বিদ'আহ ও গুনাহসমূহ পরস্পরে মিলিত থাকার কারণসমূহ

বিদ'আহ হল- যাবতীয় অপরাধেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। উভয়টিই নিষিদ্ধ। প্রত্যেকটি বিদ'আহ অপরাধ, কিন্তু প্রত্যেকটি অপরাধ বিদ'আহ নয়। বিদ'আহ ও গুনাহসমূহ হল শরীয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ও সুন্নাহ মুছে যাওয়ার ঘোষণাকারী। বিধায় যখনই সুন্নাহ শক্তিশালী হবে, বিদ'আহ ও গুনাহ দুর্বল হবে। আর যখনই বিদ'আহ ও গুনাহ বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করবে, তখনই সুন্নাহ দুর্বল হবে এবং মুছে যেতে থাকবে। বিদ'আহ ও গুনাহ উভয়টিই ব্যবধান সম্বলিত। যেমনিভাবে গুনাহসমূহ কুফর-এর সংঘটক ও সংঘটক নয় এবং ছগীরা ও কাবীরা এমন স্তরসমূহে বিভক্ত, ঠিক তদ্রূপ বিদ'আহ এটাও এমন বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। এগুলোই হল- গুনাহ আর বিদ'আহ উভয়টির সম্মিলনের কারণ।

বিদ'আহ ও গুনাহের মাঝে পার্থক্য

১-সাধারণতঃ সাধারণ গুনাহ বা অপরাধের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ হল- কিতাব ও সুন্নাহ-এর বিশেষ বিশেষ দলীলগুলো। পক্ষান্তরে বিদ'আহ এর নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ হল- সাধারণ ও বিস্তৃত অর্থবোধক দলীলগুলো।

২-গুনাহ হল- দীনের কোনো বিধানকে অমান্য করা, নির্দেশপ্রাপ্ত কোনো বিধি উপেক্ষা করা বা নিষিদ্ধ কোনো কার্যসাধনের মাধ্যমে। পক্ষান্তরে বিদ'আহ হল- শরীয়ত সম্মত কোনো বিধানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেটাকে দীনের দিকে সম্বন্ধ করা হয় এবং আসল দীনের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

৩-গুনাহ হল- অনেক বড় অপরাধ, যেহেতু গুনাহ করা আল্লাহকে অপমান করা এবং তার সীমালঙ্ঘন করার শামিল। পক্ষান্তরে বিদ'আহ তার চেয়েও ভয়ংকর; কারণ, এর সংঘটক নিজেকে আল্লাহর সম্মান প্রদর্শনকারী, তার দীনের শ্রদ্ধাকারী এবং তার আদেশের মান্যকারী মনে করে থাকে।

৪-অপরাধী এটা বুঝে যে, সে অপরাধে লিপ্ত এবং স্বীকার করে যে, সে আল্লাহ ও তার রসূলের আদেশ অমান্যকারী। পক্ষান্তরে বিদ'আহ হল- মহা অপরাধ; কারণ, এই ক্ষেত্রে ভিত্তিহীনভাবে শরীয়ত প্রণয়ন এবং শরীয়তের উপর অসম্পূর্ণতার অপবাদ দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করা হয়। আর

বিদ'আহ এর সংঘটক এই কাজটি পূর্ণতায় রূপান্তর করে এই জাতীয় বিদ'আত এর মাধ্যমে।

৫-অপরাধী নিজেকে বারবার স্বীয় অপরাধ থেকে তাওবা করার কথা স্মরণ করে। পক্ষান্তরে বিদ'আহ এর সংঘটক নিজেকে গুনাহ থেকে তাওবা করার কথা স্মরণ করতে পারে না, কেননা সে স্বীয় আমলকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের মাধ্যম মনে করে থাকে। বিধায় বিদ'আহ এটা শয়তানের নিকট গুনাহের চেয়েও বেশী প্রিয়; কারণ, গুনাহ থেকে তাওবা নছীব হলেও বিদ'আহ থেকে সাধারণতঃ তাওবা নছীব হয় না।

৬-শ্রেণিগত দিক থেকে বিদ'আহ গুনাহের থেকে অনেক বড়। কারণ, বিদ'আহ সংঘটকের ফিৎনা দীনের মৌলিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। আর গুনাহগারের ফিৎনা প্রবৃত্তির সমূহ চাহিদার সাথে সম্পর্কিত।

বিদ'আহ সংঘটিত হওয়ার সম্পূরক নীতিমালা

১. প্রথম নীতি হল- শরী'আহ বহির্ভূত আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা। বিধায় যে আল্লাহ ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরী'আহ বহির্ভূত কোনো আমল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করল, সে বিদ'আতে লিপ্ত হল।

২. দ্বিতীয় নীতি হল- আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল-ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বিধানের বিরোধিতা করা। বিধায় যে ইসলামী শরী'আহ ব্যতীত অন্যকোনো শরী'আহকে আনুগত্য ও মান্যকরণ এর অধিকার প্রদান করল, সে বিদ'আতে লিপ্ত হল।

বিদ'আতের মাধ্যমসমূহ

কোনো আমল – যদিও তা শরী'আহ সম্মত হয় – যা দীনের মাঝে নতুন বিধানের জন্ম দেয়, তবে সেই আমলটিও বিদ'আহ এর সঙ্গে সংযুক্ত, যদিও সেটা বিদ'আহ না হয়ে থাকে। আর যে আমল নিষিদ্ধতার দিকে নিয়ে যায়, তা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত। আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উপাস্যদের গালিগালাজ করতে নিষেধ করেছেন, যদিও তা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমানের দাবির সাথে সংগতিপূর্ণ; কারণ, এটা শত্রুতা বশতঃ না জেনে তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেয়ার কারণ হবে।

যেমনটি আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)} [الأنعام: ١٠٨].

"তারা আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে যাদেরকে প্রার্থনা করে, তাদেরকে তোমরা গালি দিও না, তাহলে তারাও না জেনে শত্রুতাবশতঃ আল্লাহকে গালি দিবে। এমনিভাবে প্রত্যেক উম্মাহর কার্যক্রমকে আমি তাদের জন্য সুসজ্জিত করে দিয়েছি। অতঃপর তাদেরকে স্বীয় রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এর পরে তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে অবগত করবেন।" (সূরা আল আন'আম: ১০৮)

জুম'আর পূর্বে (قبل الجمعة) দুই রাকা'আত ছলাত জায়েয, কিন্তু এই আমল যদি সাধারণ জনতার মনে এই বিশ্বাস গড়ে তুলে যে, এটা জুম'আহ এর ছালাতের পূর্বে নিয়মিত সুন্নাহ (سنة راتبة) , তবে এই বিশ্বাস বিদ'আহ বলে সাব্যস্ত হবে, উক্ত বিশ্বাসের উপর সতর্কীকরণ বাণী জারী করতে হবে এবং উক্ত আমলের উপর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যাবে না।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূল- ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – বলেছেন:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٧١٨).

"যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের মাঝে - দীন বহির্ভূত - কোনো নতুন আমলের জন্ম দিল, তার উক্ত আমল অগ্রহণীয় ও বাতিল বলে বিবেচিত হবে।" মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/২৬৯৭, মুসলিম হা/১৭১৮।

বিদ'আতের রাস্তাগুলো বন্ধ করার বিধান

ঈমানদারগণের জন্য – বিশেষত যারা অনুকরণীয় আলেম – বিদ'আহ পর্যন্ত উপনীতকারী সকল রাস্তা বন্ধ করে দেয়া উচিত। আর এটা করতে হবে এমন জায়েয ও মুসতাহাব কাজসমূহ ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে, যেগুলোর ফলশ্রুতিতে বিদ'আহ সৃষ্টি হতে পারে। যেমন: জনতা সাধারণের বিশ্বাস, যেখানে তারা ফরয নয় এমন বিষয়কে ফরয মনে করে, সুন্নাহ নয় এমন বিষয়কে সুন্নাহ মনে করে এবং শরী'আহ বহির্ভূত বিষয়কে শরী'আহ সম্মত মনে করে। আর এটা দীনের জন্য শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয়দিক থেকেই মহা বিপর্যয়। বিধায় বিদ'আহ এর বহিঃপ্রকাশই হল শরী'আহ এর বিকৃতি ও এর বিধানগুলোর বিরুদ্ধাচারণ। আর বিদ'আহ এর দুর্বিপাক অনেক ভয়াবহ এবং এর বিপদ অত্যন্ত মারাত্মক বিশেষতঃ যখন শিশুরা এই পরিবেশের মাঝে লালিত পালিত হয়, বয়স্করা এর সাথে জড়িয়ে যায়, কাফেররা এই পরিবেশে ইসলাম গ্রহণ করে, গ্রামবাসীরা এটাকে নিজেদের শিক্ষা বানিয়ে নেয় এবং মানুষ এক শহর হতে আরেক শহরে এটা বহন করে নিয়ে যায়।

বিদ'আত চেনার পদ্ধতিগত উপায়সমূহ

সকল বিদ'আহ – চাই তা কোনো কথা, কোনো কাজ বা কোনো আক্বীদাগত বিশ্বাস, যাই হোকনা কেনো – তিনটি সম্পূরক মূলনীতির আওতাভুক্ত হবে। মূলনীতিগুলো হল:

১-আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা শরী'আহ বহির্ভূত কোনো পদ্ধতিতে।

২-দীনের বিধিমালার বিরুদ্ধাচারণ করা।

৩-বিদ'আহ পর্যন্ত উপনীতকারী মাধ্যমসমূহ।

প্রথম মূলনীতি: আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা শরী'আহ বহির্ভূত কোনো পদ্ধতিতে

কোনো ইবাদত এর মাধ্যমে আল্লাহ নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় লক্ষনীয়:

প্রথম বিষয়: মূল ইবাদতটা ছহীহ শরী'আহ সম্মত দলীল দ্বারা প্রমাণিত থাকতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়: সংশ্লিষ্ট ইবাদতের অবকাঠামো সম্পূর্ণরূপে রসূল- ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর অনুকরণে হতে হবে।

সুতরাং প্রথম মূলনীতির বিরোধিতা করা হবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে:

সংশ্লিষ্ট ইবাদতটাকে কোনো বিথ্যা-বানোয়াট হাদীসের দিকে সম্পৃক্ত করা অথবা যার কথা দলীল হতে পারে না এমন ব্যক্তির কথার দিকে সম্পৃক্ত করা বা ইবাদতটা সুন্নাহ বিরোধী হওয়া বা ইবাদতটি সালাফদের আমলের বিরোধী হওয়া বা ইবাদতটি শরী'আহ এর মৌলিক নীতিমালার বিরোধী হওয়া।

ক- প্রত্যেক এমন ইবাদত, যা মিথ্যা-বানোয়াট হাদীসের উপর ভিত্তিশীল, তা বিদ'আহ; কারণ, এটা এমন বিধান প্রণয়ন, যে প্রণয়নের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দেননি।

খ- প্রত্যেক এমন ইবাদত, যা শুধুমাত্র মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা ও প্রবৃত্তির চেতনার উপর ভিত্তিশীল, তা পথভ্রষ্টতামূলক বিদ'আহ। যেহেতু আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ উভয়টিই আল্লাহর নিকট হতে জ্ঞানাহরণের মাধ্যম এবং আল্লাহর বিধিনিষেধ ও তার শরী'আহ চেনার একমাত্র উপায়, বিধায় প্রত্যেক এমন ইবাদত, যা কিতাব অথবা সুন্নাহ এর উপর ভিত্তিশীল নয়, তা পথভ্রষ্টতামূলক বিদ'আহ এর অন্তর্ভুক্ত।

সঠিক পথের দিশারী কোনো আলেম কখনোই বিদ'আত চালু করতে পারেন না, কিন্তু মানুষ আলেমই নয় এমন ব্যক্তির কাছে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করে, যার ফলে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হয়, অন্যকে পথভ্রষ্ট করে এবং ধ্বংস করে।

আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূল -ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে বলতে শুনেছি:

«إنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٠٠)، واللفظ له, ومسلم برقم (٢٦٧٣).

"আল্লাহ তা'আলা ইলমকে সরাসরি স্বীয় বান্দাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়ার মত উঠিয়ে নিবেন না, বরং তিনি তা উঠিয়ে নিবেন আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে। এমনকি যখন তিনি ভূ-পৃষ্ঠে আর কোনো আলেমই অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন মানুষ মূর্খদেরকে সর্দার বানিয়ে ফেলবে। তাদেরকে তারা প্রশ্ন করলে তারা না জেনেই ফাতওয়া প্রদান করবে, ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং তাদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।" মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/১০০, মুসলিম হা/২৬৭৩।

কোনো কাজ, যা পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী করা দরকার এবং উক্ত কাজে কোনো প্রকার বাধা-বিপত্তিও নেই, তথাপি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেননি, তা করা বিদ'আহ। যেমন: ছালাতে প্রবেশকালে মুখে নিয়্যাত করা, দুই ঈদের আযান দেয়া এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করার পরে দুই রাক'আত ছলাত আদায় করা।

রসূল - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর কোনো কাজ পরিত্যাগ করা তিনটি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়:

প্রথম অবস্থা: কোনো কাজ তিনি পরিত্যাগ করেছেন সংশ্লিষ্ট কাজে পরিস্থিতির দাবি না থাকার কারণে। যেমন: যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করা, এমন পরিস্থিতিতে এই কাজ পরিত্যাগ করার দ্বারা সংশ্লিষ্ট পরিত্যাগ সুন্নাহ হতে পারে না।

দ্বিতীয় অবস্থা: তিনি - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - পরিস্থিতির দাবি সত্ত্বেও কোনো কাজ পরিত্যাগ করেছেন সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা-বিপত্তি বিদ্যমান থাকার কারণে। যেমন: রমাদ্বান মাসে রসূল-ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- জামা'আতের সাথে ক্বীয়ামুল লাইল পরিত্যাগ করেছেন - ক্বীয়ামুল লাইল জামা'আতের সাথে আদায় করা মুসলিম উম্মাহর উপর ওয়াজিব হয়ে গেলে তারা এটা পালনে অক্ষম হয়ে যাবে - এই ভয়ে। এই পরিত্যাগ সুন্নাহ হতে পারে না। অতঃপর তার মৃত্যুর দ্বারা যখন উক্ত বিপত্তি দূর হয়ে

গেল, তখন তার ছেড়ে দেয়া কাজটি সাধন করাই শরী'আহ সম্মত হয়ে গেল এবং তার সুন্নাহকে কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হল। যেমনটি উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক ইমামের অধীনে মানুষদেরকে একত্রিত করেছেন তারাবীহ এর ছ্বালাতে।

তৃতীয় অবস্থা: কোনো কাজ তিনি পরিত্যাগ করেছেন পরিস্থিতির দাবি ও সংশ্লিষ্ট কাজের ব্যাপারে কোনো বাধা-বিপত্তি না থাকা সত্ত্বেও। এমন পরিত্যাগ সুন্নাহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন: পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত ব্যতীত আন্যান্য ছ্বলাত যেমন, তারাবীহ ও দুই ঈদের ছ্বলাত ইত্যাদি ছ্বলাতগুলোতে আযান না দেয়া।

প্রতিটি ইবাদত, যা সালাফরা পরিস্থিতির দাবি থাকা ও কোনোপ্রকার বিপত্তি না থাকা সত্ত্বেও — ছেড়ে দিয়েছেন, এমন ইবাদত করা বিদ'আহ এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন: ছ্বলাত আল-রাগায়িব, নবীর জন্মদিবস, হিজরী বর্ষবরণ ও ইসরা-মে'রাজের রাত্রি কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

সুতরাং যেসকল ইবাদত - রসূল - ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - পরিত্যাগ করেছেন, যদি সাহাবাগণও তার মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট ইবাদতগুলো পরিত্যাগ করে থাকেন, তবে এমন পরিত্যাগ অবশ্যই অকাট্য প্রমাণরূপে সাব্যস্ত করবে যে, সংশ্লিষ্ট ইবাদতগুলো নিঃসন্দেহে বিদ'আহ। আর যদি তার মৃত্যুর পর সাহাবাগণ সংশ্লিষ্ট ইবাদতগুলো করে থাকেন, তবে আমরা বুঝব যে, তিনি উক্ত ইবাদতগুলো পরিত্যাগ করেছেন বিশেষ কোনো বিপত্তির কারণে। যেমন, তারাবীহ এর ছ্বলাত, যা তিনি জামা'আতের সাথে আদায় করা পরিত্যাগ করেছেন উম্মাহর উপর উক্ত ছ্বলাত ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে। বিধায় এমন প্রতিটি ইবাদত, যা রসূল - ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সাহাবাগণ পালন করেননি, তা পালন করা জায়েয হবে না। আর এমন প্রত্যেকটি ইবাদত, যা রসূল —ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—ও উম্মাহর পূর্বসূরীগণ সম্মিলিতভাবে পরিত্যাগ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্টতামূলক বিদ'আহ।

প্রত্যেক এমন ইবাদত, যা শরী'আহ এর মৌলিক নীতিমালা ও উদ্দ্যেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তবে এটা নিঃসন্দেহে বিদ'আহ। যেমন: ছ্বলাত আর-রাগায়িব।[১] কারণ, নফল ছ্বলাতগুলো মূলত মাসজিদে আদায় করার চেয়ে ঘরে

১.ছ্বলাত আল-রাগায়িব এর ব্যাখ্যা: ছ্বলাত আর-রাগায়িব হল - রজব মাসের প্রথম শুক্রবারের রাত্রিতে যেই ছ্বলাত আদায় করা হয়, সেটাই ছ্বলাত আল-রাগায়িব। ৪৮০ হিজরীতে এই ছ্বলাত সর্বপ্রথম বায়তুল মুক্বাদ্দাসে প্রবর্তন করা হয়। এর পূর্বে ইতিহাসে এমন কোনো ছ্বলাতের কথা জানা যায়নি। আর শা'বান মাসের পনেরো তারীখের রাত্রির ছ্বলাতকেও ছ্বলাত আল-রাগায়িব বলা হয়, যা ৪৪৮ হিজরীতে প্রবর্তন করা হয়। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এর

আদায় করাটাই অধিক উত্তম। আর এই ছলাতগুলো জামা'আতের সাথে আদায় করার চেয়ে একাকী আদায় করাটাই অধিক উত্তম, তবে যেটাকে শরী'আহ এগুলো থেকে ভিন্ন করেছে সেটার কথা ভিন্ন। যেমন: ছলাত আত-তারাবীহ। এমনিভাবে নফল ছলাত যেমন, দুই ঈদের ছলাত ও বৃষ্টি প্রার্থনার ছলাত ইত্যাদি ছলাতগুলোর আযানের জন্যেও একই বিধান প্রযোজ্য। কেননা, আযান ধার্য করা হয়েছে ফরয ছলাতগুলোর জন্য, নফলের জন্য নয়। প্রত্যেক এমন অভ্যাস বা লেনদেন মূলক কার্যক্রম, যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আশা করা হয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল -ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তার কোনো বিধানগত সম্মতি প্রদান করেননি, তাই বিদ'আহ বলে বিবেচিত হবে। যেমন: সর্বদা চুপ করে থাকা বা সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অথবা পশম ও তালি লাগানো পোশাক পরিধান করা ইবাদত হিসেবে বা ত্বরীক্বা হিসেবে। অথবা নিজেকে পানাহার, সহবাস ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত রাখা।

১- আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

بَيْنَا النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم –: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» أخرجه البخاري برقم (٦٧٠٤).

"একদা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মামাদিগকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল। তখন তিনি তাদেরকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা উত্তরে বললেন, সে আবূ ইসরাঈল, সে এই মর্মে মান্নত করেছে যে, সে সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, কোনো ছায়ার নিচে আশ্রয় নিবে না, কোনো কথা বলবে না, তবে শুধুমাত্র ছওম পালন করবে। তখন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে যেন কথা বলে, ছায়ার নিচে আশ্রয় নেয়, বসে এবং তার ছওম পূর্ণ করে।" (ছহীহ বুখারী, ৬৭০৪)

২-আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আলেমগণের নিকট এই রাত্রির ছলাতের ফযীলতের ব্যাপারে কোনো ছহীহ বা হাসান হাদীসের অস্তিত্ব নেই। এই বিষয়ে বর্ণিত যাবতীয় হাদীসগুলো দুর্বল অথবা জাল। আর এই ছলাত সাধারণতঃ মাগরিব আর ঈশার ছলাতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করা হয়। এই ছলাতের বিধান: এই ছলাত সম্পূর্ণ বিদ'আহ ও ইসলাম পরিপন্থি।

جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم –، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم –، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم –؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قال أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَداً، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلا أَتَزَوَّجُ أَبَداً، فَجَاءَ رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَالله إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لله وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠٦٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٠١).

"তিনজন ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের স্ত্রীগণের ঘরের নিকট এসে রসূল - ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর ইবাদত সম্পর্কে তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, যখন তাদেরকে তার ইবাদত সম্পর্কে জানানো হল, তারা এমন ইবাদতকে অনেক অল্প মনে করল, তারা বলল: নাবী কারীম - ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর মর্তবা কত উর্ধ্বে আমাদের মর্তবা কত নিম্নে? তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাদের একজন বলল: আমি সারারাত ছ্বলাত আদায় করি। অপরজন বলল: আমি যুগ যুগ ধরে ছ্বওম পালন করে আসছি বিরতিহীনভাবে। অপর একজন বলল: আমি মহিলাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেছি, তাই আর কখনোই বিবাহ করব না। তখন রসূল - ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - আসলেন এবং বললেন: তোমরা এমন এমন কথা বলছ? তাহলে শুন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে সর্বাধিক বেশী ভয় করি এবং আমিই আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা মান্যকারী, কিন্তু আমি ছ্বওম পালন করি আবার দিবসে পানাহারও করি। ছ্বলাত আদায় করি আবার নিদ্রা গ্রহণ করি এবং বিবাহ করি। যে আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।" (মুত্তাফাক্বুন আলাইহি) ছ্বহীহ বুখারী, ৫০৬৩ ছ্বহীহ মুসলিম, ১৪০১

❖ এমন প্রত্যেক কাজ, যা আল্লাহ ও তার রসূলের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ছ্বওয়াবের আশায় পালন করা হয়, তাই বিদ'আত।

যেমন: কেউ কাফেরদের সাদৃশ্যকরণের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আশা করল। অথবা গান-বাজনা নৃত্যগীত শুনে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আশা করল। আর এটা হল- ইবাদতের সত্তাগত দিক থেকেও বিদ'আহ, আবার

বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকেও বিদ'আহ। বিধায় এটা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা এমন বিধান দ্বারা, যা আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র শরী'আহ সম্মত করেননি তাই নয়, বরং তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এটা হল- আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে দীনের নিয়মানুবর্তিতা থেকে বেরিয়ে যাওয়া। আর যখন এমন কাজ বিজ্ঞ আলেমগণ ও দীনদাররাও করতে শুরু করেন, তখন এটা — দীনের অংশ — এমন আক্বীদাগত বিশ্বাসের পন্থাও উন্মুক্ত করে দেয়। এগুলোই হল বিদ'আহ এর ভিত্তিমূল।

❖ প্রত্যেক এমন ইবাদত, যা শরীয়তে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিধিসম্মত করা হয়েছে, এমন ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধন করাও বিদ'আহ বলে বিবেচিত হবে।

বিধায় প্রতিটি ইবাদতেরই নির্দিষ্ট কাল, নির্ধারিত স্থান, নির্দিষ্ট শ্রেণী, নির্দিষ্ট পরিমাণ ও বিশেষ অবস্থা আছে। নির্দিষ্ট কাল যেমন, রমযান মাসের তারাবীহের ছ্বলাত, যা অন্য মাসে আদায় করা বিদ'আহ। নির্দিষ্ট স্থান যেমন, মাসজিদে ই'তিকাফ করা, যা মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও করা বিদ'আহ। নির্দিষ্ট শ্রেণী যেমন, চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা ক্বুরবানী করা, যে ক্বুরবানী অন্যকোনো পশু দ্বারা করা বিদ'আহ। নির্দিষ্ট পরিমাণ যেমন, ফরয ছ্বলাতগুলো দিনে পাঁচবার আদায় করা, যেখানে অতিরিক্ত ছয়বার কোনো ছ্বলাত(ফরয মনে করে) আদায় করা বিদ'আহ। বিশেষ অবস্থা যেমন, ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে ওযু করা, যেখানে দুই পা ধৌত করে ওযু শুরু করা অতঃপর দুই হাত ধৌত করা বিদ'আহ।

❖ প্রত্যেক সাধারণ ইবাদত, যা শরীয়তে সাধারণ কোনো দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, সেটাকে কোনো কাল, স্থান অথবা এ জাতীয় কোনো বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সীমাবদ্ধ করে দেয়া বিদ'আহ।

এর দৃষ্টান্ত হল- নফল ছ্বলাত, নফল ছ্বিয়াম ও এ জাতীয় অন্যান্য ইবাদত। বিধায় ছ্বওম হল- সামগ্রিকভাবে একটি মুস্তাহাব ইবাদত, যেটাকে শরীয়ত নির্দিষ্ট কোনো সময়ের সঙ্গে সীমাবদ্ধ করে দেয়নি। সুতরাং মানুষ যখন এটাকে নির্দিষ্ট কোনো দিবসের সাথে সীমাবদ্ধ করে দিবে যেমন, বুধবার অথবা মাসের নির্দিষ্ট কতগুলো তারিখের সাথে যেমন, পাঁচ বা দশ তারিখ, অথবা মর্যাদাপূর্ণ দিবসগুলোর সাথে এমন কোনো ইবাদতকে ধার্য করে দেয়া, যেই ইবাদতকে উক্ত দিবসগুলোর সাথে ধার্য করা হয়নি। যেমন, এই এই দিবসকে ছদক্বা করা বা আহার করা অথবা ছ্বীয়াম পালন করার সাথে ধার্য করে দেয়া। আর এই এই

রাত্রিকে বিশেষ বিশেষ ইবাদতের সাথে ধার্য করে দেয়া যেমন, শা'বান মাসের মধ্যতম রজনীকে ছ্বলাত আদায় ও ক্বুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি জাতীয় ইবাদতের সাথে ধার্য করা। এই জাতীয় সর্বপ্রকার ইবাদত পথভ্রষ্টতামূলক বিদ'আহ।

ইবাদতের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করার বিধান (حكم الغلو)

ইবাদত করার ক্ষেত্রে শরী'আহ বহির্ভূত অতিরিক্ত ইবাদত করার মাধ্যমে বাড়াবাড়ি করা। যেমন: ধারাবাহিক সারারাত্রি যাবৎ ক্বীয়ামুল লাইল আদায় করা বা সারা জীবন ধরে ছিয়াম পালন করা বা স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং সহবাস পরিত্যাগ করে এবং হজ্জে মীনায় উপস্থিত হয়ে কংকর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে (ছোট পাথর বাদ দিয়ে) বড় পাথরগুলো ব্যবহার করা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টায়। গোসল ও ওযুর মধ্যে ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহে গুরুত্ব দেয়া এবং ওযু, গোসল ও পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি করা।

দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি দু'টি দরজা দিয়ে প্রবেশ করে:

প্রথমটি হল- ইবাদতের দরজা (باب العبادات)। এই ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা হয় ওয়াজিব নয় এবং মুস্তাহাবও নয় এমন বিধানকে ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের স্তরে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। যেমন, যুগ যুগ ধরে বিরতিহীন ছ্বওম পালন করা ও সারারাত্রি যাবৎ ক্বীয়ামুল লাইল আদায় করা।

দ্বিতীয়টি হল- মু'আমালাত-লেনদেন এর দরজা (باب المعاملات)। যেখানে হারামও নয় মাকরূহও নয় এমন বস্তুকে হারাম ও মাকরূহের স্তরে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। যেমন, আয়-উপার্জন, বিবাহ ও হালাল খাদ্য পরিত্যাগ করা।

দ্বিতীয় মূলনীতি হল- দীনের মৌলিক ও বিধানগত বিষয়গুলোর বিরোধিতা করা।

আর এই মূলনীতির অধীনে ছয়টি ক্বায়দা অন্তর্ভুক্ত:

প্রথম ক্বায়দা: যত ধরনের আক্বীদাগত বিশ্বাস, মতবাদ ও বিদ্যাসমূহ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ বিরোধী বা উম্মাহর সালাফদের ঐকমত্যের পরিপন্থী হবে, তা বিদ'আহ বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় ক্বায়দা: দীন নিয়ে সর্বপ্রকারের বিতর্ক, ঝগড়া বা যুক্তিতর্ক বিদ'আহ বলে বিবেচিত হবে। যেমন, মুতাশাবিহ বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা। উদাহরণস্বরূপ— আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর প্রকৃত অবস্থা ও বাস্তবতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা এবং মুসলিমদেরকে এমন মাসআলাসমূহ দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করা, যেগুলো কিতাব ও সুন্নাহে অনুপস্থিত। বিশেষ কোনো মতবাদ, ব্যক্তিবর্গ ও মাযহাব - এর কঠোরভাবে পক্ষপাতিত্ব করা সহ এ জাতীয় যেসকল কর্মকাণ্ড বিচ্ছিন্নতাকে আবশ্যকীয় করে তুলে এবং হৃদয়ে সংশয় সৃষ্টি করে।

তৃতীয় ক্বায়দা: মুসলিমদের উপর কোনো কাজ বাধ্যতামূলক করে দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট কাজটিকে এমন শরীয়তের ন্যায় বানিয়ে ফেলা, যার বিরোধিতা করা নিষিদ্ধ, তা বিদ'আহ এর অন্তর্ভুক্ত।

যেমন: বিভিন্নপ্রকার কর পরিশোধ করা মুসলিমদের উপর বাধ্যতামূলক করে দেয়া এবং উক্ত কাজটিকে এমন বিধানের স্তরে নিয়ে যাওয়া, যেই বিধান পালন না করলে শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। জাহেলদেরকে আলেমগণের উপর প্রাধান্য দেয়া, উচ্চস্তরের পদগুলোতে অযোগ্য ব্যক্তিদেরকে

স্থাপিত করা শুধুমাত্র ওয়ারিস হওয়ার ভিত্তিতে এবং অপরাধসমূহের এমন এমন শাস্তি চালু করা, যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রসূল শরীয়ত সম্মত করেননি। এই ধরনের সমস্ত কার্যক্রম দীনের আদর্শের বিরোধিতা করা। আর এই বিরোধিতা সম্পন্ন করা হয়ে থাকে এই ধরনের অভ্যাস, আচরণ ও নীতিমালাকে মানুষের উপর দীনের ফরয বিধিমালার ন্যায় বাধ্যতামূলক পালনীয় আইনে পরিণত করার দ্বারা।

চতুর্থ ক্বায়দা: দীনের প্রতিষ্ঠিত বিধিবদ্ধ কোনো আইনের বিরোধিতা করা। যেমন: এমন কতগুলো অপকৌশল অবলম্বন করা, যেগুলো দ্বারা হারাম বিষয়গুলোকে হালাল করা যায় বা ওয়াজিব বিধানগুলোকে বাদ দেয়া যায়।

যেমন—বাই'উল ঈনাহ[২]-এর দ্বারা সুদকে হালাল বানানো, হীলা বিবাহের মাধ্যমে তিন ত্বালাক্ব প্রাপ্তা মহিলাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা, ফরয যাকাত থেকে দায়মুক্তির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ হিবা আল মুসতা'আরাহ[৩] প্রক্রিয়ায় কাউকে দান করা। শরী'আহ কর্তৃক প্রণীত দণ্ডবিধি লঙ্ঘন করা এবং শার'য়ী পরিমাপগুলোতে ইচ্ছামত পরিবর্তন সাধন করা। যেমন: ক্ষতিপূরণ ও হদের বিধানসমূহ, মীরাসের অংশসমূহ, যাকাতের নিছাবের পরিমাণ, কাফফারার পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়গুলো, যেগুলোর পরিমাণ শরী'য়ত ধার্য করে দিয়েছে।

পঞ্চম ক্বায়দা: কাফেরদের ইবাদত বা অভ্যাস সংক্রান্ত কোনো বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন করা বিদ'আহ বলে বিবেচিত হবে। কারণ, কাফেরদের বিরোধিতা করা শর'য়ী উদ্দ্যেশ্য, যাতে সমস্ত দীনের উপর আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ইয়াহুদীরা বাতিল হীলা দ্বারা হারামকে হালাল বানানোর কাজে প্রসিদ্ধ, আর নাছারারা দীন নিয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়াবাড়ি করা ও শরী'আহ সম্মত দণ্ডবিধি প্রয়োগে কঠোরতার মাত্রা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। তাদের (ইয়াহুদী ও নাছারা) সাদৃশ্য অবলম্বন করা বিদ'আহ, যখন সাদৃশ্য অবলম্বনটা হবে তাদেরই সৃষ্ট এমন কোনো সংস্কৃতি বরণ করার দ্বারা, যা তাদের দীনের অংশই নয়।

ষষ্ঠ ক্বায়দা: জাহিলীয়্যাতের এমন কোনো আমল, ইসলাম যেটাকে স্বীকৃতি প্রদান করেনি।

আবু মালেক আল-আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল -ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- বলেন:

«أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّة، لا يَتْرُكُونَهُنَّ: الفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ». أخرجه مسلم برقم (٩٣٤).

---

২. বাই'উল ঈনাহ হল- বিক্রেতা কোনো একটি পণ্য ক্রেতার নিকট বিক্রি করল বাকী মূল্যে, কিন্তু বাজারদরের চেয়ে বেশী দামে, অতঃপর উক্ত বিক্রেতা নিজেই ক্রেতার নিকট হতে সংশ্লিষ্ট পণ্যটি ক্রয় করল নগদে, কিন্তু পূর্বোক্ত বিক্রয়মূল্যের চেয়ে কম দামে অর্থাৎ সাধারণ বাজার দরের সমান মূল্যে। এটাকেই বলা হয় বায়'উল ঈনাহ। উদাহরণস্বরূপ: গাড়ি বিক্রেতা আশি লক্ষ্য টাকা মূল্যের একটি গাড়ি বিক্রি করল এক কোটি টাকার বাকীমূল্যে, অত:পর উক্ত বিক্রেতা নিজেই আবার ক্রেতার নিকট হতে উক্ত গাড়িটি ক্রয় করল বর্তমান বাজারদরে অর্থাৎ আশি লক্ষ্য টাকা দামে ক্রয় করল। এই ব্যবসাটি সম্পূর্ণ সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, পণ্যের ক্রয় বিক্রয় মূলত সুদকে বৈধ বানানোর একটি অপচেষ্টা। যা ক্রয় বিক্রয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সহজেই অনুমেয়।

"আমার উম্মাহ কখনোই পরিত্যাগ করবে না জাহিলীয়্যাতের এমন চারটি বিষয় হল: বংশমর্যাদা নিয়ে গর্ব করা, বংশ পরম্পরা নিয়ে সমালোচনা করা, তারকারাজির মাধ্যমে বৃষ্টি হওয়ার আশা করা এবং বিলাপ করা।" মুসলিম হা/৯৩৪।

তৃতীয় মূলনীতি হল- বিদ'আহ পর্যন্ত উপনীতকারী মাধ্যমসমূহ।

বিদ'আহ পর্যন্ত উপনীতকারী মাধ্যমসমূহ নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে। ওয়াজিব বিধানসমূহ, মুস্তাহাব বিষয়সমূহ, বৈধ বিষয়সমূহ, মাকরূহ বিষয়সমূহ, গুনাহসমূহ ও হারাম বিষয়সমূহ।

এই মূলনীতির অধীনে পাঁচটি ছুরত-রূপ অন্তর্ভুক্ত হবে:

১। যখন মানুষ শরী'য়ত কর্তৃক প্রদত্ত কোনো কর্তব্য সম্পন্ন করবে এমনভাবে যে, দেখে মনে হয় সে সংশ্লিষ্ট কর্তব্যের উদ্দেশ্য বিরোধী কোনো কাজ করছে, তবে এমন কাজ বিদ'আহ-এর সাথেই সংযুক্ত হবে।

এই অবস্থাটি আরো পাঁচটি অবস্থাকে শামিল করে:

প্রথম অবস্থা: সাধারণ নফল এমনভাবে আদায় করা যে, দেখে মনে হয় সে কোনো সুন্নাহ রাতিবাহ তথা সুন্নাহ মুআক্কাদাহ আদায় করছে। যেমন, জামা'আতের সাথে মাসজিদে নফল ছ্বলাত আদায় করা।

দ্বিতীয় অবস্থা: সুন্নাহকে এমন ধারাবাহিকতার সাথে আদায় করা যে, দেখে মনে হয় সে ফরয ছ্বলাত আদায় করছে। যেমন, সূরা আল-সাজদাহ ও সূরা আদ-দাহর প্রত্যেক জুম'আ দিবসের ফজরের ছ্বালাতে পাঠ করা।

তৃতীয় অবস্থা: কোনো প্রশস্ত ইবাদতকে এমনভাবে পালন করা যে, দেখে মনে হয় যে, সংশ্লিষ্ট ইবাদতটি কোনো বিশেষ স্থান বা কালের সাথে নির্দিষ্ট।

চতুর্থ অবস্থা: কোনো একটি শরী'য়ত সম্মত আমলের সাথে অতিরিক্ত কোনো আমল এমনভাবে সংযুক্ত করে দেয়া যে, উক্ত সংযুক্ত আমলটি মূল আমলটির বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়ে যায়। যেমন, ত্বাওয়াফের সময় ক্বুরআন তিলাওয়াত করা।

পঞ্চম অবস্থা: প্রত্যেক এমন নিয়মিত সম্মিলনী, যা বারবার ফিরে আসে দিবস বা বছরসমূহের পুনরাবৃত্তির কারণে, কিন্তু এ জাতীয় সম্মিলনী কোনো শরী'য়তসিদ্ধ সম্মিলনী নয়। যেমন, জামা'আতের ছ্বলাত, জুম'আর ছ্বলাত ও দুই

ঈদের ছুলাত ইত্যাদি সম্মিলনীসমূহ শরী'য়তসিদ্ধ। শরী'য়ত বহির্ভূত সম্মিলনী বিদ'আহ হওয়ার কারণ হল, এ সকল সম্মিলনীসমূহের মাঝে শরী'য়তসিদ্ধ সম্মিলনীগুলোর সঙ্গে সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে।

২। যখন কোনো মুসলিম কোনো জায়েয কাজ এমনভাবে পালন করবে যে, দেখে মনে হবে এটা শরী'আহ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো দায়িত্ব, তখন উক্ত কাজটি বিদ'আহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এর উদাহরণ হল- মাসজিদসমূহকে জাঁকযমকপূর্ণ করে তোলা এবং কারুকার্য মণ্ডিত করা।

৩। যখন গুনাহের কাজ করেন বিশেষতঃ ঐ সকল আলেম, যারা সাধারণ মানুষের নিকট অনুসৃত এবং তাদের থেকেই কোনো গুনাহের কাজ প্রকাশিত হয়, এমনকি সাধারণ মানুষ এটাকে দীনের অংশ মনে করতে থাকে। এমন কাজও বিদ'আহ এর অন্তর্ভুক্ত। আর এমন প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই আমরা একজন আলেমের ত্রুটির সমালোচনা করি।

৪। যখন সাধারণ মানুষ কোনো গুনাহের কাজ করে, কিন্তু উক্ত কাজে বাধা প্রদানে সক্ষম আলেমগণ তাদেরকে বাধা না দেয়, এমনকি এক পর্যায়ে সাধারণ জনতা বিশ্বাস করে যে, এই জাতীয় গুনাহের কাজে কোনো সমস্যা নেই। এটাও বিদ'আহ এর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। যেমন, সুদের লেনদেন এবং হারাম যন্ত্রপাতি ও ছবিসমূহ।

৫। বিদ'আহ এর উপর ভিত্তিশীল প্রত্যেকটি বিষয়ই বিদ'আহ ও পরিত্যক্ত, আর বাত্বিলের উপর ভিত্তিশীল প্রত্যেকটি বিষয়ই বাত্বিল। বিধায় দীনের মধ্যে - নতুনভাবে মানুষের বানানো - বিদ'আহ এর পরিণতিতে যা-কিছু ঘটবে — যেমন, ইবাদত সংক্রান্ত বা অভ্যাস সংক্রান্ত কোনো বিষয় সমাজে নতুনভাবে তৈরি হওয়া — এগুলো সবই বিদ'আহ এর অন্তর্ভুক্ত। যেমনটা দেখা নব্যসৃষ্ট বিভিন্ন বিদ'আহমূলক মাহফিল ও ঈদের অনুষ্ঠানগুলোতে অর্থাৎ ব্যাপকভাবে খাবার, পোষাক ও খেলাধুলা ইত্যাদির আয়োজন করা। আর এই সকল বিদ'আহমূলক কর্মকাণ্ডের গুনাহসমূহ মূলত সংশ্লিষ্ট ঈদ অনুষ্ঠানের ফলশ্রুতিতেই ঘটেছে।

حكم البدع

বিদ'আতের বিধান

দীনের মধ্যে নব্যসৃষ্ট প্রতিটি বস্তুই বিদ'আহ, আর প্রতিটি বিদ'আহ পথভ্রষ্টতা হারাম এবং বিবর্জিত, আর প্রতিটি পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। বিদ'আহ এর নিষিদ্ধতা বিদ'আহ এর স্তরভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। **এমনও বিদ'আহ আছে যা, স্পষ্ট কুফর।** যেমন, ক্ববরের চতুর্দিকে ত্বাওয়াফ করা, তাদের কাছে প্রার্থনা করা, তাদের নিকট ফরিয়াদ করা এবং তাদের জন্য জবেহকৃত পশু ও মান্নতের জন্য ধার্য কৃত সম্পদ তাদের নিকট পেশ করা।

আবার কিছু বিদ'আহ এমনও আছে, যেগুলো শিরকের মাধ্যমরূপে কাজ করে। যেমন, ক্ববরের উপরের সংযুক্ত স্থানটি পাকা করা, সেখানে ছলাত আদায় করা এবং সেখানে বসে সংশ্লিষ্ট ক্ববরবাসীদের ওয়াসীলা দিয়ে আল্লাহকে ডাকা। আবার কিছু বিদ'আহ এমনও আছে, যেগুলো আক্বীদাগত বিশ্বাসে অন্যায় ও অনাচারের জন্ম দেয়। যেমন, শর'য়ী দলীল-প্রমাণের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিদ'আহসমূহ। আবার কিছু বিদ'আহ এমনও আছে, যেগুলো সাধারণ অপরাধের ন্যায়। যেমন, চির কুমার হয়ে থাকা, সূর্যের আলোতে দাঁড়িয়ে ছীয়াম পালন করা এবং সঙ্গমের চাহিদা নষ্ট করে ফেলার উদ্দ্যেশ্যে যৌনাঙ্গ কর্তন করা।

আলেমগণের উপর ওয়াজিব হল- স্পষ্টরূপে সুন্নাহ এর বর্ণনা দেয়া, যাতে বিদ'আহ দূরীভূত হয় এবং বিদ'আহ ও বিদ'আহ এর সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিদের থেকে মানুষকে সাবধান করা; যাতে করে মানুষ তাদের দ্বারা ধোকায় পতিত না হয়।

আর মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের উপর ওয়াজিব হল- বিদ'আহকে বাধা দেয়া, এর সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিদের হস্ত বেধে রাখা এবং তাদেরকে অনিষ্ট সাধন করা থেকে বিরত রাখা; যাতে করে তারা দীনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ না পায় এবং সুন্নাহ-এর বিনাশ করতে না পারে।

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)} [النساء: ١١٥].

"যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।" [আন নিসা: আয়াত নং ১১৫]

(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥٠)} [القصص: ٥٠].

"অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।" [আল কাসাস: আয়াত নং ৫০]

(৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূল - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - বলেন,

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٧) , ومسلم برقم (١٧١٨).

"আমাদের দীনের অংশ নয় এমন কোনো বিষয় যে আমাদের এই দীনের মধ্যে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করল, তার উক্ত কর্মটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি) ছহীহ বুখারী, ২৬৯৭ ছহীহ মুসলিম, ১৭১৮।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ
- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি
-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা
- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৫. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা
- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৬. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন
- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৭. কিতাবুল ঈমান
- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৮. কিতাবুত তাওহীদ
- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৯. কিতাবুত তাওহীদ
- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১০. আক্বীদাতুত তাওহীদ
-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১১. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)
- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১২. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১৩. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫ টাকা]

১৪. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০০ টাকা]

১৫. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১৬. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১৭. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৮. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১৯. নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২০. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২১. একশত কাবীরা গুনাহ

-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২২. খিলাফাত ও বায়'আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২৩. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২৪. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ 'ইছ্বাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২৫. 'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৬. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২৭. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৮. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৯. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩০. মদীনা মুনাওয়ারা

- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩১. যাকাতুল ফিতর

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৩২. যাকাত ও দান খয়রাত

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩৩. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবয়্যিাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩৪. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

৩৫. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়‘আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

৩৬. আস-সিয়াসাহ আশ-শার‘ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)

-সাজ্জাদ সালাদীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩৭. এক নজরে ছ্বলাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩৮. ছ্বিয়াম ও রমাদ্বান-

-সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩৯. ঈদ, কুরবানী ও আক্বীকাহ

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪০. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৪১. নতুন চাঁদের বিতর্ক সমাধান

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৪২. উসূলুস সুন্নাহ -

-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪৩. লুম'আতুল ই'তিক্বদ

-ইবনে ক্বুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]

৪৪. 'ইতিক্বদ আইয়াম্মাতিল হাদীছ- আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

৪৫. শারহুস সুন্নাহ

-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৪৬. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]